ফিরিঙ্গী কবি

উমানাথ ভট্টাচার্য



কথকতা
৩৩সি নেপাল ভট্টাচার্য লেন
কলিকাতা ২৬

প্রকাশক

বি, ভট্টাচার্য

কথকতা

৩৩সি, নেপাল ভট্টাচার্য লেন

কলিকাতা ২৬

মুদ্রাকর

শ্রীঅজিত কুমার সাউ

রূপলেখা প্রেস

৬০ পটুয়াটোলা লেন

কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদ

অঞ্জন চৌধুরী

প্রথম প্রকাশ

পয়লা জুন ১৯৬০

পরিবেশক

জাতীয় সাহিত্য পরিষদ

১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট

কলিকাতা ৯

'ফিরিঙ্গী কবি' মৌলিক রচনা। কবিবর এণ্টনী ফিরিঙ্গীর জীবনকে কেন্দ্র করে উনবিংশ শতকের বাঙালী সমাজের খানিকটাও যদি চিত্রিত করতে পেরে থাকি তাহলে শ্রম সার্থক জানব।

ইতিপূর্বে শ্রীমদন বন্দ্যোপাধ্যায় 'এণ্টনী ফিরিঙ্গী' (উপন্যাস) লিখেছেন। তাঁকে আমার শ্রদ্ধা জানাই। কারণ, ইতিহাস বিচারে এবং ইতিহাস নিয়ে কাহিনী রচনায় দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য সত্বেও, তিনি আমার পূর্বসূরী।

লেখকের

নাটক।

নীচের মহল

ঘূর্ণী

জল

শেষ সংবাদ

উপন্যাস।

নরক

চরিত্র

হান্স এন্টনী
নকুল
কানাই
নটবর
হারু
নিতাই
যজ্ঞেশ্বর
অনন্ত
দিনমণি
থোবর্ণ
দত্তবাবু
কুশল
দুলাল
শিববাবু
হ্যারী বীটন

রাম
নরু
কালীচরণ
বিন্দা সিং
ছকু
গোরক্ষ যোগী
নায়েব
ভোলা ময়রা
ফরেসডাঙ্গার অধিবাসীবৃন্দ
কলকাতার আসরের শ্রোতাগণ

সৌদামিনী
বিনোদিনী
রজনী
হ্যান্সী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[মঞ্চের সামনে ডানদিক ঘেঁষে টিনের দো-চালা ঘর ; একখানা তক্তাপোশ। একেবারে পিছনে নৌকোর পাল অস্পষ্ট দেখায়। গঙ্গার পাড। সরু হাঁটা-পথ গঙ্গার পাড় থেকে এগিয়ে এসে দো-চালার সামনে দিয়ে গ্রামের দিকে চলে গেছে। পথের দুপাশে ইতস্তত ছড়ানো ঝোপঝাড়ের মেলা। গঙ্গার পাড়ে মানুষ-জনের যাওয়া-আসা অস্পষ্ট চোখে পড়ে। মাঝে মাঝে সোরগোল—ইংরাজীতে গালি-গালাজ। দো-চালায় উপবিষ্ট কানাই, হারু, যজ্ঞেশ্বর, নটবর ও নিতাই। এক ব্যক্তি গঙ্গার ওদিক থেকে হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরে দ্রুতপায়ে এগিয়ে আসে। সময় দ্বিপ্রহর।]

হারু ॥ (লোকটিকে) কি হল, নকুলবাবু। বিছে কামড়েছে নাকি ?

নকুল ॥ না ; লাথি মেরেছে।

হারু ॥ লাথি ! তোমার মুখে ! কে হে এমন পাষণ্ডটি ?

নকুল ॥ (এগিয়ে আসে ; ফুঁপিয়ে কাঁদে) সাহেব।

[কানাই বিনিষ্টচিত্তে গান গাইছিল :

তোমাতে আমাতে একই কায়া
আমি দেহপ্রাণ তুমি লো ছায়া
আমি মহাপ্রাণী তুমি লো মায়া
মনে মনে ভেবে দেখ আপনি।]

নৌকো থেকে চিনির বস্তা নামাতে গিয়ে মাথা থেকে জলে পড়ে গেল। সাহেব বলল: নিমকহারাম। তারপর এক ফৌজদারী লাফ মেরে বুটসুদ্ধ আমার মুখে বসিয়ে দিলে। নাকটা বেঁকে গেল। বলল: আমাকে আর কাজে রাখবে না।

কানাই ॥ (সুরে) আমি দেহপ্রাণ তুমি লো ছায়া…

নকুল ॥ বউকে আমি বলব কী?

হারু ॥ তোকে নিমকহারাম বলেছে?

যজ্ঞেশ্বর ॥ (এতক্ষণ মাথা নীচু করে ভোম্ হয়ে বসেছিল) বাজে কথা। চিনির বদল।

নকুল ॥ অনেকদিন পরে জোগাড় করেছিলাম কাজটা,—এক কথায় খারিজ দিল। (ফুঁপিয়ে কান্না) আমার নাকটাও…

নটবর ॥ (এগিয়ে এসে ওর গায়ে হাত বুলোয়) কাঁদে না; ষাট।

নিতাই ॥ বউকে গিয়ে বলবি, সায়েবের সঙ্গে মারামারি করেছিস, তাই—

নকুল ॥ বিশ্বাস করবে না।

কানাই ॥ তাহলে বলবি, হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিলি।

নকুল ॥ উল্‌টে গাল দেবে; বলবে, পথ দেখে হাঁটতে পার না?

কানাই ॥ (সুরে) আমি মহাপ্রাণী তুমি লো মায়া…

হারু ॥ তাহলে কি করবি বল। এখানে বসে কাঁদলে তো আর বউ শুনবে না।

[নকুল কান্না থামিয়ে সবাইকে দেখে। অবশেষে নিতাইয়ের হাতের দিকে নজর পড়ে।]

নকুল ॥ (নিতাইকে) আগুন নেই?

নিতাই ॥ কেন ?

নকুল ॥ এক ছিলিম টেনে নিলে বোধহয় ব্যথাটা মরত, নইলে—
(শেষের দিকে আবার গলা ধরে আসে।)

নিতাই ॥ (গাঁজার কল্‌কে এগিয়ে দেয়) নে বেটা, খা।

কানাই ॥ (গলা তুলে—সুরে)

তোমাতে আমাতে একই কায়া
আমি দেহপ্রাণ তুমি লো ছায়া…

নকুল ॥ (দমভোর টান দিয়ে কল্‌কেটা নিতাইয়ের হাতে ফেরত দেয়) একটু শুই, অ্যাঁ ?

হারু ॥ শোও, শোও।

[নকুল শোবার উপক্রম করে, এমন সময় গঙ্গার ওদিক থেকে সাহেবের ডাক : "নকুল ! এ নকুল ! শালা উল্লু কোন্‌দিকে গেল !"

সাহেবকে এইদিকে আসতে দেখে এরা তড়িৎ গাঁজার সরঞ্জাম লুকিয়ে ফেলে। কানাই গান ধরে :

এসো এসো চাঁদবদনী
এ রসে নীরস কোরো না ধনি।

সাহেবের প্রবেশ।]

সাহেব ॥ এ, নকুলকো দেখা ?

হারু ॥ নকুল !…নকুল কে যজ্ঞেশ্বরদাদা ?

সাহেব ॥ তোমারা বড় পাজী আছ। (নকুলকে দেখিয়ে) এ কৌন হ্যায়।

হারু ॥ ওই নকুল ? আমরা ওকে সত্যিই চিনতাম না সাহেব। ও এসে বলল—

সাহেব ॥ চোপ রও, লায়ার।

নিতাই ॥ (যজ্ঞেশ্বরকে) দাদা, গাল দিচ্ছে।

[নকুল এতক্ষণে উঠে বসে ফ্যালফ্যাল করে সাহেবের দিকে চেয়েছিল।]

সাহেব ॥ (নকুলের চুলের মুঠি ধরে) চলো…কাম ছোড়কে ইধার গাঁজা পিতা !

নটবর ॥ সেকি ! (যজ্ঞেশ্বরকে) ওকে নাকি খারিজ দিয়েছে !

সাহেব ॥ কোন্ বোলা ?

হারু ॥ গোসা কোরো না সাহেব। আমরা বসে এই দুটো ঘর-সংসারের কথা বলছিলুম। এমন সময় ও এসে বলল, তুমি নাকি ওকে খারিজ দিয়েছ। বলেই শুয়ে পড়ল ; বলল, একটু ঘুমিয়ে নি।

সাহেব ॥ গাঁজা নেহী পিয়া ?

হারু ॥ (বিস্ময়ে বিস্ফারিত নেত্র) গাঁজা ! গাঁজা এখানে পাবে কোথায় ! আমরা তো সব—

সাহেব ॥ চোপ রও, লায়ার।

নটবর ॥ (যজ্ঞেশ্বরকে) ধরে ফেলেছে।

সাহেব ॥ (নকুলের চুলের মুঠি তখনো ধরা রয়েছে) ফির তুম কাম ছোড়কে ইধার আওগে তো তুমকো—

নকুল ॥ (ডাক ছেড়ে কেঁদে ওঠে) দাদারে !

সাহেব ॥ চলো। (এদের দিকে ফিরে) ফির তুম ইঁহা

বৈঠকে গাঁজা পিওগে তো তুমকো হাম গুলি মারে গা।

—চলো…(নকুলকে হ্যাঁচকা টান)

নকুল ॥ বাবারে!

[সাহেব লাথি মারে ওর পিছনে। নকুলের দ্রুত গঙ্গার দিকে প্রস্থান। সাহেবের ওর পিছনে ধাওয়া করে প্রস্থান।]

যজ্ঞেশ্বর ॥ (নিতাইকে) কি রে, ভয়ে যে কেঁচো হয়ে গেলি। নে, ভাল করে আর এক কল্‌কে সাজ।

নটবর ॥ ও ব্যাটাদের বিশ্বাস নেই। সত্যই যদি গুলী চালিয়ে দেয়?

যজ্ঞেশ্বর ॥ গাঁজা খেয়ে এত বড়টা হলি; একদিন না হয় গুলী খেয়েই দেখবি, কেমন লাগে।

কানাই ॥ (সুরে) তোমাতে আমাতে একই অঙ্গ,
তুমি কমলিনী আমি সে ভৃঙ্গ,…

যজ্ঞেশ্বর ॥ ধ্যাৎ! কাজের নামে নেই, সেই থেকে কানের কাছে (মুখ বিকৃত করে) 'তুমি কমলিনী আমি সে ভৃঙ্গ'।
(নিতাইকে) সাজ না ভাল করে।

হারু ॥ হ্যাঁ রে কেনো, তোর কি মারধোর খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে? সেই তখন থেকে দাঁড়কাকের মতো চ্যাল্লাচ্ছিস!

কানাই ॥ (সুরে) অনুমানে বুঝি আমি ভুজঙ্গ…

[দত্তবাবু ও সহকারীর প্রবেশ]

দত্ত ॥ (সহকারীকে) শোন, আমি বলি কি, পুরো মালটাই তুমি আমার গুদোমে তুলে দাও।

সহকারী ॥ তারপর? সাহেব তো এমনি ছাড়বে না; খোঁজ করে ঠিক বের করবে। তখন?

দত্ত ॥ তুমি তো অনেকদিন আমার সঙ্গে কাজ করছ। সাহেব ঠেঙিয়ে কেমন করে কেঁচো বানাতে হয়, দেখনি?

সহকারী ॥ দেখেছি; কিন্তু এ ব্যাটা যে আনকোরা, সত্ত জঙ্গল থেকে উঠে এসেছে।

দত্ত ॥ নতুন পুরনো সব সমান। এরা আসে কাঁচা পয়সা লুটতে। ওই এক জাহাজ মাল একটু একটু করে সাত বচ্ছর ধরে বিক্রী করবে, এত ধৈর্য আছে নাকি ওর? রকম দেখে বোঝ না? মাল এসে ঘাটে পড়ে আছে, সাহেবের পাত্তা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখ, মদ খেয়ে কোথায় কোন্ ইরানী বেশ্যা নিয়ে পড়ে আছে।

সহকারী ॥ তাহলে আপনি বলছেন,—

দত্ত ॥ হ্যাঁ। সাত-আট হাজার টাকার মাল এভাবে বয়ে যেতে দেওয়া ঠিক না। সহেব খোঁজ পেলে তখন হাতে হাজারখানেক গুঁজে দিলেই দেখবে, অনেক পেয়েছি ভেবে নাচতে নাচতে আবার বেশ্যাবাড়ি গিয়ে হাজির হয়েছে।—যাও, ওই যা বললাম।

যজ্ঞেশ্বর ॥ আচ্ছা নিতাই, তুই ব্যাটা নাপিত; আমি বামুনের ছেলে—তোদের সঙ্গে বসে যে এখানে সময় কাটিয়ে যাই, এতে তোদের গর্ব হয় না?

নিতাই ॥ হয় তো।

যজ্ঞেশ্বর ॥ তবে ব্যাটা, সেই থেকে একছিলিম ভাল করে সাজতে বলছি, কথা কানে নিচ্ছিস না কেন?

কানাই ॥ (সুরে) তুমি আমার তায় রতনমনি…

যজ্ঞেশ্বর ॥ তুই থামবি ?

হারু ॥ থামবে কি! ওর ভাব এসেছে। (বাইরের দিকে হাত তুলে দেখায়।) দেখছ না?

যজ্ঞেশ্বর ॥ (চেয়ে দেখে) হুঁ। কিল খাওয়ার বাসনা হয়েছে।

হারু ॥ কিলে কিছু হবে না দাদা। ওর পিঠটা কিল-পাকা হয়ে আছে। (কানাইকে) বলব সেদিনের কেচ্ছাটা?

[দত্ত ও সহকারী তখনো দাঁড়িয়ে আলোচনা করছিল]

দত্ত ॥ তুমি যাও। আর দেরী ক'র না। শকুনের তো অভাব নেই। কে কোত্থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে।

[সহকারীর প্রস্থান। দত্ত এদের দিকে এগিয়ে আসে। যজ্ঞেশ্বর নীচু হয়ে প্রণাম করে। আর সবাই উঠে দাঁড়ায়।]

দত্ত ॥ (যজ্ঞেশ্বরকে) বাঁড়ুজ্যের কি কর্মব্যপদেশে এইদিকে আসা হয়েছিল?

যজ্ঞেশ্বর ॥ আজ্ঞে, কর্ম কোথায়? কর্মের তল্লাসেই তো ঘুরছি দিন না কিছু একটা জুটিয়ে।

দত্ত ॥ জন খাটাবার কাজ করবে? বার-বাড়িতে একটা পুকুর কাটাব ঠিক করেছি। লেগে যাও না।

যজ্ঞেশ্বর ॥ মজুর খাটানো?

দত্ত ॥ হলই বা। একটু এদিক-ওদিক করে চলাতে পারলে ওই মজুরের ভাগ থেকে বেশ একটা অংশ নিজের ঘরে তুলতে পারবে।

যজ্ঞেশ্বর ॥ তা পারব। কিন্তু বামুনের ছেলে,—কুলী খাটানোর কাজটা কি ঠিক হবে?

দত্ত ॥ তাহলে তুমি এক কাজ কর। ভাল বামুনের ছেলে তো,—তুমি এই চামার, নাপিত, মুদ্দোফরাসদের সঙ্গে বসে এক কল্‌কেতে গাঁজা খাও। পিতৃপুরুষ স্বর্গলাভ করবে।...লজ্জা করে না তোমার? বুড়ো বাপ ভিক্ষে চাইতে আসে আমার কাছে তোমার ছেলে-বউকে খাওয়াবে বলে; আর তুমি এদিকে...গলায় দড়ি দাও, বুঝলে! দড়ি কেনার পয়সা না-থাকলে আমার কাছে চেয়ে নিও।

[দ্রুত সহকারীর প্রবেশ। ফিস্‌ফিস্ করে দত্তকে কি বলে। দুজনের উত্তেজিতভাবে গঙ্গার দিকে প্রস্থান।]

যজ্ঞেশ্বর ॥ শালা। জ্ঞান বিলোতে এসেছে। গাঁজা যেন উনি খান না।

হারু ॥ আমাকে মুদ্দোফরাস বলেছে। আমি ওকে ঢিল মারব।

নিতাই ॥ স্‌স্‌! শুনতে পাবে।

হারু ॥ তোর আর কি! ব্যাটা নাপিত,— তোকে নাপিত বলেছে, গায়ে লাগে নি। বলত মুদ্দোফরাস—

যজ্ঞেশ্বর ॥ নিতে, ভাল করে এক কল্‌কে সাজ দেখি; ওর জ্ঞান বিলোনোর নিকুচি করি।

কানাই ॥ (সুরে)...তুমি লো মায়া,
মনে মনে ভেবে দেখ আপনি।

[নিতাই যজ্ঞেশ্বরের হাতে কল্‌কে দেয়। যজ্ঞেশ্বর টানে। খানিকক্ষণ বুঁদ হয়ে বসে থাকে।]

যজ্ঞেশ্বর ॥ শালা। জ্ঞান বিলোতে এসেছে।...আমি তোর খাই? আমার বাবা তোর খায়। আমি খাই?

হারু ॥ দাদা, চ'ট না।

যজ্ঞেশ্বর ॥ না, তুই বুঝছিস না হারু। গরম বেড়েছে। চোরাই ব্যবসায় রাতারাতি বড়লোক হয়ে ভেবেছে : আমি কি হনু রে! দূর্বা-বনে খটাস্ বাঘ। ফরাসডাঙার দত্তবাবু। আরে, এমন কত বাবু রাতারাতি উবে যাচ্ছে, কলকাতায় গিয়ে দেখে আয়।

হারু ॥ দাদা, তুমি চ'ট না।

যজ্ঞেশ্বর ॥ না তুমি জান না হারু। সেবার কলকাতায় নন্দলাল বোসের বাড়ি প্যালা শুনতে গিয়েছিলুম। আমরা সব আসরে বসে আছি। আর দূরে ওই কোণায় একটা জলচৌকী পেতে বসে আছে—, কে বল তো ?

হারু ॥ কেউ একজন হবে আর কি।

যজ্ঞেশ্বর ॥ ঠিক বলেছিস। ও হল গিয়ে তোর শিবচন্দ্রবাবুর ছেলে গৌরচন্দ্র।

হারু ॥ ও, গৌরচন্দ্র ?

যজ্ঞেশ্বর ॥ বাপ এক কাঁড়ি টাকা রেখে গিয়েছিল তো। তারপর দুটো বছর। ব্যস, বাবু সব ফুস্ করে উড়িয়ে দিলেন।

নটবর ॥ কেমন করে ?

যজ্ঞেশ্বর ॥ মুখ্যু! ব্যাটাছেলে কেমন করে টাকা ওড়ায় জানিস না? —তেরোটা মাগী রেখেছিল—কলকেতার সেরা তেরোটা। মল্লিকদের ছোটবাবু যে অমন উড়নচণ্ডে, সেও পারে নি,—তিনটেতে এসেই ঠেকে গিয়েছিল।

হারু ॥ বাঃ! .

কানাই ॥ (সুরে) পিরীতি নগরে বিষমো সখি—

যজ্ঞেশ্বর ॥ পিরীতি অমনি করলেই হয় না। শিবচন্দ্রবাবুর ছেলে

বাপের টাকা উড়িয়ে দু-বছরে ভিখারী হয়েছিল ; এ ব্যাটার যে অদ্দিনও তর সইবে না ; নিজেই—

কানাই ॥ (সুরে) এস এস চাঁদবদনী,

ও রসে নীরস কোরো না ধনি…

যজ্ঞেশ্বর ॥ (বাইরের দিকে দেখে) কে রে ?

হারু ॥ কেনোর 'পিরীতি বিষম জ্বালা'।

কানাই ॥ ধ্যেৎ !

যজ্ঞেশ্বর ॥ কুশলচাঁদের সেই বিধবা বোনটা না ?—ও এখানে কেন ?

হারু ॥ দাদা, একটু ছানার জল এনে দেব ? দমটা বড্ড বেশী দিয়ে ফেলেছ।

যজ্ঞেশ্বর ॥ কেন ?

হারু ॥ কেন আবার কি ! তুমি জান না, মেয়েটা বিয়ের পর একবারও শ্বশুরবাড়ি যায় নি ? দাদার বাড়িতেই বিয়ে হয়েছে ; দাদার বাড়িতেই সধবা থেকেছে ; দাদার বাড়িতে বসেই খবর পেয়েছে—ওর বাহাত্তুরে স্বামী আর নেই, ও এখন বিধবা।

যজ্ঞেশ্বর ॥ কপাল ভাল। শ্বশুরবাড়ির ধারে-কাছে কোথাও থাকলে তো ধরে এনে পুড়িয়ে মারত।

নটবর ॥ আমাদের রসিককৃষ্ণ একটা গল্প বলেছিল। একবার সে গিয়েছিল গোকুলপুর—পায়ে হেঁটে সাত গ্রাম পেরিয়ে। এখন হয়েছে কি,—রসিকদা যে-গ্রামেই পা দেয়, দেখে গুটিকয়েক নতুন বিধবা নতুন থান পরে ঘুরে বেড়াচ্চে। দাদা তো থ। এত বিধবা এল কোত্থেকে ? এদের কেউ পুড়িয়ে মারে নি ? তার ওপর

নতুন থান, মানে সন্ত-বিধবা ; মাথায় সিঁদুরের দাগ তখনো মেলায় নি। তাহলে মরল কে ?—নিতে কল্‌কেটা দে।

[নিতাই হাত বাড়িয়ে দেয় ; হারু মাঝপথে সেটা ছিনিয়ে নেয়।]

হারু ॥ দাঁড়া, ছ'টান দিয়ে নি ; নইলে শুনে জুৎ হচ্ছে না। (গাঁজা টানে) নে, এইবার বল।

নটবর ॥ (ফুক ফুক করে কয়েক টান দিয়ে) অনেক ভাবনার পর রসিকদার হঠাৎ মনে পড়ল : সেদিন পথে বেরিয়েই কার মুখে শুনেছিল—হরগোবিন্দবাবু কাল রাত্রে মারা গেছেন। ব্যস, ওতেই হয়েছে কাল। দুঃসংবাদ,—সুতরাং রসিকদা একধার থেকে জানাতে জানাতে গেছে খবরটা। আরে, সে তো আর জানে না যে, সারা তল্লাটে হরগোবিন্দবাবু একেবারে ফুল ফুটিয়ে রেখেছেন ; তাই ওঁর মরার খবরটা রটে যেতেই দেশ জুড়ে বিধবা হওয়ার ধুম পড়ে গেছে।

হারু ॥ গাঁজা।

নটবর ॥ শোন না। রসিকদা খুব রসিক লোক তো ; আসল খবরটা সে আর কাউকে জানায় নি। (হাসে) এদিকে হরগোবিন্দবাবু যদি জানতে পারে যে, তার সেই রাঙা টুকটুকে বউগুলো সব সাদা থান পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাহলে সে সত্যিই মারা যাবে।

হারু ॥ গাঁজা। আমি বিশ্বাস করি না।

নটবর। দেখ, 'গাঁজা' 'গাঁজা' করবে না। সেই তখন থেকে একবার মাত্তর কল্‌কেয় হাত দিয়েছি। আর তুমি তো—

হারু॥ আমি বিশ্বাস করি না। এ হতেই পারে না।

নটবর॥ হতে পারে না তো, কুশলদার বোন বিধবা হয়েও বেঁচে রইল কেমন করে?

হারু॥ বেঁচে রইল, কারণ ওর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা খোঁজ পায়নি যে, ওর স্বামীর এখানেও একটা বউ আছে।

নিতাই॥ আচ্ছা, এখন যদি খোঁজ পায়, তাহলে ওকে পুড়িয়ে মারবে?

যজ্ঞেশ্বর॥ না রে, না; সদ্যসদ্য মারতে হয়, নইলে তামাদি হয়ে যায়।

নটবর॥ তাহলে ওরাই বা স্বামী বেঁচে থাকতে—

হারু॥ ঠিক আছে। তুই বেঁচে থাকতেই তোর বউকে বিধবা সাজাস। হয়েছে তো?

কানাই॥ নটবরের বউকে বিধবা সাজালে চমৎকার মানাবে কিন্তু। একদিন এমনি দেখেছিলুম। আহা, কী চেহারা! ইচ্ছে করছিল—

[নটবর রেগে কানাই-এর মাথায় একটা চড় মেরে বসে।]

হারু॥ তুই ওকে মারলি যে!

নটবর॥ ও আমার বউ তুলে কথা বলবে কেন?

হারু॥ ঠিক আছে। কানাই, তুই আমার বউ তুলে কথা বল। বল, মেনকা, না, রম্ভা, উর্বশী—

কানাই॥ (নাক কুঁচকে) ইস্, তোমার বউকে যা দেখতে না! কালো—

নিতাই॥ (বাইরের দিকে দেখছিল) স্‌স্, ইদিকে আসছে!...নাঃ, এলো না।

কানাই ॥ (সুরে) এলো ব্রজে ঋতুরাজ, এসময়
ব্রজরাজ সুখের ব্রজধামে নাই।

ফিরিঙ্গী বেটা থাকলে একবার চোখ ভরে দেখে নিতে পারত গো। আহা, কী চুলের বাহার! যেন থরে থরে কালো মেঘ থম্ ধরে দাঁড়িয়ে আছে।—দাদা, বিদ্যুৎ! এদিকে তাকাল। কালো মেঘের বুক চিরে সোনার ঝিলিক খেলে গেল গো।

(সুরে) বেঁধো না সখি বেঁধো না কেশ হায়।
ফণিনীর ফণায় বড় ভয়,
কুন্তল কুঞ্জ কর, আমি কুঞ্জনাথ তায়।

[দত্ত ও সহকারী অর্থাৎ কালীচরণ উত্তেজিতভাবে গঙ্গার দিক থেকে এগিয়ে আসে।]

দত্ত ॥ তুমি ওকথা বলতে গেলে কেন? চেনা নেই, শোনা নেই,— যার-তার সঙ্গে তুমি ঘরের কথা আলোচনা করবে?

কালী ॥ আলোচনা করলাম কই! আমাকে জিজ্ঞেস করল, থোবর্ণ সাহেবের জাহাজ কোন্‌টা? আমি দেখিয়ে দিলাম। আলোচনাটা করলাম কোথায়?

দত্ত ॥ ও ব্যাটা যে থোবর্ণর দালাল, তুমি জান?

কালী ॥ জানলে কখনো বলি?

দত্ত ॥ না-জেনেই বা বলবে কেন? এখন এই মাল নিয়ে আমার গুদোমে তুলতে ক'আঁটি খড় পোড়াতে হবে ভাবতে পার?

কালী ॥ আমি তো নিজের থেকে বলি নি। ও জিজ্ঞেস করল বলেই তো—

দত্ত ॥ থাক, আর বুদ্ধিমানী করতে হবে না। যাও, এখুনি রঘুকে

খবর দাও। লাঠিসোঁটা নিয়ে যেন এখুনি গুদোমে পাহারা বসায়।

কালী॥ এখানে কয়েকজনকে পাঠিয়ে দেব?

দত্ত॥ না। যে ক'জন আছে, ওতেই হবে।—যাও, দাঁড়িয়ে থেকো না।

[কালীর প্রস্থান। অপর দিক দিয়ে সদলে থোবর্ণর প্রবেশ। থোবর্ণর পাশে ছকু।]

থোবর্ণ॥ তুম উস্‌কো জানতা?

ছকু॥ না, সাহেব। তবে এই গঙ্গার ধারে ওকে আমি আগে দেখেছি। কোন বড়লোকের দালাল হবে।

থোবর্ণ॥ কোন্ বড়লোক?

ছকু॥ তা তো জানি না।

থোবর্ণ॥ তুমি কিছু জান না। শালা। চলো; লেট্‌স্ সী। (প্রস্থানোদ্যত)

দত্ত॥ সাহেব! (থোবর্ণ ঘুরে দাঁড়ায়। দত্ত কাছে যায়) নমস্কার। আপনি বুঝি এই ফরাসডাঙায় নতুন এসেছেন?

থোবর্ণ॥ হাঁ। কেন?

ছকু॥ সাহেব!

থোবর্ণ॥ তুম্ উধার দেখো। হাম যাতা।

ছকু॥ আমি বলছিলাম—

থোবর্ণ॥ যাও, শালা নিগার। বাত নেহী শুন্‌তা। জুতি মারকে মু তোড় দেগা।

ছকু॥ আমার আর কি! তুমিই প্যাঁচে পড়বে।—চল হে, গঙ্গার ধারে

গিয়ে একটু ঘুমিয়ে নেবে।…চলি দত্তবাবু। পারেন তো আমার জন্যেও কিছু বরাদ্দ রাখবেন।

[দলবলসহ ছকুর প্রস্থান]

দত্ত॥ (থোবর্ণকে) কিসের ব্যবসা আপনার?

থোবর্ণ॥ সুগার…চিনি! কেন?

দত্ত॥ আমার নাম দত্ত—শ্রীরামজীবন দত্ত। এখানে আমার সামান্য কিছু পৈতৃক জমি আছে। আর কিছু ব্যবসাও করে থাকি।—চলুন না ওদিকটায়, বসে দুটো কথা বলা যাবে।

থোবর্ণ॥ ওয়েট্—(বাইরের দিকে কি দেখে।)

দত্ত॥ (থোবর্ণর দৃষ্টি অনুসরণ করে) ও, এই ব্যাপার! তা সাহেব, আপনি কি ওটিকে ইচ্ছা করবেন?

থোবর্ণ॥ ইয়েস্। হোয়াই নট্! (দেখে) আ, দি বিউটি…

দত্ত॥ ঠিক আছে, আমি ব্যবস্থা করে দেব'খন। চলুন ওদিকে; কথা আছে।

থোবর্ণ॥ (তখনো দেখছিল) আহ্, সি ইজ্ গন্! (দত্তকে) চলে গেল।

দত্ত॥ তাতে কী হয়েছে! আবার আসবে। আমি আপনার কাছে এনে দেব।—আসুন।

[দত্ত ও থোবর্ণর গঙ্গার দিকে প্রস্থান।]

যজ্ঞেশ্বর॥ ব্যস্, ওই দেখিয়ে এখন এক জাহাজ মাল নিজের গুদোমে তুলবে।

হারু॥ শুধু ওতে হবে না, দাদা। এ সাহেব বড় সেয়ানা; নগদও কিছু খসবে।

যজ্ঞেশ্বর ॥ খসলো। পাঁচ টাকার মালের জন্যে যদি এক টাকা নগদ খসে, ওর মতো চামার তাতে গররাজী হবে নাকি? ব্যাটা আমাকে এসেছিল জ্ঞান বিলোতে। ছুঁচো।

নিতাই ॥ আমি ভাবছিলাম, রাম-রাবণের যুদ্ধ না লেগে যায়। ফিরিঙ্গী সাহেবেরও তো উটির ওপর নজর আছে।

নটবর ॥ তুই জানলি কেমন করে?

হারু ॥ ওর বউ-এর কাছে গুপ্তিমন্তর শিখেছে যে। (যজ্ঞেশ্বরের কানে কানে কী বলে, শেষ কথাটা শোনা যায়) যোগান দেয়…ওর বউ।

যজ্ঞেশ্বর ॥ দেখিস, নিতে—তোর বউকেও যেন শেষপর্যন্ত কেউ হাপিস্ করে না-দেয়।

নিতাই ॥ তোমরা বড় ছোটলোক।

হারু ॥ (রেগে) এক চড় লাগাব। ব্যাটা নাপিত,—যাকে যা-নয় তাই বলিস!

যজ্ঞেশ্বর ॥ থাক, থাক।—

[জনৈক যুবকের প্রবেশ।]

যুবক ॥ (কাছে এসে) এখানে একটু বসতে পারি?

যজ্ঞেশ্বর ॥ নিশ্চই পারেন। বসুন। (লোকটি বসে) মহাশয়ের পরিচয়টা—

যুবক ॥ আমার বসতবাটি শ্রীরামপুরে। নাম শ্রীদিনমণি চট্টরাজ।

হারু ॥ শ্রীরামপুর! তা মহাশয়ের এই সাত গাঁ পেরিয়ে ফরাসডাঙায় আসায় হেতুটা কি? কিছু মনে করবেন না; আমি এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম।

নিতাই ॥ (কল্‌কে এগিয়ে দেয়) চলবে ?

দিনমণি ॥ আজ্ঞে না।

যজ্ঞেশ্বর ॥ শ্রীরামপুরে শুনছিলাম, পাদ্রীরা খুব উৎপাত আরম্ভ করেছে !

নটবর ॥ পাদ্রী তো পুরুত ; তারা আবার কি উৎপাত করবে ?

যজ্ঞেশ্বর ॥ খবরটা কি সত্যি ? পাদ্রী ব্যাটারা—

দিনমণি ॥ উৎপাত !—হ্যাঁ, তাও বলতে পারেন।

নটবর ॥ (হারুকে) ওই দেখ, আমি বলছিলাম না ; পাদ্রীরা তো পুরুত—

হারু ॥ থাক।—আপনি বলুন, উৎপাত করছে না ?

দিনমণি ॥ ঠিক বলতে পারছি না।

যজ্ঞেশ্বর ॥ (কল্‌কেটা এগিয়ে দেয়) নাও ভাই, দু'টান টেনে নাও।

দিনমণি ॥ আমি খাই না।—পাদ্রীরা যা করছে, তাকে কী বলব ? আমার খুড়ো সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ ; তিনি বললেন, আমি মহা অপরাধ করেছি। দেশময় ঢি ঢি পড়ে গেল, আমি নাকি পিতৃপুরুষের নরক-বাসের ব্যবস্থা করেছি। আমাকে ওরা একঘরে করল। একা মানুষ,—তাই দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু একটা খট্‌কা লেগে আছে : সরকারে দরবার না—করে আমি কি সত্যিই অপরাধ করেছি ?

যজ্ঞেশ্বর ॥ দাঁড়াও ভাই, আমিই দু'টান দিয়ে নি, নইলে তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।

নটবর ॥ আমি পারছি।

হারু ॥ থাক, তোমার আর বুঝে কাজ নেই।

দিনমণি॥ আমিই কি সব বুঝছি ছাই !

যজ্ঞেশ্বর॥ (দিনমণির কাছে এগিয়ে আসে) চুপি চুপি বল দেখি ভায়া,—ব্যাপারটা কি প্রেমঘটিত ?

দিনমণি॥ (কয়েকমুহূর্ত চুপ করে থাকে) হ্যাঁ ; আমার বোন। লক্ষ্মী ওর নাম ; বয়সে তেরো বছর। বিয়ের পর দ্বিরাগমনে এল আমাদের বাড়ি,—ওর বাপের বাড়ি। আহ্লাদে আটখানা হয়ে সারা বাড়ি মাথায় করে তুলল। কিন্তু ও তো জানে না যে, ওর স্বামীর বয়েস হয়েছে সত্তরের ওপর—যে-কোনদিন চোখ বুজতে পারে।…একদিন বুজলও তাই। সবাই মিলে তখন ওকে বিধবা সাজাতে বসে গেল। কিন্তু লক্ষ্মী কেঁদে সারা : সাদা কাপড় সে পরবে না ; রঙীন কাপড়ে তার বড় সখ।…বাবা নেই ; আমিই বাড়ির কর্তা। আমি বললাম, সাদা থান ও পরবে না ; ওর সিঁদুর মুছিয়ে দাও ; ও বিধবা নয়, কুমারী ; আমি আবার ওর বিয়ে দেব।

যজ্ঞেশ্বর॥ বললে !…বাহ্‌বা, বহুৎ আচ্ছা !—তারপর ?

দিনমণি॥ কথা শুনে আত্মীয়-স্বজন আমায় ত্যাগ করল। খুড়ো বললে, কুলাঙ্গার। আমি সব সইলাম শুধু লক্ষ্মীর মুখ চেয়ে।…. কিন্তু বিয়ে দেব বললেই তো দেওয়া যায় না। কে ওকে বিয়ে করবে !…আমি পাত্র যোগাড় করে ওর বিয়ে দিতে পারলাম না ; হেরে গেলাম। কিন্তু শোধ নিল প্রকৃতি। চার বছর পর যুবতী লক্ষ্মী একদিন অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় আমার পায়ের কাছে এসে কেঁদে পড়ল : আমি কি করব দাদা ! (চোখ মোছে) আমি তখন কী করতে পারি। ভাবলাম, ওকে নিয়ে কাশী চলে যাই। যেতামও।

কিন্তু ইতিমধ্যে লক্ষ্মী জলে ডুবে মরতে গিয়ে ধরা পড়ল পাদ্রীদের হাতে। পাদ্রীরা ওকে গির্জায় নিয়ে রেখে দিল; পরে শুনলাম, সে নাকি খ্রীষ্টান হয়েছে।

[সবাই একটুক্ষণ চুপচাপ]

যজ্ঞেশ্বর ॥ কিন্তু তুমি ভায়া দেশ ছেড়ে চলে এলে কেন?

দিনমণি ॥ তিষ্ঠোতে দিল না।—সরকারে হাজির হলেই নাকি আমি লক্ষ্মীকে ফেরত পেতে পারি। কিন্তু আমি বলি, লাভ কি? ফিরিয়ে আনলেই তো তোমরা ওকে খাঁচায় পেয়ে সবাই মিলে খুঁচিয়ে মারবে।

যজ্ঞেশ্বর ॥ ভালো করেছ। ফিরিয়ে না-এনে বেশ করেছ। কিন্তু ভায়া, সেই কর্মী লোকটি কে, ধরতে পারনি?

দিনমণি ॥ ওদের ধরা যায় না। লোকটি আমার গুরুদেবের ভাই।

সবাই ॥ (সমস্বরে) গুরু গুরু।

যজ্ঞেশ্বর ॥ তাহলে এখন কি ক'রবে ঠিক করেছ?

দিনমণি ॥ কিছুদিন এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াব। তারপর ভাবছি, দেশে ফিরে গিয়ে আমিও লক্ষ্মীর মতো খ্রীষ্টান হব।

[গঙ্গার দিক থেকে দত্ত ও থোবর্ণর প্রবেশ]

দত্ত ॥ (থোবর্ণকে) তোমাদের উচিত, মাল আনিয়ে উচিতমূল্যের বিনিময়ে আমাদের হাতে তুলে দেওয়া। খুচরো ব্যবসার ঝামেলা কি তোমাদের সয়?

থোবর্ণ ॥ হাম মাংতা পাঁচ।

দত্ত ॥ পাঁচ কেন সাহেব, আমি তোমাকে সাড়ে পাঁচ দেব।

থোবর্ণ ॥ কেন!

দত্ত ॥ ও মালের যা বাজার-দর, তাতে পাঁচ দিলে তুমি ঠকে যাবে। তোমার লোকসান করে আমার তো কোন লাভ হবে না।

যজ্ঞেশ্বর ॥ (হারুর কানের কাছে মুখ নিয়ে) যুধিষ্ঠিরের বাচ্চা।

থোবর্ণ ॥ তবে ছয়ই দাও।

দত্ত ॥ ছয়! একটু বেশী হয়ে যাবে না?—আচ্ছা, তাই দেব।

থোবর্ণ ॥ আউর ও—(হাত দিয়ে বাইরেটা দেখায়।)

দত্ত ॥ হবে, হবে; ও-ও হবে।

থোবর্ণ ॥ (খুশী) গুড্। (হঠাৎ এদের দিকে নজর পড়ে) এ, তোমরা এখানে কী করছো? যাও, ভাগো ইহাঁসে। উধার জনানা রহ্তা, মালুম নহী!

নটবর ॥ জনানা কোথায় সাহেব, ও তো আমাদের কুশলদার বোন।

থোবর্ণ ॥ (ক্রুদ্ধ) চোপ্, শালা লায়ার। চলো, ভাগো—(এলোপাথাড়ি লাথি চালাতে থাকে, এরা উঠে দুড়দাড় তফাত যায়।)

দত্ত ॥ চল সাহেব, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি। (যেতে যেতে) সন্ধ্যের পর তৈরী থেক; আমার টমটম যাবে তোমাকে তুলে আনতে। (সাহেব তাকায়; দত্ত হাসে) বাড়িতে আজ একটু গান-বাজনার আয়োজন করেছি তোমার সম্বর্ধনার জন্য।

থোবর্ণ ॥ আহ্! ডান্স্ ভি?

দত্ত ॥ নিশ্চই। নাচ বাদ দিয়ে আসর হয়?

থোবর্ণ ॥ (বাইরের দিকে দেখিয়ে) ও আয়েগা?

দত্ত ॥ দেখা যাক।

[খোবর্ণ একটি সশব্দ চুম্বন বাইরের দিকে ছুঁড়ে দেয়। দত্ত ও খোবর্ণর প্রস্থান। ওরা আবার নিজের জায়গায় ফিরে আসে]

নিতাই ॥ আমি কিন্তু ফিরিঙ্গী সাহেবকে বলে দেব।

হারু ॥ রাম-রাবণের যুদ্ধ দেখার সখ হয়েছে? ব্যাটা হনুমান,—বেঘোরে মরবি যে।

নিতাই ॥ তা কেন? সীতাকে উদ্ধার করে এনে রামের হাতে তুলেও তো দিতে পারি।

হারু ॥ ও, তেল হয়েছে! দেখ চেষ্টা করে।

দিনমণি ॥ উনি কে?

যজ্ঞেশ্বর ॥ ফরাসডাঙার দত্তবাবু। একপুরুষের জমিদার। দালাল, বেনিয়া, মুচ্ছুদ্দি; আর কি হারু?

হারু ॥ মনে নেই।

যজ্ঞেশ্বর ॥ ফড়িং। নতুন পাখা গজিয়েছে—এই ক'বছর হল।

নিতাই ॥ আমি ভাবছি, ফিরিঙ্গী সাহেবের সঙ্গে লাগিয়ে দিতে পারলে মন্দ হয় না।

হারু ॥ হুম্। দেখ না চেষ্টা করে; বউকে ভিড়িয়ে দে।

নিতাই ॥ ভয় করে। মানুষ তো না,—দুটোই যে সাহেব। শেষে একটা খুন-খারাবী হয়ে গেলে—

যজ্ঞেশ্বর ॥ কে যায় রে? অনন্ত না!—ও অনন্ত। এই যে, এদিকে—

[অনন্তর প্রবেশ]

দিনমণি। আমি চলি।

যজ্ঞেশ্বর ॥ আরে, কোথায় যাবে এই ভরদুপুরে! বোসো। বেলা পড়ুক, তারপর যেও'খন।—তারপর অনন্ত, কবে ফিরলে?

অনন্ত ॥ ফিরেছি আজ সকালে। এসে ইস্তক আপনাকে গরু-খোঁজা খুঁজছি।

যজ্ঞেশ্বর ॥ দেখ হারু, সহরের মাহাত্ম্যটা একবার দেখ। পনেরো দিন সহরে থেকেই—

কানাই ॥ অনন্তদা কিন্তু চেষ্টা করলে কবি হতে পারত। ভাষার কী ভাব!—'গরু-খোঁজা খুঁজছি'।

যজ্ঞেশ্বর ॥ কেনো, মার খাবি। (হারু সশব্দে হাসে।)

হারু ॥ তুমি বল অনন্তদা, সহরে কী দেখলে।

অনন্ত ॥ সহরে? (ছড়া কাটে)

গাড়ি ঘোড়া লোনাপানি
আউর রাণ্ডিকা ধাক্কা হ্যায়।
এস্‌মে যো বাঁচে
মৌজ করে কলকাত্তা হ্যায়॥

হারু ॥ আহা, ও তো পুরনো কথা। নতুন কী দেখলে?

অনন্ত ॥ পুরনো! পুরনো কি বলছ! এই নিয়েই তো সহর বেঁচে আছে। আজকের বাবু মদ-মাগীতে বিকিয়ে গিয়ে কাল পথের ভিখিরী হচ্ছে। দালাল, মুচ্ছুদ্দিরা সাহেবের পা চেটে আর চুরি করে রাতারাতি বড়লোক হয়ে রাজা খেতাব নিয়ে বসছে। গরীবের ঘরে বাতি জ্বলে না; ওদিকে মদ-মাগী আর কাঁচা পয়সার হরির-লুট।

নটবর ॥ বেশ আছে মাইরী, না?

কানাই ॥ যা না তুই, বেশ থেকে আয়। ম-এর কথা শুনেই শালার নোলা দিয়ে জল গড়াতে লাগল।

নটবর ॥ যা যাঃ!

অনন্ত ॥ সহর ওদিকে ভবানীপুর ছাড়িয়ে আরো দক্ষিণে চলে গেছে। আর কি ভীড় রে! যে যেখানে ছিল, সব এসে জমা হচ্ছে ওই-খানে। মজা আছে তো। একটু ইদিক-উদিক করতে পারলেই কাঁচা পয়সার আমদানী। ব্যস্, তারপরই ভিড়ে যাও দলে,—রামবাগানে, নয়তো—

যজ্ঞেশ্বর ॥ শুনে লোভ হচ্ছে রে, হারু।

নিতাই ॥ তোমরা বড় অসৎ লোক।

যজ্ঞেশ্বর ॥ নিতাই তুই বাড়ি যা; বউ-এর আঁচল ধরে চুপ করে বসে থাকগে।

হারু ॥ বল অনন্তদা, তারপর?

অনন্ত ॥ তারপর আর কি! দিল্লী, লখ্‌নো, কাশীর সব নামজাদা বাঈজীর নাচেগানে বউবাজার সরগরম। বিকেলে কোম্পানীর গড়ের ময়দানে ঘুড়ির বাজীতে উড়ে যাচ্ছে লাখো টাকা। সাঁজের বেলা কলকেতার রঙই আলাদা; এই ফরেসডাঙার মাথা ভেঙে ফেললেও তুমি অমন রঙ দেখতে পাবে না।

নটবর ॥ না, পাবে না! আমাদের এখানে না-আছে কি? বাছা বাছা রকমারী মদ পাবে, মাগী পাবে, নানান দেশের সেরা সেরা বাঈজী পাবে। সাঁজের বেলা ওদের ওখানে বউবাজার, রামবাগানে নরক গুলজার হয়; আর আমাদের এখানে রাস্ নৃসিংহী, গোঁজলা গুঁই, নিতাই বৈরাগী, কেষ্টা মুচীর গানে

আসর বসে দেখাও দেখি, অমন গাইয়ে কলাকেতায় আছে ক'টা ? আর এমন ছবির মতন সাজানো সহর—

যজ্ঞেশ্বর ॥ দেখ নটে, বকিস্ নি। চিরটা কাল এই ফরাসডাঙার মাঠে মাঠে কাটিয়ে দিলি, তুই কলকেতার কি বুঝিস ? দেখেছিস তুই —

নটবর ॥ না-দেখলেও বুঝতে পারি।

যজ্ঞেশ্বর ॥ এ লোকটা নিজের চোখে দেখে এল,—এর থেকে তুই বেশী বুঝিস ?

অনন্ত ॥ ছাড়ান দাও, যজ্ঞেশ্বরদা। ও ছেলেমানুষ। সেই কথায় আছে, বালাদপি সুভাষিতং গ্রাহ্যং। অর্থাৎ ছেলেমানুষ যদি বাজে কথাও বলে, তাহলেও তাতে গ্রাহ্যং অর্থাৎ কান দিও না। ও বোঝে না।

নটবর ॥ না, তুমিই সব বুঝে বসে আছ।

যজ্ঞেশ্বর ॥ তুই থাম।—তুমি বল, অনন্ত।

অনন্ত ॥ সব ঠিকই চলছে ; তবে এমনি বোধহয় আর বেশীদিন চলবে না। অনেকদিন আগে সাহেবরা একটা বাংলা আর একটা সংস্কৃত ইস্কুল বানিয়েছিল। এখন এই ক'মাস হল সেগুলো সব ভেঙে দিয়ে নাকি নতুন করে ইস্কুল বানিয়েছে—ইংরিজীর ইস্কুল। বাঙালীর ছেলেমেয়েরা সব ইংরিজী পড়বে।

যজ্ঞেশ্বর ॥ বটে !

অনন্ত ॥ হ্যাঁ। ওদিকে আমাদের গুপ্তকবিও তো ছাড়ার পাত্তর না। মেয়েরা ইস্কুলে যাবে, তাই শুনে ছড়া লিখে ছাপার অক্ষরে ছেপে দিলে।—শুনবে ছড়াটা ?

কানাই ॥ (এগিয়ে আসে) বল দেখি।

অনন্ত ॥ শোনো।

যত ছুঁড়ীগুলো তুড়ী মেরে
কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে,
এ, বি, শিখে বিবি সেজে,
বিলাতী বোল কবেই কবে ;
আর কিছুদিন থাকরে ভাই।
পাবেই পাবে দেখতে পাবে,
আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী,
গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।

['বাহা রে বেটা!' 'কেয়া বাত!'—ইত্যাদি ধ্বনি।
কিন্তু নিতাই ও কানাই তাতে যোগ দেয় না।]

কানাই ॥ (পুনরাবৃত্তি) আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী, গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে। নাঃ, তেমন ভাল না।

নিতাই ॥ খেলেই বা হাওয়া, এতে বাদ সাধার কী আছে?

অনন্ত ॥ মাথাগোছের কয়েকজন আপত্তি তুলেছিল, কিন্তু বাদ সাধল দেওয়ান রায় ; বললে, ইংরিজী শিখলেই যদি সব ম্লেচ্ছ হয়ে যায়—

যজ্ঞেশ্বর ॥ দেওয়ান রায়!

অনন্ত ॥ আরে ওই যে, আইন করে সতীদাহ বন্ধ করার জন্যে যে লোকটা সারা দেশ তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে, বামুনদের গাল দিচ্ছে, আর বাচ্চা ছেলে ধরে এনে গরু খাওয়া শেখাচ্ছে।

যজ্ঞেশ্বর ॥ খিষ্টান নাকি ?

অনন্ত॥ না। হিঁদুও নয়। ব্রেহ্ম না কি একটা দল বানিয়ে আমাদের শাস্তর-টাস্তর সব পুড়িয়ে ফেলার কথা বলছে।

হারু॥ দাঁড়াও, দাঁড়াও। তাহলে উনি বলছেন, সতীদাহ বন্ধ করে, ইংরিজি শিখে আমরা সব সাহেব হব! আর আমাদের বউ-ঝিরা—

দিনমণি॥ না, তা কেন? শাস্তরের দোহাই দিয়ে পণ্ডিতেরা বদ-মায়েসী করবে, আর আমরা দুবেলা তাদের পা-ধোয়া জল খাব। কুলীন বামুন গণ্ডায় গণ্ডায় বিয়ে করে জমিদারী সাজিয়ে বসবে, আর আমরা তাদের বড় হিঁদু বলে পুজো করব!...বালবিধবা কটাকে তোমরা ঘরে রাখতে পেরেছ? মন্তর পড়ে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে বাঁশের গোঁজা দিয়ে পুড়িয়ে মাড়তে না-পারলে তোমাদের হিঁদুয়ানী থাকে না। সতীদাহ! আর যদি কপাল-গুণে সতী হবার পুণ্য থেকে কেউ মুক্তি পায়, তাহলে সে হয় গিয়ে পড়বে গোরাদের খপ্পরে, নয় ঘর ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে সহরে বেশ্যা হয়ে বসবে!...আর নয়তো আমার লক্ষ্মীর মতো কোন গুরুর কৃপায় ইহকাল খুইয়ে পাদ্রীদের গির্জেয় আশ্রয় নেবে।

অনন্ত॥ মহাশয়ের নিবাস?

দিনমণি॥ শ্রীরামপুর।

অনন্ত॥ হুঁ। শুনেছি, শ্রীরামপুরে পাদ্রীদের উৎপাতটা একটু বেশী।

দিনমণি॥ হ্যাঁ। আমরা সব আর্যঋষির বংশধর তো; শাস্তর আর বামুনদের উৎপাতটা চোখে পড়বে কেন?

যজ্ঞেশ্বর॥ ভায়া, মাথা গরম করে না। শুধু কথা বাড়িয়ে লাভ কি?

দিনমণি॥ না, শুধু কথায় আর কাজ হবে না।

[উঠে গঙ্গার দিকে যায়।]

যজ্ঞেশ্বর। চললে কোথায়?

দিনমণি॥ ওদিকটা একটু ঘুরে আসি। (প্রস্থান)

যজ্ঞেশ্বর॥ না-বলে চলে যেও না যেন।

[গঙ্গার দিক থেকে এণ্টনী ও তার সহকর্মীর প্রবেশ]

সেই এলে সাহেব,—একটু আগে আসতে পারলে না!

এণ্টনী॥ কেন?

যজ্ঞেশ্বর। এই একটু আগে,—কতক্ষণ হবে কানাই?—সে এসেছিল।

হারু॥ এই যজ্ঞেশ্বরদা, কি হচ্ছে!

কানাই॥ বেশী না, শুধু একবার—একবার শুধু ঝিলিক দিয়ে চলে গেল।

এণ্টনী॥ (হেসে) তোমরা বড় বজ্জাৎ আছ।

কানাই॥ সাহেব, 'বজ্জাৎ' কথাটা কিন্তু আমাদের ভাষায় গালাগাল।

এণ্টনী॥ তবে 'নটি', মানে দুষ্টু আছ।

যজ্ঞেশ্বর॥ তা আছি।

এণ্টনী। (সহকর্মী রামকে) পুরো মাল খালাস করে গুদোমে তুলতে আর ক'দিন লাগবে রাম?

রাম॥ আর দিন দুই।

এণ্টনী॥ ব্যস্, ওতেই হয়ে যাবে? (রাম মাথা নাড়ে।) ঠিক আছে। ওটা সেরে তারপর তুমি একবার কলকাতায় যাও।

রাম॥ আবার কলকাতায়!

এণ্টনী ॥ বউ ছেড়ে থাকতে কষ্ট হয় ? ঠিক আছে, ওকেও নিয়ে যাও। (সহাস্যে) দুজনে মিলে আমার ব্যবসাটা লাটে তুলে দিয়ে এস।

রাম ॥ না, আমি একাই যাব ; তুমি বলছ যখন—

এণ্টনী ॥ এই দেখ, অমনি রাগ হয়ে গেল। আরে, আমি সত্যিই বলছিলাম। তোমার বউ তো কোনদিন সহর দেখেনি। যাও, ঘুরে এস।...আর শোন, এখানে মাল যতক্ষণ নৌকোয় থাকবে, ভাল করে পাহারা বসিও; কিছু বাজে লোকের আমদানী হয়েছে।

[মাথা নেড়ে রামের প্রস্থান]

যজ্ঞেশ্বর ॥ সাহেব, তোমার ব্যবসা তুমি নিজেই লাটে তুলতে পারবে।

এণ্টনী ॥ কেন ?

যজ্ঞেশ্বর ॥ রাম সহরে যাবে তোমার ব্যবসার কাজে। বউকে পাঠাচ্ছ কেন ?

এণ্টনী ॥ একা থাকতে কষ্ট হয়।

যজ্ঞেশ্বর ॥ যাওয়া-আসার খরচটা দেবে কে ?

এণ্টনী ॥ কেন, আমি।

যজ্ঞেশ্বর ॥ তাই বলছিলুম, অত নরম মন নিয়ে ব্যবসায় নামলে সে-ব্যবসা লাটে উঠতে বেশীদিন লাগে না।

এণ্টনী ॥ হাঃ! আমার এখানে তিনপুরুষের ব্যবসা ; লাটে তোলে কোন্ শালা। (সশব্দে হাসে)

[গঙ্গার দিকে একটা সোরগোল ওঠে। বাইরের দিক থেকে ঢুকে কিছু লোকের দ্রুত সেইদিকে গমন।]

যজ্ঞেশ্বর ॥ ও ধনকেষ্ট, কী হয়েছে গো ?

[ধনকেষ্ট হাত নেড়ে কী বলে চলে যায়।]

তোমরা বোসো ; আমি একটু দেখে আসি।

[যজ্ঞেশ্বর গঙ্গার দিকে রওনা হয়। এমন সময় হৈ-হৈ শব্দে একটা ভীড় এগিয়ে আসে—মাঝখানে একজনকে কেন্দ্র করে। যজ্ঞেশ্বর ভীড়ের মধ্যে মিশে যায়।—চোর ধরা পড়েছে। সবাই তাকে একসঙ্গে জেরা করছে। মাঝে মাঝে দুপ্‌দাপ্‌ শব্দ—চোরের পিঠে কিল-গুঁতো পড়ছে বোধহয়। সোরগোল আর নানা কথার সম্মিলিত ধ্বনি।—একটু পরে ভীড় ঠেলে যজ্ঞেশ্বর বেরিয়ে এদিকে আসে ; এণ্টনী ও নিতাই বসে আছে এখানে।]

ব্যাটার কত বড় সাহস,—এই ভরদুপুরে সেরেস্তায় বসে হাত সাফাই! কথা বলতে বলতে ত'বিল থেকে তেরোটি সিক্কা বেমালুম গায়েব করে পালাচ্ছিল।

[ওদিকে আবার সোরগোল ওঠে।]

দাঁড়াও দাদা! হাটুরে কিল,—আমিও দু'ঘা দিয়ে আসি।

[যজ্ঞেশ্বর ছুটে যায় ভীড়ের মধ্যে। এবারে আর চোরকে দেখা যায় না ; তবে বোঝা যায়—সবাই মিলে তাকে পিটছে। এইভাবে জটলাটি আবার গঙ্গার দিকে চলে যায়। একে একে কানাই, নটবর ও হারু ফিরে আসে।]

হারু ॥ মোটে তিন সিক্কা ; কিন্তু মার যা খেয়েছে, এক মোহরেও এর দাম ওঠে না।

নিতাই ॥ তিন সিক্কা! যজ্ঞেশ্বরদা বললে তেরো সিক্কা ?

নটবর ॥ যজ্ঞেশ্বরদা আসেনি ?

নিতাই ॥ দাঁড়াও ; অনেকদিন পরে সুযোগ পেয়েছে, কিলের সুখটি ষোলো আনা উসুল না করে ফিরবে ?

[যজ্ঞেশ্বরের প্রবেশ। ওর মুখ ব্যথাকাতর। একটা হাত মাজায় ; যজ্ঞেশ্বর একটু বেঁকে হাঁটছে।]

নটবর ॥ কি হল, দাদা ?

যজ্ঞেশ্বর ॥ হাটুরে কিলের মজা রে ভাই।—সবাই কিলোচ্ছে ; কিন্তু কার পিঠে কিল পড়ছে খেয়াল নেই। চোর এদিকে ফাঁক পেয়ে পালাল, আর মাঝ থেকে মার খেয়ে ম'লাম আমি। উঃ—

[সবাই হাসে। একটা লোক গঙ্গার দিক থেকে ছুটে আসে ; সন্ত্রস্তভাবে হাতের পয়সা গুনতে থাকে। এরা হাসি থামিয়ে ওকে দেখে ; আবার সশব্দে হেসে ওঠে। লোকটি চমকে এদের দেখে ; সভয়ে দ্রুত প্রস্থান।]

কানাই ॥ দেখ কাণ্ড ! চুরি করল একজন, মার খেল আর একজন, আর পয়সা গুনছে—(হাসিতে ফেটে পড়ে।)

যজ্ঞেশ্বর ॥ হাসিস নি, কেনো ; ভাল লাগে না। উঃ—

হারু ॥ সাহেব, বোসো।

এণ্টনী ॥ বসব ?

হারু ॥ বোসো। অনেকক্ষণ থাকতে হবে তো। সেই একবার বেরিয়েছিল খানিক আগে। আবার কখন বেরোবে—(খিক্‌খিক্ করে হাসে।)

এণ্টনী ॥ নটি বয় !

কানাই ॥ (ছড়া কাটে)

হেরিয়ে কমল কেন প্রকাশে কমল।
জানিতেম তপন হেরি বিকাশে কমল ॥
তার সাক্ষী দেখ তব বদন কমল।
হেরিলে প্রফুল্ল মন হৃদয় কমল ॥

সাহেব, তোমাকে দেখলেই মনটা কেমন খুশী হয়।

এণ্টনী ॥ কেন ?

কানাই ॥ (সুরে) পিরীতি কি হয় যায়, কাহার কথায়।
উভয় মন সংযোগ, নয়ন কারণ তায়।

অনন্ত ॥ যজ্ঞেশ্বরদা, শোন। এদিকে এস। (দুজনে তফাতে যায়) এই কি সেই ফিরিঙ্গী সাহেব, যার কথা বলতে তুমি ?

যজ্ঞেশ্বর ॥ হ্যাঁ।

অনন্ত ॥ পিরীত-ফিরীত ওসব কিসের কথা হচ্ছে ?

যজ্ঞেশ্বর ॥ আরে, সে বড় মজার ব্যাপার। ওই-যে কুশলের ছোট বোনটা—বিধবা—ওর বাড়িতেই থাকে,—সাহেবের ওকে মনে ধরেছে।

অনন্ত ॥ আর তোমরা ওকে আস্কারা দিচ্ছ ?

যজ্ঞেশ্বর ॥ আস্কারা কিসের ! ঠাকুর্দার পয়সায় ব্যবসা করে খায়; পয়সাকড়ি আছে—

অনন্ত ॥ একদিন যদি লোকজন দিয়ে মেয়েটাকে ধরে নিয়ে যায় নিজের কুঠিতে—তাহলে কি তোমাদের মুখ উজ্জ্বল হবে ? হিঁদুর ঘরের বিধবা—

যজ্ঞেশ্বর ॥ আরে, না না। সাহেব ওর প্রেমে পড়েছে।

এণ্টনী ॥ শুনাও, শুনাও ; আবার শুনাও।

—সুধামুখী তোমার নয়ন অমিয় বরিষে
কটাক্ষে জীবন পায়, বিরহ বিষে।
কেমন কুরঙ্গ আঁখি, কত রঙ্গ করে দেখি
কখন হানয়ে বান, কখন তোষে।

'কুরঙ্গ আঁখি' কি ?

কানাই ॥ হরিণের চোখ

এণ্টনী ॥ আ। সুধামুখী—

অনন্ত ॥ কিছুদিন বাগানবাড়িতে রেখে ফুর্তি করে দেখবে তারপর একদিন আমের আঁটির মতো ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। তখন মনে পড়বে আমার কথা। সাহেবের প্রেম ! কশাইও ওদের থেকে বেশী প্রেম করে।

যজ্ঞেশ্বর.॥ (একটু বেগে) না, যত প্রেম তোমরাই কর। হিঁদু জমিদারের বাড়িতে গিয়ে যদি কত্তাবাবু থেকে সুরু করে ছেলে-বুড়ো সবার সঙ্গে পালা করে রাত কাটায়—তাতে তোমাদের হিঁদুয়ানী নষ্ট হয় না। সাহেব দেখেছ—সাদা চামড়া, তবে আর কি ! ওরা প্রেম করতে জানে না ; কশাই—

অনন্ত ॥ স্‌স্‌, আস্তে ! শুনতে পাবে।

যজ্ঞেশ্বর ॥ এঃ ! ভয়ও তো আছে দেখি ষোলো আনা।

কানাই ॥ প্রেম কি উপার্জন করার জিনিস ? প্রেম অর্পণ করতে হয়।

এণ্টনী ॥ ঠিক।—

একি প্রণয়ের রীতি সই শুনেছ এমন,
কেহ সুখে থাকে, কেহ দুঃখে জ্বালাতন।

শয়নে স্বপনে মনে যে যারে ধেয়ায়,
সে জন তাহার ফিরে নাহি চায়,
তথাপি না পারে তারে হতে বিস্মরণ।

ঠিক বলেছি না?

কানাই ॥ আরে সাহেব, একবার শুনেই তোমার মুখস্থ হয়ে যাচ্ছে! —শ্রুতিধর নাকি রে?

এণ্টনী ॥ মনের কথা যে; মুখস্থ করার দরকার হয় না—তথাপি না পারে তারে হতে বিস্মরণ…

অনন্ত ॥ ঠিক আছে। তখন আমাকে বলতে এসো না।

যজ্ঞেশ্বর ॥ বলতেই যদি হয়, তোমাকে বলতে যাব কেন? রাস্তার শেয়াল-কুকুরগুলো কি সব মরে গেছে?

অনন্ত ॥ আচ্ছা…(সক্রোধে প্রস্থান)

[যজ্ঞেশ্বর ফিরে আসে]

কানাই ॥ কিসের কথা হচ্ছিল যজ্ঞেশ্বরদা?

যজ্ঞেশ্বর ॥ শালা।—আমি কি বুঝি না, কিসের জোরে ম্যাড়া কোঁদে। ওই দত্তবাবু দেখেছি, ছুতো পেলেই এদিকটায় একবার পাক মেরে যায়; ওই মেয়েটাকে নিজের হারেমে তুলতে না-পারলে আর সুখ হচ্ছে না।—শালা। উনি আবার এসেছেন দালালী করতে। বড় হিঁদু,—শালা হিঁদুর বাচ্চা।

এণ্টনী ॥ কি হয়েছে?

যজ্ঞেশ্বর ॥ তোমাকেও বলিহারা সাহেব। সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে ঠাকুর্দা এদেশে এসে ব্যবসা করে টাকা জমিয়ে রেখে গেছে; তোমরা দু'ভাই ভাগ বাঁটোয়ারা বুঝে নিয়ে ঘরের ছেলে

দেশে ফিরে যাও। তা না। তোমার ভাইটা চলে গেল ; তুমি বললে, আমি যাব না,—এ দেশটা বড় ভাল।

এণ্টনী॥ ভাল না ?

যজ্ঞেশ্বর॥ ভাল আবার না ?—ওই দত্ত হারামজাদার গুঁতো খেলে তখন বুঝবে, ভাল কিনা।

এণ্টনী॥ কেন, দত্তর সঙ্গে তো আমার কোন বিরোধ নাই।

যজ্ঞেশ্বর॥ তুমি ওর মেয়েছেলের দিকে নজর দিয়েছ কেন ?

এণ্টনী॥ ওর মেয়েছেলে! নাঃ ; ও তো বিধবা।

নটবর॥ তুমি খ্রীষ্টান, আমাদের ধর্মকথা তুমি বুঝবে না, সাহেব। দেশে যত সুন্দরী মেয়েছেলে—বিধবা, সধবা অথবা কুমারী—সবার ওপর ওদের জন্মগত অধিকার। ও যে এখানকার জমিদার গো।

যজ্ঞেশ্বর॥ আমিও বলে দিয়েছি—

এণ্টনী॥ কিন্তু আমি তো—

যজ্ঞেশ্বর॥ (কল্‌কে এগিয়ে দেয়) দু'টান দিয়ে নাও সাহেব, নইলে তোমার ওই সাদা রক্তে জোয়ার আসবে না। (দত্তর উদ্দেশে) শালা পাজীর ধাড়ি ;—আবার সবাইকে জ্ঞান বিলিয়ে বেড়াচ্ছেন!

নিতাই॥ হারুদা, রাম-রাবণের যুদ্ধুটা বুঝি দত্তবাবুর সঙ্গেই লেগে গেল।

হারু॥ তবে আর কি! উদ্ধ্‌বাহু হয়ে নাচতে লাগ।

[বিনোদিনীর প্রবেশ]

নিতাই॥ এই আস্তে—

বিনোদিনী॥ কোথায় গেল সেই মিন্‌সে—শুধু শুধু নাচিয়ে

বেড়াচ্ছে? ওদিকে যে মেয়েটা উঠতে-বসতে দাদা-বউদির লাথি-ঝাঁটা খেয়ে মরার দাখিল, সেদিকে কারুর নজর আছে?

নটবর ॥ আসুন বউদি।

বিনোদিনী ॥ থাক, আর আদিখ্যেতায় কাজ নেই।—কোথায় গেল সেই ফিরিঙ্গী মিনসে? এই যে, গাঁজার কল্‌কে হাতে নিয়ে শিব সেজে বসে আছেন। (নিতাইকে) হ্যাঁগো, এর মাথাটি আবার খাচ্ছ কেন?

নিতাই ॥ এতদিন মায়ের চেলা ছিল,—কারণ খেয়ে দিন কাটাত। এবার ভাবছি, গাছে চড়া শিখিয়ে দেব—বাবা ভোলানাথ যদি দয়া করেন।

[সবাই হাসে]

বিনোদিনী ॥ কিন্তু ওদিকে যে মেয়েটা মরতে বসেছে—সেদিকে কেউ নজর দেবে?

এণ্টনী ॥ আমি কী করতে পারি? আমাকে বলছেন কেন?

বিনোদিনী ॥ (নিতাইকে) ওমা, অ্যাদ্দিন তুমি আমায় কি বলে এসেছ? সাহেবের নাকি—

নিতাই ॥ কথাটা সত্যি।

বিনোদিনী ॥ সত্যি তো, এখানে বসে হা-পিত্যেশ না করে কিছু একটা ব্যবস্থা করলেই হয়।

এণ্টনী ॥ কিসের ব্যবস্থা!

[যজ্ঞেশ্বর এণ্টনীর কানে কানে কি বলে; এণ্টনী মাথা নাড়ে—"ঠিক, ঠিক।"]

বিনোদিনী ॥ তবে!

এন্টনী ॥ কিন্তু—

যজ্ঞেশ্বর ॥ তুমি খ্রীষ্টান, ও হিন্দু,—এই কথা ভেবে ভয় হচ্ছে ?

এন্টনী ॥ ভয়! হাঃ! আমি ওসব মানি না। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান—ওসব মানুষের তৈরী ; আমি মানি না। আমি পর্তুগীজ, তোমরা বাঙালী ; যেমন একটা গ্রামের একটা নাম—আমার দেশ পর্তুগাল, তোমার দেশ ইণ্ডিয়া, বাংলা। এ-ও তো মানুষের তৈরী ; আমি ওসব মানি না।

[দ্রুত নরুর প্রবেশ]

হারু ॥ কি রে! হাঁপাচ্ছিস কেন ?

নরু ॥ (বসে পড়ে) ওঃ, হারুদা! কী মার মারছে—চেলা কাঠ দিয়ে—কুশলদা। আর বউটা সমানে মুখ চালিয়ে যাচ্ছে। দেখা যায় না। মুখ থুবড়ে পড়ে মেয়েটার সে কী কান্না—"দাদা, আর মেরো না!" আমি ছুটে পালিয়ে এলাম—

[নরু মাথা নীচু করে কান্না চাপে। সবাই উত্তেজিত।]

যজ্ঞেশ্বর ॥ কিন্তু আমরা কী করতে পারি! কুশলের বোনকে কুশল মারছে,—এতে আমাদের কী করার থাকতে পারে ?

বিনোদিনী ॥ তা থাকবে কেন ? তোমরা সব মরদ যে!

[বিনোদিনীর প্রস্থান। কুশলের বাড়ির দিকে সবাই তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ।]

নটবর ॥ নাঃ, আমি এভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না। কানাই, আসবি ?

কানাই ॥ চল। (দুজনের প্রস্থান)

[হারু ও যজ্ঞেশ্বর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে ; দুজনের প্রস্থান। দিনমণি গঙ্গার দিক থেকে ঘুরে আসে, ওদিকে দেখে, দ্রুত প্রস্থান। সবশেষে নরুর প্রস্থান। নিতাই ও এণ্টনী চুপচাপ বসে থাকে। পরস্পরকে কি যেন বলার আছে ওদের, কিন্তু বলতে পারছে না। এণ্টনী গাঁজার কল্‌কে হাতে নিয়ে অন্যমনস্কভাবে নাড়াচাড়া করতে থাকে।]

নিতাই ॥ খাবে একটান ?

এণ্টনী ॥ দাও।

[নিতাই আগুন দেয়, এণ্টনী টানে, কাশে, চোখ বন্ধ করে বসে থাকে, চোখ মেলে, বোকার মত হাসে।]

মাথাটা ঘুরছে। একটু শোব ?

[নিতাই মাথা নাড়ে। এণ্টনী শোয়। নিতাই মাথার কাছে বসে থাকে। বেলা পড়ে আসে। হারু ও নটবরের প্রবেশ]

হারু ॥ কী করবে ! বসে বসে হাত কচলানো ছাড়া ? পরের মেয়ে, পরের বউ, পরের বোন। মরে না কেন ! বেঁচে যেত।

[শায়িত এণ্টনীকে দেখে,—প্রস্থান। নটবর বসে ছিল]

নটবর ॥ ধ্যাৎ !— (প্রস্থান)

[কানাই ও যজ্ঞেশ্বরের প্রবেশ]

যজ্ঞেশ্বর ॥ আমি বললুম, পেছন থেকে গিয়ে ব্যাটার হাত দুটো চেপে ধর, তারপর আমি মজাটা দেখাচ্ছি। তা পারল না।—কোথায়

গেল হারুটা? (কেউ জবাব দেয় না। আকাশ দেখে) বেলা পড়ে এল। যাই দেখি, গিন্নী আবার কোন্ মূর্তিতে আছেন। (প্রস্থান)

[দিনমণির প্রবেশ। এক কোণে হাঁটুতে মাথা গুঁজে বসে থাকে।]

কানাই॥ (নিজের মনে সুর করে গেয়ে ওঠে)

বিধিমতে আমায় মজালে
দুখে জ্বলালে হৃদয়, দুখে জীবন জ্বলাল।
প্রেমে ধরে তোমার ধ্যান,
পেলেম ভাল জ্ঞান,
এখন ঘরে পরে সকল শত্রু হাসিল॥

[কানাই গাঁজার কল্‌কে নিয়ে সাজতে বসে। নির্বাক নিতাই চেয়ে দেখে। এণ্টনী চোখ মেলে উঠে বসে।]

এণ্টনী॥ ওরা কোথায়?

নিতাই॥ চলে গেছে।

এণ্টনী॥ নিতাই!…ওর ভাই ওকে খুব মেরেছে, না? (কেউ জবাব দেয় না।) রোজ মারে। আমি জানি।…তোমরা এটা বন্ধ করতে পার না?

[মিস্ স্যালী ও মিঃ বিটনের প্রবেশ]

স্যালী॥ (বিটনকে) খুড়োমশাই তো বলেই দিয়েছেন, আর তিনটি মাস অপেক্ষা করতে হবে। তার আগে—

বিটন ॥ সে তো আমায়ও বলেছেন। কিন্তু আরো তিন মাস অপেক্ষা করা কি সহজ কথা? তুমিই বল।

ন্যান্সী ॥ দুষ্টু ছেলে! অমন করে বলে না।—আরে, ও কে! হান্স না? হান্স—

[এন্টনী ঘুরে দেখে]

এন্টনী ॥ কে ও! মিস্ ন্যান্সী! (গাঁজার কল্‌কে হাতে ধরা অবস্থায় কাছে আসে।) তুমি!

[বিটন একটু তফাতে সরে দাঁড়ায়।]

ন্যান্সী ॥ (এন্টনীর হাত ধরে) তুমি তো আর ক্লাবে যাও না,—কেন?

এন্টনী ॥ ভাল লাগে না।

ন্যান্সী ॥ আমরা আছি,—আমাদের কথা ভেবেও যেতে ইচ্ছে করে না?

এন্টনী ॥ কি হবে!

ন্যান্সী ॥ আমি কিন্তু অনেক আশা করেছিলাম,—তুমি ব্যবসা করে আরো অনেক বড় হবে। গঙ্গার ধারে আমরা একটা বাড়ি করব। তারপর দুজনে মিলে—

এন্টনী ॥ উনি কে?

ন্যান্সী ॥ আমার বন্ধু মিঃ হ্যারী বিটন। আলাপ করবে?

এন্টনী ॥ না, থাক।

ন্যান্সী ॥ (এন্টনীর হাতে গাঁজার কল্‌কের দিকে নজর পড়ে; ভ্রূ কুঁচকে) তোমার ব্যবসা কেমন চলছে হান্স?

এণ্টনী ॥ ভালই।—কী দেখছ? ও—(হাসে) জান, নেটিভরা এর সাহায্যে সুন্দর একটা নেশা আবিষ্কার করেছে। খুব মজার।

স্যান্সী ॥ তুমিও নেশা করছ আজকাল?

এণ্টনী ॥ (ইতস্তত করে) নাঃ—

স্যান্সী ॥ সত্যি, আমি তোমার অবস্থা দেখে লজ্জা পাচ্ছি, হান্স। ছিঃ! শুধু নেশাই ধরেছ, না, আর কিছু—

এণ্টনী ॥ আর কি?

স্যান্সী ॥ নেটিভ মেয়েরা তো শুনেছি—। ওদের কারুর নজরে পড়নি?

এণ্টনী ॥ এখনো বলতে পারছি না।

বিটন ॥ (ওপাশ থেকে) স্যান্সী, দেরী হয়ে যাচ্ছে।

স্যান্সী ॥ আমার খুড়োমশাই বলেন, একপুরুষের বেশী এদেশে থাকতে নেই; তাহলে জাত চলে যায়।

এণ্টনী ॥ কথাটা খুব সত্যি, স্যান্সী। আমার এদেশে তিনপুরুষের বাস তো; তাই আমি ভুলতে বসেছি আমার জাত কী। নেটিভ এখনো হই নি; তবে আমার বংশধরেরা হয়তো নিজেদের নেটিভ বলেই পরিচয় দেবে। কে জানে!

স্যান্সী ॥ তাই বোধহয় চাও তুমি, না!—আচ্ছা, চলি। আবার হয়তো দেখা হবে।

[বিটন ও স্যান্সীর প্রস্থান]

এণ্টনী ॥ হয়তো হবে; কে জানে!

[এণ্টনী এদের কাছে ফিরে আসে, খানিকক্ষণ চেয়ে দেখে এদের। অস্থিরভাবে এদিক-ওদিক পায়চারি করে, তারপর সোজা নিতাইয়ের সামনে এসে দাঁড়ায়।]

এণ্টনী॥ নিতাই!—ওই যে মেয়েটা—কি যেন নাম ওর?

[দিনমণি একদৃষ্টে এণ্টনীর দিকে চেয়ে থাকে।]

নিতাই॥ সৌদামিনী। কেন?

এণ্টনী॥ সৌদামিনী। (ঈষৎ চাঞ্চল্য প্রকাশ পায়। এণ্টনী ভাবিত।) সৌদামিনী…ওর ভাই ওকে রোজ অমন করে মারে; আমি জানি। (স্বগত) 'সুধামুখী তোমার নয়ন অমিয় বরিষে, কটাক্ষে জীবন পায় বিরহ বিষে।' সুধামুখী…(স্বাপ্নালু দৃষ্টি এণ্টনীর। দিনমণি ওর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে উঠে দাঁড়ায়।) আচ্ছা, তোমরা ওকে ওর ভাইয়ের হাত থেকে উদ্ধার করতে পার না?

পর্দা

দ্বিতীয় দৃশ্য

[চন্দ্রালোকিত রজনী। মঞ্চের পিছন দিকে এণ্টনীর সাদা বাড়িটা,—অতিকায় এক পক্ষী যেন সাদা ডানা মেলে মাঠের মাঝে ঝিমোচ্ছে। বাড়ির অন্দরে কোন আলো নেই। দূরে কোণের দিকে একটা বাড়ির আবছায়া শুধু দেখা যায়। নিতাই ও বিনোদিনীর প্রবেশ। নিতাইয়ের এক হাতে লণ্ঠন, অপর হাতে মস্ত একগাছা লাঠি।]

নিতাই॥ কই গো গিন্নী, ওই বাড়িটাই তো মনে হচ্ছে না? আমি আবার এদিকে বড় একটা আসি না।

বিনোদিনী ॥ তা আসবে কেন ? চেন তো তুমি দুটি জায়গা—এক, শোবার ঘর ; আর তোমাদের ওই দো-চালা। যাও, দেখে এস, দরজার ওপরে খিষ্টানদের একটা মূর্তি আছে—

নিতাই ॥ যা অন্ধকার !

বিনোদিনী ॥ হাতে অতবড় একটা আলো রয়েছে—অন্ধকারটা দেখছ কোথায় ! যাও, আর কথা বাড়িও না।

[নিতাই বাড়িটার দিকে এগোয়। বিনোদিনী বাইরের দিকে মুখ বাড়িয়ে নিম্নস্বরে ডাকে—]

সদু ! সৌদামিনী আয় !—আয় না !

[সন্তর্পণে সৌদামিনীর প্রবেশ। মস্ত ঘোমটায় ওর মাথা-মুখ প্রায় সবখানি ঢাকা।]

সদু ॥ (বিনোদিনীর হাত চেপে ধরে, সভয়ে) নাপিত-বউ—

বিনোদিনী ॥ (হাসিমুখে) ভয় করছে ?

সদু ॥ ভয় ! নাঃ।

বিনোদিনী ॥ 'না' বললেই হবে ! ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিস তুই।

সদু ॥ ভয়ে নয়, নাপিন-বউ !

বিনোদিনী ॥ (অল্প হাসে) এই তো এসে পড়েছি। ওই যে সাদা বাড়িটা দেখছিস সামনে—ওইটা হল এণ্টনী সাহেবের বাড়ি। অতবড় বাড়ি—সাত-আটখানা মস্ত মস্ত ঘর,—খাবার ঘর, রান্নাঘর, ভাঁড়ার-ঘর, বৈঠকখানা—আরো কত। কিন্তু ভেতরে ঢুকলে মনে হয় নির্বান্ধব পুরী। লোক তো মোটে একটা ; আর সব তো চাকর-বাকর।

সত্ন ॥ নাপিত-বউ, তুমি ওর ভেতরে গেছ ?

বিনোদিনী ॥ হ্যাঁ।

সত্ন ॥ কেন ?

বিনোদিনী ॥ (হাসে) বোকা মেয়ে। তোর গল্প শোনাতে গেছি : সারাদিন কি করিস, কি বলিস, কি ভাবিস,—এইসব কথা।

সত্ন ॥ তুমি সব বলতে ?

বিনোদিনী ॥ হ্যাঁ ; যেমন তোর কাছে ওর সব কথা বলতাম,—ও সারাদিন কি করে, কি বলে, কি ভাবে—

সত্ন ॥ (বাধা দেয়) নাপিত বউ—

[নিতাই ফিরে আসে।]

নিতাই ॥ হ্যাঁ গা, আমি তো খিষ্টানদের কোন মূর্তি দেখতে পেলাম না। তবে (হাত দিয়ে ক্রুশ-চিহ্ন দেখায়) এইরকম কি-একটা দরজার ওপর টাঙানো রয়েছে।

বিনোদিনী ॥ হা আমার কপাল ! ওইটাই যে খিষ্টানদের দেবতা, তাও তুমি জান না ?

নিতাই ॥ (লজ্জা পায়) এখন তা হলে কি করব ?

বিনোদিনী ॥ যাও, ডেকে তোল সাহেবকে। তখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি,—কেউ দেখে ফেললে বিপত্তি হবে।—যাও না।

নিতাই ॥ ডাকলে যদি না-ওঠে ?

বিনোদিনী ॥ (এবারে সত্যিই রেগে যায়) দেখ, আহাম্মুকের মতো কথা বোলো না। ডাকলে উঠবে না কেন ?—ও, আজ বুঝি দমটা একটু বেশী চড়িয়েছ ? আমি কোন কথা শুনতে চাই না ; নেশা করিয়েছ তোমরা, তোমাকেই ডেকে তুলতে হবে। যাও—

[নিতাই আবার বাড়িটার দিকে যায়।]

সন্থ ॥ কিসের নেশা ?

বিনোদিনী ॥ কিসের আবার !—এই ফক্কেসডাঙায় কোন্ মিন্‌সে যে গাঁজার আমদানী করেছিল ! (হাসে) সাহেবে গাঁজা খায়—শুনে প্রথম প্রথম আমারো হাসি পেত। তারপর একদিন ওদের ওই দো-চালায় গিয়ে দেখি, সে কী টান ! (হাসির দমক) ওই হাবড়া যজ্ঞেশ্বর, সেও অমন করে টানতে পারে না।—তখন বুঝলুম···সস্—

[জানালা দিয়ে এণ্টনীর ঘরে আলো দেখা যায়। আলোটা এগিয়ে আসে দরজার দিকে। দরজা খুলে এণ্টনী বাইরে আসে ; নিতাইয়ের সঙ্গে কি কথা হয়।]

সন্থ, তোর হাতটা দেতো। (সৌদামিনীর হাত ধরে) কাঁপছিস কেন সন্থ ! রামচন্দ্রের পায়ের ছোঁয়ায় তুই অহল্যা উদ্ধার হয়ে যাবি—বুঝতে পারছিস না !

সন্থ ॥ নাপিত বউ, দাদা আমার গায়ে হাত তুলেছিল ; আমি ওর মায়ের পেটের বোন—আমাকে ও মেরেছিল নাপিত-বউ।

বিনোদিনী ॥ মন পাবি—মনের মানুষ পাবি ; ধন-জন সব পাবি।

সন্থ ॥ আমি তো অপরাধ কিছু করি নি···

বিনোদিনী ॥ ধম্ম-অধম্ম—মানুষই সব। জীবন-যৈবন যদি সাথক হয়,—তার চেয়ে বড় ধম্ম আর কী থাকতে পারে বল।

সন্থ ॥ তবে কেন ওরা আমাকে অমন করে দুঃখ দিয়েছে ?

বিনোদিনী ॥ ধন্য হয়ে যাবি সন্থ ; তুই পুণ্যবতী,—তোর জীবন সাথক হবে।

সত্নু ॥ আমি আর পারছিনা, নাপিত-বউ। আমায় কেন ওরা—
(কেঁদে ফেলে।)

[এণ্টনী সেই সময় এদের কাছে এসে দাঁড়ায়। হাতের আলোটা সে উত্তেজনার বশে ভুল করে দরজার সামনে রেখে এসেছিল। সৌদামিনীকে নাপিত বউ এর কাঁধে মাথা রেখে কাঁদতে দেখে এণ্টনী ইতস্তত করে—এর-ওর মুখের দিকে চায়।]

এণ্টনী ॥ আমি কি কোন অন্যায় করেছি ?

বিনোদিনী ॥ সত্নু, কাঁদে না। এমন আনন্দের দিনে কাঁদতে নেই। তুই-ই না আমায় কত কথা বলেছিলি !—সে যদি চায়, তাহলে সব ছেড়ে তুই চলে আসবি ; সংসার, পরিজন—

সত্নু ॥ (মুখ তোলে) কার সংসার !

এণ্টনী ॥ আমি ঘরে যাই, নাপিত-বউ। উনি দুঃখ পান, এমন কিছু আমি করতে চাই না। (ঘরের দিকে এগোয়।)

সত্নু ॥ ওঁকে যেতে মানা কর দিদি ; আমি তো দুঃখ পেয়ে কাঁদিনি।

বিনোদিনী ॥ তবে যা না, যা ; ওই-যে সাদা ধপধপে বাড়িটা—যা, এগিয়ে যা। আমাদের দিকে আর ফিরে তাকাসনে সত্নু। যা—

[এণ্টনী তার দরজার সামনে এদের দিকে ফিরে দাঁড়িয়েছিল। সত্নু নিতাই-বিনোদিনীর দিকে চোখ রেখে এণ্টনীর বাড়ির দিকে এগোতে থাকে। খানিক দূর গিয়ে সত্নু দাঁড়িয়ে পড়ে।]

আমার এত ভাল লাগছে, সত্নু। মনে হচ্ছে, সাত জন্মের পাপ আমার ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল।—তোরা দুটিতে এক হ।

সন্থ ॥ তুমি কিন্তু ওদের খোঁজ নিও, নাপিত-বউ। আর দাদাকে বোলো, আমার জন্মে যেন দুঃখ না-করে।

বিনোদিনী ॥ বলব, সন্থ।

সন্থ ॥ আর ভজনকে বোলো, তার পিসী তাকে খুব ভালবাসে।

বিনোদিনী ॥ বলব সন্থ।

সন্থ ॥ আর বৌদিকে বোলো, যাদ কিছু অন্যায় করে থাকি—

বিনোদিনী ॥ ঘরে যা, সন্থ। আমি সবাইকে সব বলব।

সন্থ ॥ (এগিয়ে আসে) নাপিত-বউ, আমি কোন অন্যায় করছি না তো?

বিনোদিনী ॥ (সন্থর হাত ধরে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকে—হাসে) যা, সন্থ।

সন্থ ॥ আমি যাই!

বিনোদিনী ॥ (অস্ফুটে) যা—

[সন্থ চঞ্চলা হরিণীর মতো ত্রস্তপদে ছুটে গিয়ে এণ্টনীর সামনে দাঁড়ায়। ছায়ামূর্তির মতো দেখায় ওদের। এণ্টনী হাত বাড়িয়ে সন্থকে কাছে ডাকে। দুজনে দরজা দিয়ে ভিতরে যায়।]

নিতাই ॥ ব্যাপার তাহলে মিটল, কি বল গিন্নী!

বিনোদিনী ॥ (ঊর্ধ্বমুখে জোড়হাত কপালে ঠেকায়) ভগবান ওদের সুখী কর!

নিতাই ॥ (চমকে) এই! কে যেন এদিকে আসছে। (কান খাড়া করে শোনে।) চল শিগ্‌গীর—

(দুজনের দ্রুত প্রস্থান)

[ছায়ামূর্তির মতো ছুলালের প্রবেশ। নিতাই ও বিনোদিনীর গমনপথের দিকে তাকায়, তারপর এ্টনীর বাড়ীর দিকে। দ্রুত প্রস্থানোদ্যোগ; কিন্তু বাধা পায়। কালীচরণের প্রবেশ।]

কালী ॥ এই, নিতাইকে দেখেছিস?

ছুলাল ॥ নিতাই! কেন?

কালী ॥ বাবুমশাই খুঁজছিলেন।

ছুলাল ॥ এই রেতের বেলা!

কালী ॥ আর বলিস না। সেই রগ-চটা সাহেবটাকে খুশী করার জন্যে বাবুমশাই গানের আসর বসিয়েছেন নাটমন্দিরে। সাহেব বেটা গোঁয়ার তো,—এসে ইস্তক বায়না ধরেছে, সেই মেয়েটাকে চাই। বাবুমশাই এটা-ওটা কতগুলো দেখালেন; ভরপেট মদ খাওয়ালেন; তিন তিনটে বাজারে বাঈজীকে দিয়ে নাটমন্দিরের উপর খেমটা নাচ পর্যন্ত করালেন। কিন্তু ভবি ভোলে না; বলে, সেই মেয়েকে চাই। মানেও থাকে বেটার!—তাই বেরিয়েছি খুঁজতে। নিতাই-এর বউ-এর তো আবার এসব ব্যাপারে হাত-যশ আছে। যদি কিছু করতে পারে। (ছুলাল কালীচরণের কানে কানে কি বলে।) অ্যাঁ! বলিস কি রে!

ছুলাল ॥ হ্যাঁ, আমার নিজের চোখে দেখা।

কালী ॥ ঠিক বলছিস! ভুল দেখিসনি তো?

ছুলাল ॥ এসব ব্যাপারে ছুলালচন্দর ভুল করে না।

কালী ॥ বাপ্ রে! মুখের গরাস ছোঁ মেরে নিয়ে গেল গা! বাবু-

মশাইকে এখুনি খবরটা দেওয়া দরকার। তুই আমার সঙ্গে আয় দুলাল, যা দেখেছিস সব খুলে বলবি।

দুলাল॥ না না, আমি কেন! এমনিতেই আমার ওপর উনি তুষ্ট নন। তার উপর এই কথা বলছি শুনে হয়তো রাগের মাথায় সপাং করে আমাকেই দু'ঘা বসিয়ে দেবেন।

কালী॥ তাহলে আগে চল কুশলদার বাড়ি যাই। হয়তো এখনো টের পায়নি, বেঘোরে পড়ে ঘুমোচ্ছে।

দুলাল॥ তাই চল।

[দুজনে পা বাড়ায়; প্রবেশ করে কুশল ও তস্য স্ত্রী রজনী।]

কুশল॥ কালীবাবু! নিতাইকে দেখেছ?

কালী॥ না। আমিও তো তাকে খুঁজছি।

কুশল॥ কেন?

[কালী বলতে যায়; দুলাল খোঁচা দিয়ে সামলে দেয়।]

কালী॥ এই…নিতাইকে সঙ্গে নিয়ে একটু—

কুশল॥ (রজনীকে) চল, ওর বাড়ীটা আর একবার হয়ে আসি; যদি ইতিমধ্যে ফিরে থাকে।

রজনী॥ সর্বনাশ যা হবার এতক্ষণে—

কুশল॥ দেখ, নাকে কেঁদো না। সর্বনাশ যে হয়েছে, আমিও জানি। তাই বলে খোঁজ করতে হবে না! (রজনী সুর করে কাঁদে; ধমক দেয়) চুপ, আবার কাঁদতে লেগেছে।

কালী॥ কুশলদা! এই দুলাল বলছিল —(থেমে যায়।)

কুশল॥ (উদ্গ্রীব) কি?

[কালী কুশলের কানে কানে কি বলে। কুশল মাঝে মাঝে মাথা নেড়ে সায় দেয়। রজনী হঠাৎ ডুকরে কেঁদে ওঠে।]

রজনী ॥ ওমা, শেষে আমার এমন সর্বনাশ করলে গো—

কুশল ॥ তুমি থামবে কিনা ?

রজনী ॥ কেন মরতে তোমায় সাক্ষী মেনেছিলাম ! দুটো কথা বলে বুঝিয়ে দিলেই যেখানে মিটে যায়,—তুমি কেন ওর গায়ে হাত তুললে ? সেই দুঃখেই তো মেয়েটা আজ—

কুশল ॥ তুমি থামবে ?—শোন কালী, আমি বলি—এখুনি সবাই মিলে দত্তবাবুর ওখানে যাই চল। লোকজন না হলে তো ও ব্যাটার হাত থেকে উদ্ধার করা যাবে না।

কালী ॥ চল। কিন্তু বলবে তোমরা ; আমি বাবুমশাইয়ের সামনে যাব না। খালি হাতে ফিরেছি দেখলে আমার গর্দান নিতে বাকী রাখবেন।

কুশল ॥ কেন !

কালী ॥ সে অন্য ব্যাপার ; তুমি বুঝবে না। চল—

[দত্তবাবুর দারোয়ান বিন্দা সিং-এর প্রবেশ ; সঙ্গে আরো কয়েকজন লোক।]

বিন্দা ॥ এ কালীবাবু, তুমি এখানে কী করছো ? বড়বাবু উদিকে—

কালী ॥ সেইজন্যেই তো এসেছি।

বিন্দা ॥ চিঁড়িয়া কাঁহা ?

দুলাল ॥ চিঁড়িয়া ভাগ গিয়া। (পরমুহূর্তেই বুঝতে পারে, বোকামি করেছে।) আমি বলছিলাম, চিঁড়িয়া কি চাইলেই অমনি পাওয়া যায় !

বিন্দা ॥ নিতাই কাঁহা ? উসকো বহুকো বোলাও।

কালী ॥ এদিকে এস সিংজী, কথা আছে।

[দুজনে তফাতে গিয়ে কি আলোচনা করে।]

কুশল ॥ দুলাল ! আমাকে একটা কথার জবাব দেবে ?

দুলাল ॥ বলুন।

কুশল ॥ তোমরা সবাই মিলে নিতাই-এর খোঁজ করছ কেন ? তার বউকেই বা তোমাদের কী দরকার ?

বিন্দা ॥ তো ইসি লিয়ে উস্‌কো পাত্তা নহী মিল্‌তা।

কালী ॥ মনে হচ্ছে।

বিন্দা ॥ উসকো বহু ভী ?

কালী ॥ হ্যাঁ।

কুশল ॥ (দুলালকে) বলবে না ?

বিন্দা ॥ তব্‌ চলো বড়বাবুকা পাশ।

দুলাল ॥ (কুশলকে) কী বলব বল ; জান তো সবই।

কালী ॥ তুমি যাও ; আমি এখানে অপেক্ষা করি। নইলে যদি আর কোথাও উড়িয়ে নিয়ে যায় !

বিন্দা ॥ ঠিক হ্যায়। (একজন সঙ্গীকে) তুম আও হামার সাথ। কালীবাবু নজর রাখ্‌না।

[বিন্দর প্রস্থান]

রজনী ॥ (ডুকরে কান্না) ওমা আমার কি হলো ! ডাঙায় বাঘ, জলে কুমীর—আমি কোন্‌দিকে যাব গো !

কুশল ॥ (চাপা গর্জন) তোমায় আর কোনদিকে যেতে হবে না। শাকচুন্নী কোথাকার ! তুই-ই তো যত নষ্টের গোড়া।

রজনী ॥ (কান্না থামিয়ে) ওমা, তাই বটে ! আমি বোলে ভাল ভেবে ডেকে বললুম, মেয়েটা বড় ছন্‌মন্‌ করছে—দুটো কথা বলে বুঝিয়ে দাও। তা না।—চ্যালা কাঠ দিয়ে অমন করে মারতে কে বলেছিল ? মায়ের পেটের বোন—হাতটা একবার কাঁপল না ?

কুশল ॥ চুপ, চুপ !

রজনী ॥ কেন চুপ ? অমন চাঁদের পারা বোনটাকে তুমি পিটিয়ে লাশ করতে পারবে আর আমি সেকথা বলতে পারব না ?

কুশল ॥ বেশ করেছি, মেরেছি ; ও আমার বোন—

[নটবরের প্রবেশ]

নটবর ॥ কি হয়েছে কুশলদা ?

কুশল ॥ আরে, দেখ না, সেই থেকে কানের কাছে ঘ্যান্‌ঘ্যান্‌ করে একবারে অতিষ্ঠ করে তুললে।

রজনী ॥ তা তো তুললাম ; কিন্তু তোমার জ্বালায় জ্বলে-পুড়ে মেয়েটা যে শেষকালে বাজারে হয়ে গেল—তার কি ?

নটবর ॥ মেয়েটা ! কোন্ মেয়েটা ?

রজনী ॥ আবার কে ? ওঁর সেই বিদ্যেধরী বোন—সন্থ গো।

নটবর ॥ যাক্, ফিরিঙ্গী ব্যাটা সরিয়েছে তাহলে।

কুশল॥ মাগীর বড্ড বাড় বেড়েছে। চল, তোকে ঘরে বন্ধ করে রেখে আসি।

[রজনীকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যায়।]

রজনী॥ (চীৎকার) ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। ছেড়ে দাও; লাগছে। এই আমি বলে দিলুম—আমার গায়ে যদি হাত তুলেছ···বাবা গো—মেরে ফেললে গো···

[উভয়ের প্রস্থান]

নটবর॥ কেনোটা থাকলে দুটো পদ শুনিয়ে উচ্ছবটা জমিয়ে তুলতে পারত।

দুলাল॥ খবর শুনে নটবরদা বেশ খুশী হয়েছ, মনে হচ্ছে!

কালী॥ খুশী বেরোবে'খন, বাবুমশাই আসুন আগে।

নটবর॥ খুশী হব না!

মনের মিলনে, মনে থাকব দুজনা,
তুমি কে বা, আমি কে বা, চেনা যাবে না।

আঃ, এমন সময় কেনোটা যে কোথায় গেল!

কালী॥ (নটবরকে) কিল খাবার ইচ্ছে হয়েছে!

নটবর॥ (উৎসাহের আধিক্যে) আমায় কিল খাওয়ায় কোন্ শালা! (পরক্ষণেই জিভ কাটে) কালীবাবু, মাইরী বলছি, অপরাধ করেছি। মাফ চাইছি। বলুন, মাফ করলেন!

কালী॥ যেদো, নজর রাখিস তো ব্যাটার ওপর, পালিয়ে না-যায়। আসুন বড়বাবু, তারপর দেখাচ্ছি মজাটা।

[শিবচরণবাবুর প্রবেশ]

শিব ॥ কি হে কালীচরণ, যা শুনছি—ব্যাপারটা তাহলে সত্যি? ভেগেছে ?

কালী ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

শিব ॥ তা ভাগুক। ভাল।—কুশল কোথায় ?

কালী ॥ বউটা এখানে দাঁড়িয়ে চেল্লাচ্ছিল; শায়েস্তা করতে ঘরে নিয়ে গেছে।

শিব ॥ কোথায় গেল, খবর পেয়েছ কিছু ?

দুলাল ॥ সেকি! আপনি এত শুনেছেন আর এইটাই জানেন না।

শিব ॥ তুমি থাম দেখি ছোকরা। ফাজিল কোথাকার! (কালীকে) কোথায় গেল? (কালী ওর কানে কানে বলে; শিববাবু হাসে) শেষকালে ফিরিঙ্গীর কোলে! কেন, দেশে কি আর মানুষ ছিল না?

কালী ॥ আমার বাবুমশাই-ই তো চেয়েছিলেন। রাজী হলে সোনা-দানায় ঘর ভরে যেত।

শিব ॥ চেয়েছিলেন বুঝি ?

কালী ॥ না, তখন উনি বড় সতী। আর এখন? যবন ব্যাটার খপ্পরে গিয়ে—

শিব ॥ নিজের ইচ্ছেয় গেছে, না— ?

কালী ॥ সেইটেই এখনো বুঝছি না।

শিব ॥ (চোখ টিপে) কদ্দুর? কাজের কাজ কিছু করেছে, না, ওই ওপর-ওপর পর্যন্তই? (খিক্‌খিক্ করে হাসে।)

[কুশলের প্রবেশ]

কুশল ॥ আমি অভিভাবক; ওকে না-নিয়ে আমি কিছুতেই ঘরে ফিরব না।

দুলাল ॥ ইজ্জৎ গেলেও?

শিব ॥ থাম্। বাঁদর কোথাকার! (কুশলকে) হঠাৎ হল, না, অনিকদিন থেকেই—

কুশল ॥ আমি ওকে উপযুক্ত সাজা দেব। তারপর দূর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেব,—যেখানে খুশী চলে যাক।

শিব ॥ আমার মনে হয়, অনেকদিন থেকেই চলছিল। তোমার কি ধারণা।

[গান গাইতে গাইতে কানাই-এর প্রবেশ]

কানাই ॥ পীরিতি এমন পোড়া, আগে কি লো জানি সই?
যেদিকে ফিরাই আঁখি, হেরিনে সে রূপ বই॥
—কালীদা, কি সব শুনছি?

কালী ॥ ওদিকে যাও।

কানাই ॥ যা বাব্বা! এমন আনন্দমেলায় তোমরা মুখগুলোকে অমন তোলা-হাঁড়ি করে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন?

কালী ॥ (ধমক) যাও—

কানাই ॥ যাচ্ছি গো, যাচ্ছি। শালা গেঁজেল বলে কেউ আর ভাল করে কথাটাও বলতে চায় না।

দুলাল ॥ কেন, বকছিস কেনো? দেখছিস ওদিকে—

কানাই ॥ সেই ভাল। যাই, সাহেবের সঙ্গে দেখা করে দুটো নতুন পদ শিখিয়ে দিয়ে আসি; কাজে লাগবে।—

'পীরিত্তি এমন পোড়া, আগে কি লো জানি সই'—

(এণ্টনীর বাড়ির দিকে পা বাড়ায়।)

কালী ॥ অ্যাই ও !

কানাই (ফিরে দাঁড়ায়) কি হল !

কালী ॥ ওদিকে যাবে না। বারণ আছে।

কানাই ॥ কার বারণ ?

কালী ॥ বাবুমশাইয়ের। দত্তবাবুর।

কানাই ॥ কোম্পানীর জমি,—উনি বারণ করার কে ?

কালী ॥ সে কথা বাবুমশাইকেই জিজ্ঞেস করিস।

কানাই ॥ (দু-পা এগিয়ে আসে) তুমি আমাকে তুই তোকারি করছ কালীবাবু। —আমি তোমার বাবুমশাইয়ের হুকুম মানলাম না। (এণ্টনীর বাড়ির দিকে পা বাড়াতে গিয়ে দেখে, বিন্দা সিং-এর দল পথ আটকে দাঁড়িয়েছে। কানাই কালীর দিকে ঘুরে) আমার পথ তোমরা কি দিয়ে আটকাবে কালীবাবু! উঁ! (তাচ্ছিল্যভরে এগিয়ে যায়। ওরা পথ ছেড়ে দেয়। কানাইকে আবছা আলোয় দেখা যায়, এণ্টনীর বাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তার গলায় গান।) পীরিতি এমন পোড়া, আগে কি লো জানি সই…

শিব ॥ গোলমাল বাধতে পারে দুলাল ; আমি চলি। বাড়িতেই থাকব। কী হয়, খবরটা দিয়ে যেও।

[উত্তেজিতভাবে দত্তবাবুর প্রবেশ। তার হাতে শঙ্করমাছের চাবুক, পিছনে বিন্দা সিং ও তার সঙ্গী।]

দত্ত ॥ কি হয়েছে !…কোথায় ?

কালী ॥ (হাত তুলে কানাইকে দেখিয়ে) ওই যে—ভেতরে গেল।

দত্ত ॥ কে ও?

কালী ॥ ওরা ক'জনে মিলে যুক্তি করে এই কাণ্ডটা করেছে। বলতে গেলুম, কানাই কাজটা ভাল করনি। তখন উল্‌টে আপনার নাম করে যা-তা বলতে লাগল।

কুশল ॥ আমি অভিভাবক। আমি কেন ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারব না?

দুলাল ॥ কুশলদা, একটু পরে।

দত্ত ॥ কী বলছিল আমাকে?

কালী ॥ (মাথা নীচু করে) সে আমি মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে পারব না।

দত্ত ॥ বিন্দা সিং! যাও, বেটাকে ধরে নিয়ে এস।

বিন্দা ॥ অন্দর ঘুষে গেল যে!

দত্ত ॥ দরজা ভেঙে ভেতরে যাও। ঘাড় ধরে নিয়ে এসো—

[নবর প্রবেশ। নব কালীর কানে কানে কী বলে; কালী তা দত্তকে শোনায়।]

এসেছে? কোথায়?

[নব বাইরের দিকে ইসারা করে। দুজন লোক নিতাই ও বিনোদিনীকে নিয়ে প্রবেশ করে। পিছন পিছন ঢোকে দিনমণি, অনন্ত, ছকু, নরু, যজ্ঞেশ্বর, নকুল ইত্যাদি।]

বিনোদিনী ॥ বাবুমশায় আমাদের খোঁজ করছিলেন?

[দত্ত জবাব না দিয়ে নিতাই ও বিনোদিনীর উপর এলোপাথারি চাবুক চালাতে থাকে। নিতাই-বিনোদিনী দাঁতে

দাঁত চেপে নিঃশব্দে মার খায়; বসে পড়ে। দত্ত হাঁপায়।]

দত্ত॥ কোথায় সে?

বিনোদিনী॥ খুঁজে দেখুন।

[দত্ত আবার চাবুক তোলে; কালী বাধা দেয়,—দত্তর কানে কানে কি বলে।]

দত্ত। (শান্তকণ্ঠে) নাপিত-বউ, আমি তোমাকে কী বলেছিলুম? তুমি আমার কথা শুনলে না। জান, তোমার জন্যে আজ আমার মান যেতে বসেছে! (কেউ জবাব দেয় না।) কী বলেছিলাম তোমাকে? জান, এই এতগুলো লোকের সামনে আমি তোমাকে—

নিতাই॥ যা বলার, আমাকে বলেন বাবুমশায়। হাটের মাঝে মেয়েছেলের অপমান—

[সপাং করে দত্তর চাবুক এসে পড়ে নিতাইয়ের মুখে। দিনমণি দু'পা এগিয়ে আসে।]

দত্ত॥ আমি তোমার পিঠের চামড়া তুলে নিতে পারি জান?—কী বলেছিলাম আমি?

[দত্ত হঠাৎ বিনোদিনীর কাপড় ধরে। ভীড়ের মধ্য থেকে একটা গর্জন শোনা যায়—"খবরদার!" দিনমণি ভীড় ঠেলে বেরিয়ে এসে দত্তর মুখোমুখি দাঁড়ায়। ক্রুদ্ধ মোষের মতো ফুঁসছে সে। দত্ত শান্তভাবে দিনমণিকে দেখে।]

ভিন্‌গাঁয়ের মানুষ বলে বোধ হচ্ছে! কোথায় বাড়ি? (কোন

জবাব নেই। ভীড়ের মানুষগুলোকে লক্ষ্য করে) তোমরা ভাবছ, ওকে আমি বকছি কেন? আমার অধিকার আছে; কারণ এরা সবাই আমার প্রজা।

দিনমণি ॥ আমি না।

দত্ত ॥ না, তুমি না; কিন্তু এরা—সবাই আমার প্রজা। শাস্ত্রে আছে, প্রজার রক্ষণাবেক্ষণের ভার রাজার। এখন, যদি কেউ হিন্দুঘরের মেয়েকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে যবনের হাতে তুলে দেয়, আর সে যদি আমার প্রজা হয়,—আমি তাকে শাসন করব না!

যজ্ঞেশ্বর ॥ কিন্তু মেয়েছেলে—

দত্ত ॥ তাতে কি! আইনের চক্ষে তো মেয়ে-পুরুষে প্রভেদ নাই। তুমি বিচক্ষণ মানুষ, এটা তোমার জানা উচিত যজ্ঞেশ্বর। (ঈষৎ গুঞ্জন।) যবন এসে আমার ঘরের মা-বোনেদের লুটে নিয়ে যাবে, আর আমি তাই চেয়ে চেয়ে দেখব—এ তো হতে পারে না। আর যারা এই পাপকার্যে সহায়তা করে, তাদের নিশ্চই কেউ ক্ষমা করতে বলবে না। (গুঞ্জন।) এই যে কুশল—এর বিধবা ভগ্নীকে ওই দুশ্চরিত্রা মেয়েছেলেটি ভুলিয়ে ওই খ্রীষ্টান সাহেবের বাড়িতে তুলে দিয়ে এসেছে। বলুন আপনারা, একে কি ক্ষমা করা যায়? (গুঞ্জন বেড়ে ওঠে।) ওদের মতলবটা আগেই আমার কানে গিয়েছিল। তাই আমি ওকে ডেকে বলেছিলাম: অমন কাজ করিসনে নাপিত-বউ; অধর্ম হবে। কিন্তু শুনল না। ওর ধর্মের ভয় নেই। সমাজের ভয় নেই। কিন্তু তাই বলে আমারও কি ওকে ক্ষমা করা উচিত?

যজ্ঞেশ্বর ॥ আমি তখনি বলেছিলাম, এর মধ্যে 'কিন্তু' আছে। এখন সব পষ্ট হল তো ?

দিনমণি ॥ আমি সব জানি। ক'দিন ধরে আমি সব দেখছি।

[থোবর্ণ-র প্রবেশ]

থোবর্ণ ॥ (ঈষৎ মত্ত) কাঁহা ? এই যে, ডট্ট ; তোম শালা ভাগকে আয়া ! হোয়্যার ইজ্ মাই ডল্ ?

দত্ত ॥ তুমি আবার এলে কেন সাহেব ? আমিই তো যাচ্ছিলাম।

থোবর্ণ ॥ হামার ডল্ কাঁহা ?

দত্ত ॥ আমরা চল ঘরে গিয়ে বসি।—সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

থোবর্ণ ॥ লেকিন হামারা ডল্ ?

দত্ত ॥ আঃ, জ্বালালে দেখছি !—কালী, এই গুরুদায়িত্ব তোমাকেই পালন করতে হচ্ছে। ধর্মবুদ্ধিতে যা ভাল মনে হবে, তাই কোরো। মনে থাকে যেন। —আমি দেখি, এটাকে সামলাই। চল সাহেব—

[সাহেবের সুর করে গাইতে গাইতে দত্তর সঙ্গে প্রস্থান]

যজ্ঞেশ্বর ॥ তবে ! আমি তখনি বলেছিলুম না !—কালীবাবু, এইবার তোমার খেল দেখাও। (নিতাই-বিনোদিনীকে) যা রে ; এ যাত্রা থোবর্ণ-র কৃপায় বেঁচে গেলি। ঘরে যা।

বিনোদিনী ॥ যাব। কিন্তু এতক্ষণ রইলাম, আর শেষটুকু দেখে যাব না।

দুলাল ॥ এঁঃ, ছোট লোকের তেল দেখ না !

যজ্ঞেশ্বর ॥ কই হে কালীবাবু, শুরু কর।

[কালী বিন্দা সিং ও তার লোকজনদের কি বোঝাচ্ছিল। সিং সদলে দু'পা এগিয়ে যায় এণ্টনীর বাড়ির দিকে। এতক্ষণ দুটো জানালায় আলো দেখা যাচ্ছিল। এইবার একটি আলো নিভে যায়। বিন্দা সিং কালীর দিকে ফেরে।]

বিন্দা ॥ এক বাত্তী বুত্ গয়া।

দুলাল ॥ অ্যাঁ! আলো নিভিয়ে দিল যে! অ খুড়ো!

[কালী বিন্দা সিংকে ইশারা করে।]

বিন্দা ॥ (গলা ছেড়ে) এ ফিরিঙ্গীবাবু—

অনন্ত ॥ আর বাবুতে কাজ নেই। বাবু!

বিন্দা ॥ কাঁহে বাত্তী বুতাইয় হ ?

১ম সঙ্গী ॥ কেওয়াড়ি খোলতনী।

২য় সঙ্গী ॥ চিনহত নাই খে! মারত মারত নসারিয়া ছুটা দেই,— আও বাহার।

দুলাল ॥ দূর! এ ব্যাটাদের দিয়ে কিচ্ছু হবে না। (এগিয়ে যায়) ও ফিরিঙ্গীর পো, তিনপুরুষের হুলো বাঁদর! সাহস থাকে তো বেরিয়ে আয়—শালা—

যাদব ॥ আমি বলব! (এগিয়ে যায়) ওরে ও ব্যাটা নুনচোর নেমকহারাম, শুয়োর-খেকো জানোয়ার! তোর নুনের থলেতে যে চাঁদের টুকরো ভরে রেখেছিল রে। সাহস থাকে তো বের করে নিয়ে আয় ব্যাটা—

[অনেকেই এবম্বিধ গাল পাড়তে থাকে এণ্টনীর উদ্দেশ্যে। একটু পরে এণ্টনীর জানালায় আলো দেখা যায়। সবাই থেমে যায়, এক-পা দু-পা পিছিয়ে আসে। এণ্টনী দরজা খুলে লণ্ঠন হাতে এদের সামনে এসে দাঁড়ায়।]

এণ্টনী ॥ আপনারা আমাকে ডাকছিলেন ?

অনন্ত ॥ এঃ ! বিনয়ের অবতার !

শিবু ॥ ঘরের দরজা বন্ধ করে কী হচ্ছিল ?

যজ্ঞেশ্বর ॥ সাহেব, তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় অল্পদিনের ; কিন্তু তবু আমি না বলে পারছি না—কাজটা তুমি বড় গর্হিত করেছ।

নটবর ॥ যজ্ঞেশ্বরদা ! তুমিই না সেদিন বলছিলে—সাহেবের হা-হুতাশ আর দেখা যায় না ; জোর করে মেয়েটাকে—

এণ্টনী ॥ জোর করে ! কিসের জোর ?

যজ্ঞেশ্বর ॥ কথার কথা একটা বলেছিলুম, অমনি তাই করতে হবে ? ধর্মাধর্ম বিচার নেই।

নটবর ॥ কিসের ধর্ম ! দত্তবাবু বলে গেছে, তাই—

কালী ॥ যেদো, দে তো ব্যাটার ঘাড়ে দু ঘা বসিয়ে।

নটবর ॥ (যেদোর দিকে ফেরে) আয়, দিয়ে ছাখ্।

এণ্টনী ॥ আপনারা কী বলছেন, আমি বুঝতে পারছি না।

দুলাল ॥ ন্যাকা রে !

কালী ॥ সৌদামিনী নামে একটি বিধবা মেয়েকে তুমি জোর করে আটকে রেখেছ।

এণ্টনী ॥ জোর করে ! নাঃ।

কালী ॥ 'না' নয়, হ্যাঁ। (বিনোদিনীকে দেখিয়ে) এরা তাকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে তোমার বাড়িতে।

এণ্টনী ॥ এরা ! (কাছে যায়) নাপিত-বউ !

বিনোদিনী ॥ আমি কিছু বলতে পারছি না, সাহেব। ওর বাবু আমাকে খুব মেরেছে। এই দেখ চাবুকের দাগ।—তুমিই বল

সাহেব; আমি ঘরে যাই।···দেখো, যেন হেরে যেও না। (খুড়িয়ে প্রস্থান)

দুলাল॥ ব্যস্, হল তো!

কালী॥ কী বলে গেল ও?

এণ্টনী॥ কিছুই তো বলল না।

কালী॥ তার মানে, স্বীকার করে গেল। এখন ভালয় ভালয় মেয়েটাকে বের করে দাও।

এণ্টনী॥ কেন!

কুশল॥ আমি ওকে ঘরে নিয়ে যাব।

দুলাল॥ ধ্যাৎ, কুশলদা যেন কি! ওকে দত্তবাবুর বাড়ি যেতে হবে না? সেই হুঁকোমুখো সাহেবটা যে চেতে আছে।

কালী॥ কে রে বাঁদরটা!

যজ্ঞেশ্বর॥ তুমি তাই কর সাহেব,—মেয়েটাকে ফিরিয়ে দাও। যাও কুশল, সঙ্গে করে নিয়ে এস।

নটবর॥ দাঁড়াও, কুশলদা; (যেদোর হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে কুশলের সামনে আসে) তুমি কি চাও, সত্যিই মেয়েটা বাজারে হয়ে যাক? উঃ···তুই আমাকে মারলি যেদো?

কালী॥ যাও সাহেব, সময় নষ্ট কোরো না,—ওকে নিয়ে এস।

এণ্টনী॥ কিন্তু কেন?

দুলাল॥ পরের মেয়ে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছ; ফেরত দেবে না?

এণ্টনী॥ ভুলিয়ে আনিনি তো। সে নিজের ইচ্ছায়—

দুলাল॥ বাজে কথা। বল না, কুশলদা—

কুশল ॥ হ্যাঁ, তাই তো। আমি খেতে বসেছিলাম। নাপিত-বউ উঠোনে দাঁড়িয়ে গুজুর-গুজুর ফুস্থুর-ফুস্থুর অনেকক্ষণ সত্থর সঙ্গে কি সব কথা বলল। তারপর খেয়ে উঠে দেখি সত্থ নেই।

দুলাল ॥ আমিও তো দেখেছি।

এণ্টনী ॥ আপনারা মিথ্যে কথা বলছেন। সে নিজের ইচ্ছায় আমার বাড়িতে এসেছে।

দুলাল ॥ কেন, ওর ঘরে কি ভাত জুটছিল না?—শালা, আমায় বলে মিথ্যেবাদী!

এণ্টনী ॥ ঘরে ওর সুখ ছিল না—

দুলাল ॥ সোহাগী রে!

অনন্ত ॥ এমনিতে হবে না, কালীদা; ধরে দু-ঘা—

কালী ॥ বিন্দা সিং!

যজ্ঞেশ্বর ॥ ভাল কথা কানে নেও না কেন সাহেব?

নটবর ॥ যজ্ঞেশ্বরদা, নরকেও তোমার স্থান হবে না। উঃ—

দিনমণি ॥ আমি জানি। ক'দিন ধরে তু'মি সব দেখেছি।

অনন্ত ॥ লাল বাঁদরের মুণ্ডুটা উল্‌টো দিকে ঘুরিয়ে দে না।

শিব ॥ কথা বাড়াস কেন?

[দু-একজন করে প্রায় সবাই উত্তেজিত হয়ে ওঠে ক্রমশঃ। জনতা মারমুখী চেহারা নেয়। হঠাৎ শান্ত হয়ে যায়। পিছন থেকে বামাকণ্ঠ ভেসে আসে—"শুনুন!" সবাই চুপচাপ। সত্থ সামনে এগিয়ে আসে।]

সত্থ ॥ শুনুন, আমাকে নিয়েই যখন এত কাণ্ড…আমার দুটো কথা

আপনারা নিশ্চয়ই শুনবেন।—দাদা, তুমিও এসেছ?—তুমি কেন এলে?

কুশল॥ ঘরে চল, সত্নু।

সত্নু॥ (কুশলের কথার জবাব দেয় না।) আমি বলি; আপনারা শুনুন। আমাকে কেউ ভুলিয়ে আনেনি; আমাকে কেউ জোর করে আটকে রাখেনি। (গুঞ্জন) যা করেছি, আমি সজ্ঞানে নিজের ইচ্ছায় করেছি। আপনারা আমার গুরুজন; আমি মিনতি করছি, আপনারা বাড়ি যান।

যজ্ঞেশ্বর॥ কুশল, তোমার নরকের পথ পরিষ্কার হল।

নিতাই॥ নরকের পথ উনি অনেক আগেই পরিষ্কার করে রেখেছেন, যজ্ঞেশ্বরদাদা।

দুলাল॥ আমি নিজের চোখে দেখলাম—

শিব॥ থাক না বাপু।

কালী॥ বিন্দা সিং!

এণ্টনী॥ তাহলে আপনারা বাড়ি যান।

[সবাই কী করবে, বুঝতে পারে না]

নিতাই॥ এইবার। এইবার আমি আর মুখ না খুলে পারব না। (এগিয়ে আসে।) শুনুন মহাশয়গণ, আমার একটি নিবেদন। দত্তবাবু আমাদের ওপর চাবুক চালিয়ে গেলেন, আপনারা দেখেছেন। কিন্তু কেন জানেন? কুশলদা যেও না; আপনারা ওকে যেতে দেবেন না।

কুশল॥ আমি এখানে থেকে কী করব?

নিতাই॥ তোমার কিছু করার নেই; যা করার আমরাই করব।

শুনুন, দত্তবাবু টাকা খরচ করেছিলেন—দিদিমণি, অপরাধ নিও না ...তুমি ঘরে যাও না কেন !

এণ্টনী ॥ (সন্তুকে পাশে ডেকে নেয়।) থাক না।

নিতাই ॥ দত্তবাবু টাকা খরচ করেছিলেন যাতে—আমার মুখে আটকে যাচ্ছে ; দিদিমণি তুমি ঘরেই যাও, এসব কথা তোমার শোনা উচিত না ।

যজ্ঞেশ্বর ॥ ন্যাকাস্‌নি, নিতাই ; বলে ফেল।

নিতাই ॥ (দম নিয়ে বলে ফেলে।) যাতে সন্তুদিদিকে দত্তবাবুর বাগানবাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়। (গুঞ্জন) আপনারা জানেন, এইসব কাজে আমার স্ত্রীর নামডাক আছে,—একটু আগে কে একজন বললে কুন্‌কী মাগী। ঠিক তাই। কিন্তু আপনারা দেখুন তো, এই লক্ষ্মীর প্রতিমাকে কি মরাগাঙে বিসর্জন দেওয়া যায় !—পারিনি। দত্তবাবুর দেওয়া টাকা আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছি সময়মতো ফেরত দেব বলে।

ছকু ॥ এ আর নতুন কথা কি ! সবাই জানে। দত্তবাবুর রাগ দেখেই বোঝা গিয়েছিল। কি বল খুড়ো ?

নিতাই ॥ কিন্তু একটা বিষয় আপনারা বুঝতে পারেননি। আপনারা মহাশয়ব্যক্তিরা এখানে উপস্থিত আছেন। মাথার উপরে আকাশ আছে। আমি মিথ্যে বলব না।—আপনারা কি জানেন, এই নিতাই নাপিত আর তার বউ সেই কুন্‌কী মাগীটার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কুশলদাও টাকা খেয়েছিল ?

[গুঞ্জন স্পষ্ট হয়। সবাই একসঙ্গে কথা বলে।]

যজ্ঞেশ্বর ॥ তাই বলি, হঠাৎ জ্ঞান বিলোবার এত ঘটা কেন! হ্যাঁরে কুশল—

নটবর ॥ ছেড়ে দাও আমাকে। যেদো, তোকে আমি খুন করব—

নকুল ॥ (কুশলকে) আর কেন! এবার মাগটাকেও বেচে দাও।

ছকু ॥ কালীবাবু কী ভাবছ? ব্রজে গিয়ে খবর দাওঃ রাইমনি এলো না।

নটবর ॥ (এতক্ষণে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে; একে-ওকে তাড়া করে বেড়ায়) যাও, ভাগো, হঠো—

[রজনীর প্রবেশ]

রজনী ॥ কই, আমার সেই মুখপোড়া মিন্‌সেটা গেল কোথায়! আমাকে ঘরে বন্ধ করে রেখে এখানে দাঁড়িয়ে মজা লোটা হচ্ছে!

নকুল ॥ বন্ধ করে রেখেছিল তো বেরোলে কী করে?

রজনী ॥ গতর নেই! বেড়া ভেঙে—

কুশল ॥ চল এখান থেকে।

রজনী ॥ কেন, মিটে গেছে বুঝি? ওখানে দাঁড়িয়ে রইলি কেন সতু? আয়, ঘরে চল। (সবাই হাসে। কুশলকে) হাসে কেন! (আবার সকলের সশব্দ হাসি।)

কুশল ॥ চল এখান থেকে—(হাত ধরে টেনে নিয়ে যায়।)

রজনী ॥ (যেতে যেতে) সতু যে রয়ে গেল?

নকুল ॥ সামলে থেকো বৌদি; দাদা আমার তোমাকেও না কোন্‌দিন বেচে দেয়।

[সবাই হাসে। নটবর একে-ওকে তাড়িয়ে বেড়ায়।]

শিব ॥ দাঁড়া বাবা; খেদাস্ কেন?

ছকু ॥ অ খুড়ো, চল ঘরে যাই। দেখা তো হল।

নকুল ॥ আসল খেলটা দেখাল কিন্তু কুশলদা। অ কালীবাবু, ক'মোহর দিয়েছিলে ?

যজ্ঞেশ্বর ॥ আচ্ছা নটে, তুই অমন লাফিয়ে বেড়াচ্ছিস কেন বল তো ?

নটবর ॥ চলো, ভাগো…

[একটু একটু করে ভীড় পাতলা হয়।]

যজ্ঞেশ্বর ॥ আমি এর পরেরটুকুও দেখে যাই !

[দ্রুত কানাই-এর প্রবেশ]

কানাই ॥ (ঢুকতে ঢুকতে) এত দেরী হয়ে গেল ! (পাশাপাশি এণ্টনী ও সতুকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে) আহা হা, মরি মরি !

তব বিধুমুখো হেরিয়ে আমার
ঘুচিলো মনেরো তিমিরো রাশি।
সে হয়ো অন্তরে, কহিব কাহারে,
সুখো সিন্ধুনীরে অমনি ভাসি ॥

[কানাই ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে।]

এত আনন্দ এখন আমি রাখি কোথায় !

এণ্টনী ॥ চল বিধুমুখী, আমরা ঘরে যাই। (দুজনে বাড়িটার দিকে এক পা এগোয়।) দাঁড়াও। (গলা থেকে সোনার হার খোলে) ছোটবেলায় আমার ঠাকুর্দা আমাকে দিয়েছিল ; এতদিন এ হার আমি গলা থেকে খুলিনি। বিধুমুখী—(সতুর গলায় পরিয়ে দেয়) এই আমাদের বিবাহ হল। সাক্ষী রইল মাথার উপরে ওই আকাশ, পায়ের নীচে মাটি ; আর আমার এই বন্ধুরা।

[চারিচক্ষের মিলন—স্বর্গীয় আভায় ওদের মুখ উজ্জল হয়ে ওঠে। দুজনে হাত ধরাধরি করে যেন নাচতে নাচতে সাদা বাড়িটার দিকে এগোতে থাকে। এরা চেয়ে থাকে সেইদিকে।]

কানাই ॥ নটবর কে গো সখি,

তার নাম জানিনে, কালো বরণ,

ভঙ্গি বাঁকা, বাঁকা আঁখি।

যাই যদি যমুনার জলে,

সে কালো কদম্বতলে

হাসি হাসি বাজায় বাঁশী

(আমি) বাঁশীর দাসী হয়ে থাকি।....

পর্দা

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(এটর্নীর বাইরের ঘর। সদুর পরনে চওড়া লালপাড় শাড়ি। সময় সন্ধ্যা। বিনোদিনীর প্রবেশ।]

বিনোদিনী॥ আসব?

সদু॥ (চমকে) আরে! নাপিত বউ? এসো। (এগিয়ে গিয়ে হাত ধরে) বাব্বা! ক'মাস হয়ে গেল,—একবার ভুলেও দেখা দিতে নেই!

বিনোদিনী॥ অদ্দূর থেকে কেমন করে আসি বল!

সদু॥ হ্যাঁ, দূর বৈকি! আমি যেন আর জানি না!

বিনোদিনী॥ সত্যিই জানিস না।—নে, পান খাওয়া। আছে তো, না, সাহেবের বাড়ি এসে ফিরিঙ্গী বিবি বনে গেছিস?

সদু॥ আছে। রামচরণ, পানের বাটাটা এখানে দিয়ে যাও না— আমাকে কি ফিরিঙ্গী বিবির মতন দেখাচ্ছে নাপিত বউ? (বিনোদিনী হাসে) কিন্তু সত্যি বল দেখি, এদিকে কেন আস না? দাদা-বউদির তো মুখ নেই, কিন্তু তুমি—

বিনোদিনী॥ বললাম না, অদ্দূর থেকে—

সদু॥ আবার সেই! দূরটা কোথায়? (রামচরণ পানের বাটা নিয়ে ঢোকে; সদু পান সাজতে বসে) আচ্ছা নাপিত বউ, তোমার সেই রান্নাঘরের চালাটা এখনো সেইরকম একদিকে ঝুলে আছে? থাকবে না! কত্তাটি তো বাবা-ভোলানাথ,—ঘর

পড়ল কি রইল, তাতে তার ভারীই খেয়াল।—আর সেই টগর-ফুলের গাছটা? উঠোনের মাঝখানে? আছে? (হাসে) এখনো মনে হয়, আমি যদি ওই গাছটার আগডালে চড়ে বসতে পারি, আমায় তাহলে আর কেউ দেখতে পাবে না। ছোটবেলায় যেমন ভাবতাম।

বিনোদিনী ॥ পাগলী।

সন্থ ॥ দাঁড়াও না; তুমি না বললেও আমি নিজেই একদিন তোমার ওখানে গিয়ে হাজির হব। আচ্ছা, সেই যে বকুলের চারা লাগিয়েছিলে পূবের কোণায়,—আজকাল ফুল ফোটে?—একদিন গিয়ে দেখে আসব।

বিনোদিনী ॥ তোর সবকিছু মনে আছে, নারে সন্থ?

সন্থ ॥ আছেই তো। বলনা, তোমার উঠোনে ক'টা ঘাস আমি এখান থেকে বলে দিতে পারি। সব মনে আছে আমার।

বিনোদিনী ॥ সন্থ, আমরা আর ওখানে থাকি না।

সন্থ ॥ (বিনোদিনীর দিকে চেয়ে দেখে) ধ্যাৎ! শ্বশুরের ভিটে কেউ ছেড়ে যায়!

বিনোদিনী ॥ তুই কোন্ শ্বশুরের ভিটেয় আছিস সন্থ?

সন্থ ॥ আমার কথা বাদ দাও। কপালে নেই—

বিনোদিনী ॥ আমারও তাই, কপালে নেই। (হাত বাড়িয়ে চুল নেয়) আমরা গৌরহাটিতে চলে গেছি।

সন্থ ॥ গৌরহাটি!—ধ্যাৎ! খালি আজেবাজে কথা।

বিনোদিনী ॥ দত্তবাবুর লোকেরা এসে আমাদের ঘর দুটো আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে গেছে যে।

সন্থ ॥ (খানিক নির্বাক ; হাঁ করে বিনোদিনীর দিকে চেয়ে থাকে) কেন ?

বিনোদিনী ॥ সে তোর শুনে কাজ নেই। তুই বরং আমার উঠুনে ক'টা ঘাস ছিল, মনে মনে তাই গোন ; ওইটাই তোকে ভাল মানায়।—অমন মুখ গোমড়া করে থাকিস না সন্থ ; ভাল লাগে না।

সন্থ ॥ আমার জন্যেই তোমাদের এই দশা, না নাপিত বউ ?

বিনোদিনী ॥ এ বাড়িটাও খুব ভাল। দেখিস, তোকে একদিন নিয়ে যাব। একটা জামগাছ আছে, বুঝলি ; আর একটা সোনামুখী আমের—

সন্থ ॥ কিন্তু তোমরা তো ওদের কোন ক্ষতি করনি।

বিনোদিনী ॥ একটা আঁশ নেই। আর কী মিষ্টি! আম না যেন অমৃত।

সন্থ ॥ মানুষের এমন সর্বনাশ করতে—

বিনোদিনী ॥ সন্থ, এইবার কিন্তু আমি চলে যাব। আমার ঘর পুড়লো, আমার কোন তাপ নেই ; তুই কেন—

সন্থ। তোমাদের ভিটে-ছাড়া করল যে!

বিনোদিনী ॥ আমাদের ভিটে-ছাড়া করে এমন ক্ষেমতা কার! চল না, গিয়ে দেখে আসবি, গৌরহাটিতে কেমন সুন্দর ঘর তুলেছি। ভালই হয়েছে, ঠ্যালায় পড়ে মিনসে গাঁজা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। সংসারে মন বসেছে।—তোর দিন কাটছে কেমন, বল দেখি।

সন্থ ॥ যা খবর শোনালে,—নিজের কথা আর কিছু বলতে ইচ্ছে করছে না।

বিনোদিনী॥ সাহেব যত্ন-আত্তি করে তো?—বল না; আমায় বলবি, তাতে আবার লজ্জা কি!

সছু॥ নাপিত-বউ, আমি ভাবি—এই পৃথিবীতে এত সুখ ছিল কোথায়! আর ছিলই যদি, এতদিন কেন—

বিনোদিনী॥ আঃ! শুনতে বড় ভাল লাগছে রে। বল, বল—

সছু॥ ওর বাইরেটা সাদা নাপিত-বউ; সাহেব তো। কিন্তু ভেতরটা একেবারে সবুজ ঘাসের মতো নরম। সেদিন মহাভারত পড়ে শোনাচ্ছিলাম। 'কচ ও দেবযানী' পড়তে পড়তে ছাই আমার চোখে জল এসে গেল। লজ্জা পেয়ে মুখ তুলে ওর দিকে চেয়ে দেখি—অঝোরে কেঁদে ভাসাচ্ছে। আমি বললাম, কাঁদ কেন? জবাব দিল না।—তার পরদিন থেকে মহাভারত, চরিতামৃত, নয়তো অন্য কিছু রোজ ওকে পড়ে শোনাতে হয়।

বিনোদিনী॥ গাঁজা খায়?

সছু॥ (খিলখিল করে হেসে ওঠে) খায়। আমি একদিন মানা করেছিলাম। কি বললে জান? বললে, কেন, গাঁজা কি তোমার সতীন? (হাসি) আমি বললাম, হ্যাঁ, সতীন। তখন বললে, ঠিক আছে; তোমার জায়গা (বুকে হাত রাখে) এইখানে; আর ওর ওই বার-বাড়িতে।—গাঁজা নাকি আমার দুয়ো সতীন।

বিনোদিনী॥ ওমা, এইসবও শিখেছে নাকি!

সছু॥ শুধু এই! আজকাল আবার মুখে মুখে ছড়া কাটে।

[বাইরে এণ্টনীর গলা পাওয়া যায়।]

নেপথ্যে এণ্টনী॥ ব্যস্, ওইখানে রাখ···আস্তে--আরে ওদিকে না, এইখানে···হ্যাঁ।—রামচরণ!

সত্থ ॥ (উঁকি দিয়ে দেখে) নাও, পুরো দোকানটাই তুলে নিয়ে এল বুঝি। আনতে বলেছিলাম একজোড়া শাড়ি—

বিনোদিনী ॥ কেন, পূজো-আচ্চা আছে নাকি ?

সত্থ ॥ না গো, এমনিই।

[এণ্টনীর প্রবেশ। সত্থ মাথায় ঘোমটা তুলে দেয়।]

এণ্টনী ॥ আরে, কে ও! নাপিত-বউ ? পথ ভুলে নাকি ?

বিনোদিনী ॥ না। এইদিকে এসেছিলাম,—মনসাতলায় মানত ছিল। নইলে অদ্দুর থেকে—

এণ্টনী ॥ কত্তাটি তো আসতে পারে।

বিনোদিনী ॥ ভয় পায়। বলে—এবেলা গেলে ওবেলার আগে তো ফিরতে পারব না। যদি সন্ধ্যে হয়ে যায়! ডাকাত-ঠ্যাঙাড়ের উৎপাত যা বেড়েছে।

এণ্টনী ॥ তার ওপর আছে দত্তর বাহন কালীচরণ।—এখনো নজরে রেখেছে না ?

বিনোদিনী ॥ তোমার চোখে পড়েনি ? ওই মাঠের ওপাশেই তো ঘুরে বেড়াচ্ছিল দুটো লোক, আমি এখানে এসেছি দেখে—

সত্থ ॥ কই, এ কথা তো আমায় কিছু বলনি!

বিনোদিনী ॥ তুই শুনে কী করবি ?

সত্থ ॥ কিন্তু এমন বিপদ মাথায় নিয়ে—

বিনোদিনী ॥ আমার বিপদ, তাতে তোর কি লা! নে, সাহেব ঘরে এল; কথাবার্তা বল। আমি যাই, পুজোটা দিয়ে আসি। মিন্‌সে আবার আমার জন্যে বসে থাকবে। (মুচকি হেসে এণ্টনীকে) নাও সাহেব, কথা বল।

[হেসে প্রস্থান। এন্টনীর হঠাৎ খেয়াল হয়।]

এন্টনী ॥ আরে, ও ফিরে আসছে তো?—ও নাপিত-বউ ফিরে আসছ তো? তোমার মিন্‌সেটাকেও সঙ্গে নিয়ে এস; অনেকদিন ওর সঙ্গে দেখা নেই। বুঝলে—

সত্থ ॥ এসব কথা তো আমাকে একদিনও বলনি।

এন্টনী ॥ কোন্ সব কথা?

সত্থ ॥ নিতাই-এর ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে। তারপর এখনো ওরা এই বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে।—কেন বলনি?

এন্টনী ॥ তুমি শুনলে দুঃখ পেতে।

সত্থ ॥ কিন্তু আমার জন্যই তো ওদের আজ এই বিপদ।

এন্টনী ॥ নিতাইয়ের সঙ্গে আমার অনেকদিনের বন্ধুতা। তাই সে··· আর বিপদ যা, সে তো কেটে গেছে। ওরা এখন থাকে—

সত্থ ॥ আমি জানি।

এন্টনী ॥ বিধুমুখী, শোন—

সত্থ ॥ ও নামে আমাকে ডেকো না। আমার নাম কি বিধুমুখী!

[এন্টনী আঘাত পায়]

এন্টনী ॥ কিন্তু ওরা খুব ভাল আছে, সত্থ। নতুন ঘর তৈরী করেছে, —সুন্দর সাজানো ঘর। তারপর আমি ওদের—

সত্থ ॥ চোদ্দপুরুষের ভিটে ছেড়ে নতুন ঘর! আমিই ওদের গ্রামছাড়া করলাম। এই সবের মূলে আমি।

এন্টনী ॥ মিথ্যে কষ্ট পাচ্ছ বিধুমুখী।—এমনিই হয়। মানুষের জীবন কখনো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না। চিরকালের ভিটে আঁকড়ে পড়ে থাকতে হবে, এমনি বা কী কথা আছে!

সন্তু ॥ নিতাইয়ের যদি কোন বিপদ ঘটে !

এণ্টনী ॥ না না ; যা হবার, হয়ে গেছে। আর যদি কিছু ঘটেই, তাতেই বা—

সন্তু ॥ ছিঃ ! তুমি এত স্বার্থপর !

এণ্টনী ॥ স্বার্থপর ! (করুণভাবে হাসে) জান, গৌরহাটিতে জমি কিনে ঘর তোলার জন্যে আমি নিতাইকে কত টাকা দিয়েছি ! ওকে—

সন্তু ॥ টাকা আছে, তাই দিয়েছ ; মন তোমার—

এণ্টনী ॥ সন্তু ! আশঙ্কা হয়, এই ইঁট-কাঠের ভীড়ের চাপে আমাদের এই দুটো মন সত্যিই না কোন্‌দিন মারা যায়। (সন্তুর প্রস্থানোদ্যোগ) যেও না সন্তু, শোন।

সন্তু ॥ বল।

এণ্টনী ॥ (চিবুকে হাত দেয়) নিতাইয়ের বিপদের কথায় তুমি দুঃখ পেলে ; কিন্তু আমার কথা তো একবারও ভাবলে না। আমারও তো বিপদ ঘটতে পারে। (সন্তু মুখ তুলে তাকায়) ধর, অন্ধকারে পথ চলতে ঠ্যাঙাড়ের পাল্লায় পড়ে গেলাম। কিম্বা ওই দত্তবাবুর লোকেরা আমাকে পিটিয়ে অজ্ঞান করে নালার মধ্যে ফেলে রেখে গেল। হয়তো আমার আর জ্ঞান ফিরল না। তারপর হয়তো—

[সন্তু এণ্টনীর মুখ চাপা দেয় ; বুকে মাথা রেখে কেঁদে ফেলে।]

সন্তু ॥ আর বোলো না।...আমি অত ভাবতে পারিনি।

এণ্টনী ॥ ভাবতে পার না বলেই তো তোমাকে বলি না। সদ্য-ফোটা চাঁপার ফুল,—এই পৃথিবীর রুক্ষ তাপ কি তোমার সয় !

সন্থু ॥ (মুখ তুলে) আমি— (থেমে যায়।)

এন্টনী ॥ পারলে না তো ?

তারে বলি বলি করে বলা হল না।

সরমে মরমের কথা কওয়া গেল না ॥

তাতে কি ! আমি তোমার বুকের ভেতরটা স্পষ্ট দেখতে পাই সন্থু। তোমার মনের কথা আমি সব জানি

বিশেষ বুঝিতে নারি, নারী বই তো নই,

ওগো প্রাণসই ।

নিরখি নির্মল জল, অনিমেষে রই ॥

তাই না ? (সন্থুর মুখে হাসি ফোটে) এই তো, মেঘের কোলে সৌদামিনী। এই না হলে ভাল লাগে !

হেরিয়ে কমল কেন প্রকাশে কমল।

জানিতেম তপন হেরি বিকাশে কমল ॥

তার সাক্ষী দেখ তব বদন কমল…

সন্থু ॥ (লজ্জা পায়) আমি যাই ! (এন্টনী সশব্দে হাসে) ওদিকে অনেক কাজ—

এন্টনী ॥ আরে, শোন শোন। বাজার থেকে আজ একটা নতুন জিনিস এনেছি।

সন্থু ॥ কি ? (এন্টনী টেবিলের উপর থেকে বাণ্ডিলটা তুলে দেখায়) আরে, কখন আনলে ! দেখিনি তো। দেখি দেখি, কী আছে—

এন্টনী ॥ উঁহুঁ, এতে যা আছে—

সন্থু ॥ দেখি না। দাও—

এণ্টনী ॥ তুমি এখানে বোসো। আমি আসছি। এমনিতে এ জিনিস দেখান যায় না। (প্রস্থান)

[সন্থু ঘুরে বেড়ায়। বসে। উঠে পায়চারি করে। বেরোতে যায়,—রামচরণের প্রবেশ।]

রাম ॥ (পানের বাটা দেখিয়ে) ওটা নিয়ে যাব ?

সন্থু ॥ যাও। শোন রামচরণ,—বাবুর জন্যে এবেলা মুড়িঘণ্ট হবে। (রামচরণ ঘাড় নাড়ে) আর তরকারীতে ঝাল একটু কম দিতে বোলো। আর—

রাম ॥ একটা কথা জিজ্ঞেস করব মা ?

সন্থু ॥ কি ?

রাম ॥ এই শুক্তো, ঘণ্ট—এসব সাহেবের পছন্দ হয় ?

সন্থু ॥ পছন্দ না-হলেও খেতে হবে। আমি বামুন না ? মুরগী ভাজা চাইলেই অমনি দিচ্ছি নাকি ! (রাম হাসে) ওসব তোমার সাহেব চেয়ে চেয়ে খায়। তুমি যাও, দেখ—

[রামচরণের প্রস্থান। অপর দিক দিয়ে এণ্টনীর প্রবেশ। বিচিত্র বেশ ওর—ধুতি, পাঞ্জাবি, গলায় চাদর, মাঝখানে সিঁথি। বোকা-বোকা হাসি ওর মুখে। বাঙালী পোশাক এই প্রথম। এণ্টনী চেয়ে চেয়ে নিজেকে দেখে।]

সন্থু ॥ আঃ, কী সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে !

[সন্থু ওকে প্রণাম করতে যায়। হঠাৎ চমকে ওঠে]

বিনোদিনী ॥ দাঁড়া সন্থু।

[এরা লক্ষ্য করেনি, বিনোদিনী কখন এসে চুপ করে এদের দেখছিল। বিনোদিনী ড্রেসিং-টেবিলের ড্রয়ার থেকে

সিঁদুরের কৌটো ও চিরুনী বের করে। সদুর মাথায় চিরুনী বুলিয়ে ওর কপালে, সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেয়।]

নে, এইবার যা।

[সদু এণ্টনীকে গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করে।]

এণ্টনী ॥ আমি ওকে কী বলে আশীর্বাদ করব, নাপিত-বউ ?

বিনোদিনী ॥ তোমার যা মনে আসে।

এণ্টনী ॥ (ভেবে) সতীসাবিত্রী ভব,—শাস্ত্রের বচন। উঁ ?

বিনেদিনী ॥ তাই বল।

নেপথ্যে হারু ॥ সাহেব ! রামচরণ !

এণ্টনী ॥ ওই ওরা এসে পড়েছে ।—রামচরণ, ওদের এ ঘরে এনে বসাও। (ভিতরে প্রস্থান)

সদু ॥ (বিনোদিনীকে) এরই মধ্যে তোমার পূজো হয়ে গেল ?

বিনোদিনী ॥ মিন্‌সে আগে থেকে সব ঠিক করে রেখেছিল। তারপর পুরুতের পূজো তো। আমাদের দেখেই বুঝেছে, ভাঁড়ে মা ভবানী। 'ফুঃ' বলতে পূজো শেষ। আমিও কম না; একটি পয়সা ঠেকিয়ে চলে এসেছি। মা-মনসা মাথায় থাকুন; ঘরে বসে ডাকলে—

[নেপথ্যে হারু, নিতাই ইত্যাদি কয়েকজনের কণ্ঠস্বর ; ওরা এইদিকে আসছে।]

সদু ॥ চল নাপিত-বউ, আমরা ওঘরে যাই। (দুজনের প্রস্থান)

[হারু, নটবর, নিতাইয়ের প্রবেশ ; ওরা জাঁকিয়ে বসে।
দিনমণি অন্দরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।]

হারু ॥ ও দীনবন্ধুবাবু, অন্দরমহলে উঁকিঝুঁকি মারা—অভ্যেসটা কিন্তু ভাল নয়।

দিনমণি ॥ সাহেবের স্ত্রী না? সেদিন রাত্রে ভাল করে দেখতে পাইনি। আজ একবার—

হারু ॥ নাও, ঠ্যালা সামলাও। আরে মশাই, ও যে পরের বউ গো।

দিনমনি ॥ একজনের বউ আর একজনের মা কিম্বা বোন হতে পারে না?

হারু ॥ (সুরে) কত রঙ্গ জান কালী—

[আগের বাঙালী পোশাকে এণ্টনীর প্রবেশ। বোকার মত হাসে। এরা উঠে দাঁড়িয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এণ্টনীকে দেখে।]

নটবর ॥ ত্রিভঙ্গ ভৃঙ্গ হয়ে, শ্রীঅঙ্গ লুকাইয়ে,
রঙ্গে নিকুঞ্জে উদয়।
ভঙ্গি হেরি চমৎকার, বৃন্দে বুঝে সার,
চন্দ্রমুখীর প্রতি কয় ॥

সাহেব, ওকে ডেকে পাশে এনে দাঁড় করাও না, যুগলমূর্তি দেখে চক্ষু দুটো সার্থক করি।

এণ্টনী ॥ ডাকব!....আচ্ছা—

[ভিতরে যায় ; পুনঃপ্রবেশ—পাশে সহ্। পেছনে বিনোদিনী। নটবর ইতিমধ্যে ছড়া গাইতে শুরু করেছে।]

নটবর ॥ একি দেখতে পাই, আজ তোমার রাই,
নবীন নীলপদ্মে পূজা কে করেছে ?
যখন তরুণ উদয় হয়,
তার কোলেতে মেঘোদয়, হলে হয় যেমন, এখন,
এমন শোভা এলোকেশে কেউ দেখে নাই কোনকালে,
যজ্ঞোৎপলে নীলোৎপলের মিল হয়েছে ॥
আহা, কানাইটা থাকলে বড় ভাল হত।

বিনোদিনী ॥ হয়েছে তো !—এইবার চল সত্নু।

নিতাই ॥ এই দেখ, আমার বউটাকেও শেষে—

বিনোদিনী ॥ ওমা, তাই বলি, মনসাতলায় মিন্‌সের এত গরজ কেন ! হ্যাঁগো, পুরো দো-চালাটাকে এইখানে এনে তুলতে চাও নাকি ?

হারু ॥ সাহেব, চেয়ে দেখ, দীনবন্ধুবাবু কেমন চোখ দিয়ে গিলে খাচ্ছে ?

নটবর ॥ (হারুর হাঁটুতে চাপড় দেয়) ধেৎ! এতটা বয়েস হল, এখনো সহবৎ শিখলি না! যাও দিদিমনি, তুমি ভেতরে যাও। এই ছাগলগুলোর সঙ্গে—

[বিনোদিনী ও সত্নুর হেসে প্রস্থান।]

হারু ॥ নটে, বড্ড বাড় বেড়েছিস। আমায় ছাগল বললি যে ?

নটবর ॥ নয় তো কি ? তাল-বেতালের ঠিক নেই—

দিনমণি ॥ আহা, বিবাদ করেন কেন ?

হারু ॥ আর ও-যে আমাকে ঠেস দিয়ে ছাড়া কথা বলছে না, সেটা বুঝি কিছু না। আমাকে বলে ছাগল ! আর নিজে যে—

নটবর ॥ কি ? বল সাহস থাকে তো।

[দ্রুত কানাইয়ের প্রবেশ]

কানাই ॥ বড্ড দেরী হয়ে গেল, সাহেব। আরে! আহা হা, মরি মরি! ওরে রাইমণিকে.ডাক, একবার প্রাণভরে দেখে নি।

হারু ॥ আমরা দেখে নিয়েছি।

কানাই ॥ হয়ে গেছে?

এণ্টনী ॥ এত দেরী করলে কেন কানাই?

কানাই ॥ আর বোলো না। এইদিকে আসছি, পথে দেখা দত্তর বাহন সেই কেলে-ব্যাটার সঙ্গে। তাকে বিতাং দিতে হবে কোথায় যাচ্ছি। ব্যস্, লেগে গেল; বললাম, যাচ্ছি .সাহেবের বাড়ি। প্রথমটা আদর করলে, তারপর ভয় দেখালে, তারপর আরম্ভ করলে খেউড়। তা ও-বিদ্যেয় তো আমিও কম যাই না। দু-একটা নমুনা দিতেই পালিয়ে গেল। (হারুকে) শুনবি, কী বলেছিলাম।

এণ্টনী ॥ থাক কানাই, যমুনা পরে শোনা যাবে। তুমি বরং—

কানাই ॥ আচ্ছা, পরেই শুনো। হুঁ, ভাল কথা; শুনে এলাম—সামনের দোলপূর্ণিমের দিন দত্তর ওখানে গাওনা হবে। যাবে শুনতে?

এণ্টনী ॥ কেন যাব না? গান হবে, আমার ঘরের পাশে; আমি শুনবো না?—কে কে আসছে?

কানাই ॥ আসছে বড় কড়া মাল। কোলকাতা থেকে ভোলা ময়রা। নাম শুনেছ তো?

এণ্টনী ॥ হ্যাঁ। ওই যে,—

আমি সে ভোলানাথ নই।
আমি ময়রা ভোলা হরুর চেলা,
শ্যামবাজারে রই!

হারু॥ বাহ্‌বা বা! সাহেব, তুমি যে একেবারে পয়মাল করে দিলে।

নটবর॥ হারু, এটা ভদ্দলোকের বাড়ি। অমন ষাঁড়ের মতন চিল্লিও না।

হারু॥ নটে, এবার কিন্তু রক্তারক্তি হয়ে যাবে, বলে দিচ্ছি।

দিনমণি॥ থামুন না মশাই।

হারু॥ আর ও যে সেই থেকে আমার পেছনে—

কানাই॥ কি হয়েছে!—আরে এই, কি হয়েছে?

হারু॥ তখন বলল, ছাগল। এখন বলল ষাঁড়। আর তুমি কি? —শালা। (সবাই হাসে।)

কানাই॥ শোন: সাহেব!—আর ইদিকে থাকছে নিতাই বৈরিগী। (নিতাইকে) তুমি দাঁত বের কোরো না চাঁদ। এ নিতাই নাপিত নয়, বৈরিগী।—জমবে ভাল; কি বল, নটবরদা।

নটবর॥ কিন্তু আমি ভাবছি, বাঈ-নাচ আর খেমটা ছেড়ে দত্তবাবু হঠাৎ কবি দিতে গেল কেন।

নিতাই॥ তুমি সবতার মধ্যেই প্যাঁচ খোঁজ নটবর। পয়সা আছে; গান শুনতে ইচ্ছে হয়েছে,—

নটবর॥ এই ইচ্ছেটাই বা হবে কেন? ও মদ খাক, বাঈ-নাচ করুক। কবির ও বোঝে কী?

এণ্টনী॥ বোঝে না বলেই হয়তো বুঝতে চাইছে।

নটবর॥ নাঃ, কিছু একটা ব্যাপার আছে।

কানাই॥ ছাড়, নটবরদা। ব্যাপার যাই থাক, আমরা চাড্ডি গান শুনতে পেলেই খুশী। কি বল সাহেব! তার ওপর ভোলা ময়রা, —সাতজন্মের তপস্যা না-থাকলে এমন সুযোগ মেলে না।

[থালায় সন্দেশ নিয়ে সত্নর প্রবেশ। সলজ্জভাবে থালাখানা সামনে রেখে প্রস্থানের উদ্যোগ করে।]

কানাই ॥ (দুলে দুলে) হাতে করে না দিলে খাব না।

[সত্ন দাঁড়ায়। মুচকি হাসে। থালাখানা তুলে কানাইয়ের সামনে ধরে। কানাই হাত বাড়িয়ে সন্দেশ নেয়।]

হারু ॥ কানাই, আমরাও আছি।

কানাই ॥ আছি তো—এদিকে আয় না।

[সবাই সন্দেশ খায়। দিনমণি একটু তফাতে বসে একদৃষ্টে সত্নকে দেখে। সত্নর নজর যায় তার উপর। থালাখানা দিনমণির সামনে বাড়িয়ে ধরে। দিনমণি তন্ময় হয়ে সত্নর দিকে চেয়ে থাকে। এরা বিস্মিত।]

হারু ॥ ও মশাই!

দিনমণি ॥ (চমক ভাঙে) অ্যাঁঃ!—আমি শ্রীরামপুরে গিয়েছিলাম।

[এরা আরো বিস্মিত।]

হারু ॥ কোথায় গিয়েছিলেন!

দিনমণি ॥ (এখনো ঘোর কাটেনি) শ্রীরামপুর। ওই যেখানে আমার বোন রয়েছে—পাদ্রীদের গির্জায়। (সবাই ওর দিকে চেয়ে থাকে; দিনমণির মনে হয়, ওরা ওর কথা মন দিয়ে শুনছে।) খুব ভাল আছে লক্ষ্মী। এক সাহেবের সঙ্গে ওর বিয়ে হবে। লক্ষ্মী রাজী হয়েছে।—বেশ হবে, না?

হারু ॥ তা হবে। কিন্তু আপনি ওঁর দিকে অমন করে কি দেখছিলেন?

[দিনমণি সত্নর দিকে চায়। সত্ন তাকে লক্ষ্য করছে। এইবার দিনমণি লজ্জা পায়।]

দিনমণি ॥ ক্ষমা করবেন। আমি অন্যায় করে ফেলেছি।

[থালা নিয়ে সত্বর প্রস্থান]

কানাই ॥ সাহেব, এইবার তাহলে তৈরী হও।—তুমি শিখবে, আর আমি শেখাব,—ভাবতেও কেমন মজা লাগছে।

হারু ॥ কিন্তু যজ্ঞেশ্বরদা তো এখনো এলো না।

নটবর ॥ এলো না,—আসবে। ভাগাড়ে মড়া পড়লে যে-লোক খাওয়া ফেলে ছুটে যায়, আজ এমন দিনে সে আসবে না? (বাইরের দিকে চেয়ে) ওই দেখ, বলতে বলতেই এসে হাজির।

[যজ্ঞেশ্বরের প্রবেশ]

যজ্ঞেশ্বর ॥ হ্যাঁরে, দত্ত নাকি কবি দিচ্ছে?

কানাই ॥ হ্যাঁ।

যজ্ঞেশ্বর ॥ দোলপূর্ণিমের দিন?

কানাই ॥ হ্যাঁ। তুমি শুনলে কার কাছে?

যজ্ঞেশ্বর ॥ শুনেছি।—জগা আসেনি? পক্ষকাল বাদে আসর—

নটবর ॥ দত্তবাড়ি কবির আসরের সঙ্গে জগার কি সম্পর্ক যজ্ঞেশ্বরদাদা?

যজ্ঞেশ্বর ॥ না, এমনি বলছিলাম। (জোর করে হাসে) সাহেব তো আজ থেকে তালিম নেবে, তাই না? জগা ঢোল বাজাবে?

হারু ॥ যা হবে না! জগা বাজাবে ঢোল, কুটে নন্দ বেহালা; নিতাই, তোর উপরে তো খঞ্জনীর ভার পড়েছে, না?

যজ্ঞেশ্বর ॥ কোন্ নন্দ?

হারু ॥ ওই যে গো, গয়লাপাড়ার—

নটবর ॥ থাক।—নে রে কানাই, সুরু কর। অনেক রাত হয়েছে।

[কানাই গুছিয়ে বসে আরম্ভ করতে যাবে, এমন সময় বাইরে একটা চিৎকার। সবাই চমকে ওঠে। নটবর ছুটে বেরিয়ে যায়। একটু পরে নটবরের পুনঃপ্রবেশ ; সঙ্গে জগা। জগার গলায় ঢোল। তার কপাল দিয়ে রক্ত ঝরছে।]

পঞ্চাশবার তোকে বলিনি, সাঁজ ঘনাবার আগেই চলে আসবি ঠ্যাঙাড়ের পাল্লায়—

জগা ॥ ঠ্যাঙাড়ে কোথায় নটবরদা ? ও তো—

নটবর ॥ থাক, আর বিতাং দিতে হবে না।

জগা ॥ না না, আমি যে ওকে চিনি ; ও হল—

নটবর ॥ (ধমক) থাম বলছি। কানাই, ওকে ভেতরে নিয়ে যা কপালটা ধুয়ে একটু চুন লাগিয়ে দিতে বল।

যজ্ঞেশ্বর ॥ (হেসে) আমি ভাবছিলাম, সাহেবের হঠাৎ কবি গাওয়ার সখ হল কেন !

নটবর ॥ যে-লোকটা জগার মাথায় লাঠি মেরেছে, তাকে তুমি চেন যজ্ঞেশ্বরদা ?

যজ্ঞেশ্বর ॥ আমি ! আমি তাকে চিনতে গেলাম কেন ?

নটবর ॥ চেন না ? আমি ভাবছিলাম, তুমি ওকে চেন।

যজ্ঞেশ্বর ॥ বাজে বকিসনে, নট।

[কানাই ও জগার প্রবেশ]

কানাই ॥ গানের দল ছেড়ে এবার কিছুদিন লাঠিবাজি করতে হবে।—কি রে জগা, বাজাতে পারবি তো ?

জগা ॥ পারব।

কানাই ॥ তবে নে, ধর। সাহেব শুরু কর; সেই গানটা।…অমন গোমড়া মুখ করে থেকো না, সাহেব। ধর— (ঢোলে একটা তেহাই পড়ে; কানাই গান ধরে)

পিরীতের আশা আমার নিরাশ বা হয়।
কুলনারী, সদাই করি কলঙ্কেরই ভয় ॥
যৌবন করেছি দান,
তার দক্ষিণা দিলাম কুলমান।
না হই যেন অপমানী,
গুণমণি, দেখো দয়াময় ॥—

সাহেব, গলা দাও; নয়তো বল, আমি বাড়ি চলে যাই।

[এণ্টনী তৈরী হয়]

—অবলা, আমি সরলা, তায় কুলবতী।
প্রেমের আশে পাছে শেষে
বলে অসতী ॥

[যজ্ঞেশ্বর সশব্দে হেসে ওঠে। কানাই ও এণ্টনী গান থামায়। সবাই যজ্ঞেশ্বরের দিকে তাকায়।]

নটবর ॥ (ধমকে) হাসছ কেন?

যজ্ঞেশ্বর ॥ (এণ্টনীকে) গান তো শিখছ ভালই। কিন্তু শোনাবে কাকে?

এণ্টনী ॥ (ভিতরদিকে তাকায়) যে শুনতে চাইবে, তাকেই শোনাব।

যজ্ঞেশ্বর ॥ শোনার লোক যদি না পাও

নটবর ॥ (রেগে) যজ্ঞেশ্বরদা!

এণ্টনী ॥ তাহলে নিজেই শুনব।

[যজ্ঞেশ্বর আবার হাসে।]

নটবর ॥ হাসছ কেন?

যজ্ঞেশ্বর ॥ কী বিপদ! ফিরিঙ্গী সাহের বাংলা গানে তালিম নিচ্ছে, এ দেখে একটু হাসতেও পারব না!

নটবর ॥ (যজ্ঞেশ্বরের চোখের দিকে তাকিয়ে) ও। কিন্তু যজ্ঞেশ্বরদা, আমরা মরিনি। দত্তবাবু একদিন আমাদের নাপিত-মুদ্দোফরাস বলে গাল দিয়েছিল।—কী প্যাঁচ খেলছে জানি না; কিন্তু সুযোগ যদি আসে, তখন দেখিয়ে দেব—এই নাপিত-মুদ্দোফরাসদের ক্ষেমতা কতখানি। তুমিও সেদিন দেখে নিও।

এণ্টনী ॥ কিসের কথা বলছ? কি হয়েছে?

যজ্ঞেশ্বর ॥ ওইসব বলেছিল নাকি! কবে?

নটবর ॥ এরই মধ্যে ভুলে গেলে?

যজ্ঞেশ্বর ॥ (চিন্তা করে) ও হ্যাঁ, বলেছিল বটে।—এমন ভুলো মন হয়েছে আজকাল!

নটবর ॥ হুঁ, অনেক কিছুই এখন ভুলতে হচ্ছে।

যজ্ঞেশ্বর ॥ নটে, তখন থেকে দেখছি, সুযোগ পেলেই তুই আমাকে বাঁকা করে কথা কচ্ছিস। আমি তোর কি করেছি, বল দেখি?

নটবর ॥ না, তুমি আর কি করবে! করানেবালা একজন,—তিনিই করাচ্ছেন।

[ঢোলের সঙ্গে কানাই গুনগুন করে গেয়ে ওঠে।]

কানাই ॥ কে সাজালে হেন যোগীর বেশ,
কহ অলিরাজ সবিশেষ। কেতকী সৌরভ অঙ্গে তব—

এণ্টনী ॥ বাঃ। গাও, গাও—

কানাই ॥ রঙ লেগেছে কালো গায়,
হয়েছে প্রাণ বিভূতির প্রায়,
ঢুলুঢুলু দুটি আঁটি রূপেরো না দেখি শেষ ॥—
কে আসে? (বাইরের দিকে তাকায়; নিতাইকে) দেখ তো।

যজ্ঞেশ্বর ॥ (উঠে) আমি দেখছি। (প্রস্থান। পুনঃপ্রবেশ; সঙ্গে প্রৌঢ়গোছের এক ভদ্রলোক।) আসুন। (এণ্টনীকে) সাহেব, ইনি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। বসুন।

ভদ্রলোক ॥ আমার নাম গোরক্ষনাথ। (কানাই নটবরকে কনুই দিয়ে গোঁতা দেয়) এ অঞ্চলে কবিদলের বাঁধনদার হিসেবে আমার কিঞ্চিৎ পরিচিতি আছে। অনেকেই চিনবেন।

এণ্টনী ॥ আপনার আগমনের হেতুটা—

গোরক্ষনাথ ॥ বর্তমানে আমার কোন কর্ম নাই; তাই—

কানাই ॥ আপনি ওই বৈরিগীর সঙ্গে ছিলেন না?

গোরক্ষ ॥ হ্যাঁ।

নটবর ॥ ছাড়লেন কেন?

গোরক্ষ ॥ পোষাল না। বেটা ভারী চামার।

এণ্টনী ॥ আমি আপনার কী করতে পারি?

গোরক্ষ ॥ (জগার ঢোলের দিকে তাকিয়ে) খবরটা তাহলে ঠিকই শুনেছি।—আমি তো এখান থেকে যাব না, সাহেব।

হারু ॥ সেকি!

গোরক্ষ ॥ আমি কথা দিচ্ছি, সাতদিনের মধ্যে আমি আপনাকে

তয়ের করে দেব ; যে-কোন আসরে দাঁড়িয়ে আপনি বুক ঠুকে গেয়ে আসতে পারবেন।

এণ্টনী ॥ কি বলছেন, ঠিক বুঝতে পারছি না।

গোরক্ষ ॥ বিশ্বাস হচ্ছে না ? জিজ্ঞেস করে আসুন রাসু নাপিতকে। আর তো আমি নেই ; এইবার দেখবেন নিতের কেচ্ছাটা। আরে, কত গাইয়ে উঠল, কত গাইয়ে ডুবল,—সব এই শর্মার হাতের মুঠোয়। আপনি কিছু ভাববেন না। (জগাকে) কেমন বাজাও ? বাজাও দেখি। (জগা ঢোলে বোল তোলে) বাঃ, চমৎকার হাতটি তো ! বেয়লা বাজায় কে ?

হারু ॥ কুটে নন্দ।

নটবর ॥ (হারুকে ধমক) চুপ।

গোরক্ষ ॥ (নটবরকে) কুটে নন্দ নয় ?

নটবর ॥ আপনাকে এখানে কে ডকেছে ?

গোরক্ষ ॥ কেউ ডাকেনি তো। আমি নিজে থেকেই এসেছি। কাজ নেই, তাই ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম কর্মের তল্লাশে। পথে একজন বললে, এণ্টুনী সাহেব কবিগানের দল খুলেছে। তাই—

এণ্টনী ॥ না, না।

গোরক্ষ ॥ সোজা চলে এলাম। আর এসে যা দেখছি—(জগাকে) ওই তেহাইটা আবার দাও তো। (জগার তথাকরণ) অবশ্য আপনারা যদি বলেন যে, আপনাদের নিজস্ব বাঁধনদার আছে, তাহলে-আমার কিছু বলবার নেই। কিন্তু আমি জানি, বাঁধনদার আপনাদের নেই। কারণ আমি বাইরে থেকে শুনছিলাম—

(কানাইকে) ও সবই পুরনো গান ; রাম বসু, হরু ঠাকুর···
(এণ্টনীকে) কি বলেন !

এণ্টনী ॥ ঠিক বুঝতে পারছি না।···আচ্ছা, আমি কি গাইতে পারব ?

গোরক্ষ ॥ মনে ভাব থাকলেই পারবেন। কণ্ঠসম্পদ অবশ্য সকলের থাকে না ; তবে তেমতাবস্থায় ভাবসম্পদের দ্বারা সেই অভাবটা পূরণ করে নিতে হয়।

এণ্টনী ॥ আমি···ওকে বরং একবার জিজ্ঞাসা করে আসি, কেমন !

গোরক্ষ ॥ উনি বরং খুশীই হবেন। হাজারটা লোকের সামনে দাঁড়িয়ে আপনি—

এণ্টনী ॥ গান শিখতে চেয়েছিলাম ; দল করার কথা কিন্তু আমি একবারও ভাবিনি।···সুন্দর সুন্দর গানের টুকরো এখানে ওখানে শুনতে পাই ; ভারী ভাল লাগে। মনে হয়, আমিও যদি গাইতে পারতাম তাহলে হয়তো মনের কথাগুলো মুখ ফুটে বেরিয়ে আসত, বুকের মধ্যে এমন মাথা কুটে মরত না। তাই—

গোরক্ষ ॥ তাহলে মনে অনেক কথা আছে বলুন।

এণ্টনী ॥ আছেই তো। শিশুকালে মানুষ অনেক কথা বলতে চায় ; কারণ, যা দেখে, তাতেই তার বিস্ময়। আর চারিদিকে সব সুন্দর। নেশার ঘোরে—

যজ্ঞেশ্বর ॥ তোমার কিসের নেশা সাহেব ?

এণ্টনী ॥ আমার ? আমার বোধহয় নেশা নয়। আমি বিদেশী খ্রীষ্টান। কিন্তু যখন এখানে দেখি, এক মা তার ছেলেকে কোলে নিয়ে আদর করছে,—আমার মনে হয়, আমি এদের চিনি, যুগ

যুগ ধরে এদের সঙ্গে আমি একান্তভাবে পরিচিত। আমার ধর্ম্মের মেরীমাতা আর যীশুকে আমি দেখেছি ছেলেবেলায়···আমাদের গির্জায়। তার সঙ্গে এই মায়েদের বড় মিল। এই শিশুদেরও। ওরা বোধহয় সব দেশেই এক।

গোরক্ষ॥ বোধহয়।

এণ্টনী? এদেশের আলো-হাওয়া—গানের সুর, এর কিছুই যেন আমার কাছে নতুন নয়। এখানকার মানুষ,—তারাও যেন নতুন নয়। মানুষ তো। আমিও তো মানুষ।

হারু॥ নিশ্চয়।

এণ্টনী॥ আমায় যখন তোমরা সাহেব বল, খ্রীষ্টান বল,—আমার হাসি পায়। খ্রীষ্টান, হিন্দু, মুসলমান—এইসব ধর্মভেদ তো মানুষেরই তৈরী। আমি সাহেব, তুমি ভারতবাসী—যেমন দুটো গ্রাম; একটার নাম ইউরোপ, আর একটার নাম ইণ্ডিয়া। দুই গ্রামের দুই নাম। কিন্তু গ্রাম দুটোর নাম তো দিয়েছিলাম আমারাই।

গোরক্ষ॥ হবে।

এণ্টনী॥ তাই যখনি নিজেকে আর সবার সঙ্গে মিলিয়ে বুঝতে পারি, বিভেদটা সত্যি না, মিলটাই আসল,—তখনি আনন্দে বুকটা ভরে ওঠে—অনেক কথা বলতে ইচ্ছে হয়।

যজ্ঞেশ্বর॥ বুঝেছি। বিধবা ব্রাহ্মণী তোমায় মজিয়েছে ভাল।

[নটবর যজ্ঞেশ্বরের দিকে তাকায়।]

এণ্টনী॥ সে মজিয়েছে, না, আমি মজেছি,—জানি না। তবে ব্রাহ্মণীর প্রেম আমাকে অনেক শিখিয়েছে।

যজ্ঞেশ্বর ॥ ভাল, ভাল। প্রেম যতদিন স্থায়ী হয় ততই ভাল। তবে জান তো, এ পৃথিবীতে চিরস্থায়ী কিছুই নয়। আজকের যুবা কাল বৃদ্ধ, আজকের প্রেম—

নটবর ॥ (উঠে দাঁড়ায়) যজ্ঞেশ্বরদা!

যজ্ঞেশ্বর॥ (উঠে দাঁড়ায়) এইবার তোর সঙ্গে আমার একহাত হয়ে যাবে। কি, ভেবেছিস কি! তখন থেকে তুই আমার সঙ্গে—

নটবর ॥ আমি তোমাকে মানা করে দিচ্ছি, যজ্ঞেশ্বরদা, এ বাড়িতে বসে ফের যদি তুমি ওইসব কথা—

যজ্ঞেশ্বর ॥ বাড়িটা কার? তোর?

নটবর ॥ (চেঁচিয়ে) যারই হোক। তুমি এখানে ওসব কথা বলবে না।

যজ্ঞেশ্বর ॥ সাহেব, দেখ। তোমার বাড়িতে তোমারই সামনে ও আমার অপমান করবে?

হারু ॥ (হেসে) নটবরদা বোধহয় অনেকদিন দেশে যায়নি; তাই মগজটা গরমে আছে।

এণ্টনী ॥ নটবর, এটা ভাল না। বয়স্ক ব্যক্তি—ওর সম্মান....

নটবর ॥ বল, আর কি বলবে।

এণ্টনী ॥ তোমার কি হয়েছে বল তো?

হারু ॥ বললাম না, গরমে আছে।

নটবর ॥ আমার কিচ্ছু হয়নি। কিন্তু সাহেব, অমন চোখ বুজে বসে থেকো না। সাপের লেজে পা দিয়েছ, সেদিন দত্তবাবুর মুখ থেকে সৌদামিনীকে ছিনিয়ে এনে। এইবার সাপের ছোবল—

যজ্ঞেশ্বর ॥ (চিৎকার) ওটাকে লাথি মেরে বের করে দাও। ভদ্রবধুর অপমান!

নটবর ॥ (যজ্ঞেশ্বরকে দেখিয়ে) এরা তোমাকে শান্তিতে থাকতে দেবে না, সাহেব। দেখছ না ওর মুখ-চোখের চেহারা—

যজ্ঞেশ্বর ॥ বাঁদরটাকে দূর করে তাড়িয়ে দাও।

এণ্টনী ॥ না, না, এসব তুমি কি বলছ! তোমরা সবাই আমার বন্ধুলোক—

নটবর ॥ কে বন্ধু, কে শত্রু—পরে বুঝবে। (যজ্ঞেশ্বরের মুখোমুখি দাঁড়ায়) বুঝতে পারছি না, কী প্যাঁচ খেলছ। কিন্তু যদি কখনো সুযোগ পাই, তোমাকে আমি দেখে নেব যজ্ঞেশ্বরদাদা। তাকত থাকে তো সেইদিন লড়ে যেও।

যজ্ঞেশ্বর ॥ যা যা। তোর মত কূটকচালে মুদ্দোফরাস আমি অনেক দেখেছি।

[রেগে নটবরের প্রস্থান।]

এণ্টনী ॥ দেখ দেখি, কী কাণ্ড!

[জগা একটা তেহাই দেয়; সঙ্গে সঙ্গে বাইরে একটা সোরগোল ওঠে—"গেল গেল—ধর ধর"— ইত্যাদি। এরা চমকে ওঠে। দ্রুত প্রবেশ করে একটি মেয়ে—ভীত, সন্ত্রস্ত। বাইরে গোলমাল চলতে থাকে। রামচরণের প্রবেশ।]

রাম ॥ ওরা ভেতরে আসতে চাইছে।

[দিনমণির দ্রুত প্রস্থান]

এণ্টনী ॥ কারা ওরা?

রাম ॥ চিনি না।

এণ্টনী ॥ তুমি যাও। আমি আসছি। (রামচরণের প্রস্থান)

[মেয়েটি এক কোণে জড়সড় হয়ে বিস্ফারিত চোখে এদের দেখছিল।]

আপনি…আপনি কে ?

[ভিতর দিক থেকে সতু ও বিনোদিনীর প্রবেশ। এদের দেখে মেয়েটি ভরসা পায়।]

বলুন, কোন ভয় নেই আপনার।

মেয়েটি ॥ ওদের এখানে ঢুকতে দেবেন না, আপনাদের পায়ে পড়ি ; ওরা তাহলে—

[বিনোদিনীর বাইরের দিকে প্রস্থান]

যজ্ঞেশ্বর ॥ তুই গঙ্গাদা'র মেয়ে না ! (উঠে কাছে যায়, ভাল করে দেখে ; মেয়েটি ভয়ে সতুর গা ঘেঁষে দাঁড়ায়।) হুঁ ! সাহেব, এতটা ভাল না। বামুনের ঘরের বিধবা,—একটির সর্বনাশ যা করার, তা তো করেইছ। এখন আবার কুমারী মেয়ে নিয়ে টানাটানি আরম্ভ করলে !

এণ্টনী ॥ (কঠিন দৃষ্টিতে যজ্ঞেশ্বরের দিকে তাকায়) আপনি বলুন। শুনতে দিন ব্যাপারটা।

যজ্ঞেশ্বর ॥ ঢং করে আর কা হবে !—কি রে নন্দী, কবে থেকে ?… কপাল ভাল গঙ্গাদা'র। তিনসন্ধ্যে ইষ্টদেবতার নাম না-নিয়ে যে জলগ্রহণ করে না, তার ঘরে এমন কুলটা—

এণ্টনী ॥ (গর্জন করে) চুপ—

যজ্ঞেশ্বর ॥ (বিস্মিত) কি হল ! সত্যিকথা বললুম, তাই গায়ে লেগেছে ? দত্তবাবু ঠিকই বলেন, সাদামানুষগুলোকে—

এন্টনী ॥ (ওর গলায় হাত দিয়ে) যজ্ঞেশ্বরবাবু, আর একবার যদি তুমি ওই কথা উচ্চারণ কর—

হারু ॥ (হো-হো করে হেসে ওঠে) যজ্ঞেশ্বরদা'র মুখখানা দেখাচ্ছে ঠিক যেন বাংলার পাঁচ।

যজ্ঞেশ্বর ॥ আচ্ছা! বাড়িতে পেয়ে তুমি আমায় অপমান করলে সাহেব। মনে থাকে যেন…

এন্টনী ॥ যাও এখান থেকে। (যজ্ঞেশ্বরের প্রস্থান।) ইতর কোথাকার!

[এন্টনী নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করে।]

মেয়েটি ॥ আমিও যাই—(পা বাড়ায়।)

এন্টনী ॥ ভয় পেলে? ফিরিঙ্গী সাহেবের বাড়িতে উঠেছ—লোক-নিন্দা হবে, তাই ভয় পেলে?

[মেয়েটি কী করবে, ভেবে পায় না। একবার সত্তুর দিকে, একবার এন্টনীর দিকে তাকায়।]

নিতাই ॥ আরে, দেখছ কি! (সত্তুকে দেখিয়ে) ওঁর সঙ্গে ভিতরে যাও। এ বাড়ির বাইরে গেলে তোমাকে আর আস্ত রাখবে না।

[গজগজ করতে করতে বিনোদিনীর প্রবেশ]

বিনোদিনী ॥ কপাল আমার!…বাপ-মা ধরে বেঁধে যদি এমন সর্বনাশ করতে চায় তাহলে কোন্ মেয়ে…কোথায় গেল সেই ছোট-লোকটা? টাকা খেয়ে—

নিতাই ॥ ধানাই-পানাই না করে, কী হয়েছে খুলে বল দেখি।

বিনোদিনী ॥ হবে আবার কি! ওর দিকে চেয়ে বোঝ না! (মেয়েটিকে) কেন মরতে এদেশে জন্মেছিলি?

এণ্টনী॥ কাকে যে দায়ী করব, বুঝতে পারছি না। তোমাদের শাস্ত্র, ধর্ম, সমাজ—মানুষের জন্যে কিছু না। (গোরক্ষ মাঝে মাঝে বেহালার তারে টুংটাং আওয়াজ তুলছিল)। উলটো, পাহাড়ের মতো নিথর ওই দৈত্যটাকে মাথায় নিয়ে মাজা ভেঙে মুখ থুবড়ে পড়ার জন্যেই তোমার সব। অদ্ভুত!....হাতের কাছে পেতাম আমি, তো দেখিয়ে দিতাম তোমাদের এই—

[দিনমণির প্রবেশ]

দিনমণি॥ যজ্ঞেশ্বর পালিয়েছে? ঠিক সময়টিতে—(থেমে যায়; দেখে নটবর এসে দাঁড়িয়েছে কখন।)

নটবর॥ আমি জানতাম। দত্তবাবুর খাজাঞ্চিখানায় যজ্ঞেশ্বরের টিকি বাঁধা পড়েছে। এক ছিল কালীবাবু, এখন দোসর জুটেছে যজ্ঞেশ্বর।—সাহেব, তুমি তো আমাদের মতো ভেতো নও। পার না? শাস্তর-মন্তর-দত্তদের উৎপাত থেকে এই পোড়া দেশটাকে উদ্ধার করার জন্যে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পার না? (গলা ধরে আসে, মুখ ঘুরিয়ে নেয়।)

এণ্টনী॥ (মেয়েটিকে) কি করবে? এই খ্রীষ্টানের বাড়িতে রাত কাটাতে পারবে, না, আর কোথাও—

[মেয়েটি ভাবে। সবাই ওর উত্তরের জন্যে উন্মুখ। গোরক্ষ তখনো আনমনে বেহালার তারে টুংটাং শব্দ করে চলেছে। নটবর মেয়েটির সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।]

নটবর॥ কথা বল না কেন?...জবাব দাও।

মেয়েটি॥ আমি...আপনারা আমাকে ঠাঁই দেবেন? ওরা আমাকে... আমার বড় ভয় করছে—(সহুর কাঁধে মাথা রেখে কেঁদে ফেলে।)

এণ্টনী ॥ (সদুকে) ওকে ভেতরে নিয়ে যাও।

গোরক্ষ ॥ (বেহালা থেকে হাত তুলে নেয়) আঃ, ছিঁড়ে গেল।

[সদু মেয়েটিকে নিয়ে ভিতরে যায়]

আমি আজ তাহলে আসি। পরে একটা শুভদিন দেখে না-হয় শুরু করা যাবে।—গান কিন্তু আপনাকে গাইতেই হবে সাহেব। আমি যখন আছি…চলি—

[গোরক্ষর প্রস্থান]

এণ্টনী ॥ তোমরা কিন্তু চলে যেও না। আমি আসছি।

(ভিতরে প্রস্থান)

[দিনমণি অন্দরের দিকে চেয়ে বসে ছিল। হারু তাকে একটা খোঁচা দেয়।]

হারু ॥ ও মশাই, অন্দরের দিকে চেয়ে বসে কি ভাবছেন ?

দিনমণি ॥ (চোখ না-ফিরিয়ে) সত্তর বছরের বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দেবার মতলব করেছিল। (হারুর দিকে তাকায়) মেয়েটি কিন্তু দেখতে ভারী স্থন্দর, না ?

পর্দা

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[চিৎপুরে রায়বাবুদের নাটমন্দির। মোটা মোটা থাম অনেকগুলো। স্টেজের পিছনদিকে এক কোণে দেখা যায় লোহার গেট ; সেখানে লাঠি হাতে দারোয়ান। গেটের ওদিকে বেজায় ভীড়—সোরগোল। সবাই একসঙ্গে ঢুকতে চাইছে। কিন্তু সবার ঢোকার অনুমতি নেই। দারোয়ানের হাঁকডাক। এক-একজন করে প্রবেশ করে,—হাঁপায় ; চাদর অথবা কোঁচার খুঁট দিয়ে ঘাম মোছে।

মাঝখানে উঁচু বেদী। তার উপর বাদ্যযন্ত্র—ঢোল, বেহালা, কাঁসি। ঠেলাঠেলি। একদিকে চিকের আড়ালে মেয়েদের বসার জায়গা। সময় রাত্রি।]

দারোয়ান॥ (গেটের কাছে) হট যাও ; জনানা—

[সর্বাঙ্গ গহনায় মোড়া এক মহিলার প্রবেশ। মহিলার চিকের আড়ালে গমন।]

এক ব্যক্তি॥ (গেটের ওপাশ থেকে) জনানাটি কার ?

অপর ব্যক্তি॥ রামবাগানের।

এক ব্যক্তি॥ সাহেব দেখা কপালে নেই, জনানা দেখেই চক্ষু সার্থক করি। ও দরোয়ানজি, অমনিধারা জনানা আরো দুটি একটি বোলাও না।

নায়েব ॥ তেওয়ারী! (তেওয়ারী সামনে এসে সেলাম ঠোকে) ওই ছোটলোকগুলো ওখানে হল্লা করছে কেন?

তেওয়ারী ॥ গান শুনবে বলছে।

নায়েব ॥ ঢুকতে দিও না। (প্রস্থান)

[সেজেগুজে দুজন শ্রোতার প্রবেশ]

১ম শ্রোতা ॥ বাপরে! ভাগ্যি ছোটবাবুর সঙ্গে সেদিন পরিচয় হল, নইলে তো বাইরে দাঁড়িয়েই—

২য় শ্রোতা। কোথায় বসবি?

১ম শ্রোতা ॥ আগেই যখন ঢুকতে পেরেছি—কাছেই বোস।

[দুজনে আসরের কাছে গিয়ে বসে। একজন হাত বাড়িয়ে ঢোলে একটা চাঁটি দেয়।]

দারোয়ান ॥ (গর্জন) অ্যাই ও—

১ম শ্রোতা ॥ একটু ছুঁয়ে দেখলাম।

দারোয়ান ॥ মৎ ছুঁয়ো।

২য় শ্রোতা ॥ না, না; আর ছোঁবে না।—রস, বল দেখি সেদিন অমন করে ছুটে পালালি কেন?

১ম শ্রোতা ॥ শ্বশুরমশায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল যে।

২য় শ্রোতা ॥ বলদ। রামবাগানের গলিতে ঘোরাঘুরি করছিস, এ দেখলে শ্বশুর তোর খুশীই হত।

এক ব্যক্তি ॥ (গেটের ওপাশ থেকে) সেই সন্ধ্যে থেকে দাঁড়িয়ে আছি। একটু দয়া হবে না?

[একজন-দুজন করে লোক ঢোকে ; আসরে ভীড় জমতে থাকে।]

৩য় শ্রোতা ॥ মাইরী বলছি, তুই আমার কথা বিশ্বাস কর।

৪র্থ শ্রোতা ॥ থাম তুই। আমি জানি ; আমার নিজের কানে শোনা।

১ম শ্রোতা ॥ আচ্ছা, শ্বশুরমশাই ওখানে কী করছিল ? আমি তো না-হয়—

২য় শ্রোতা ॥ হায়রে ! কী করছিল, বোঝ না ?

১ম শ্রোতা ॥ (সলজ্জ হাসি) যাঃ !

২য় শ্রোতা ॥ বিশ্বাস না হয়, জিজ্ঞেস করে দেখিস।

১ম শ্রোতা ॥ রসিক লোক আমার শ্বশুরমশাই, কি বলিস !

[আসরে নানা জনের কথাবার্তা]

৫ম শ্রোতা ॥ (পাশের জনকে) দয়া করে জায়গাটা যদি একটু দেখেন …দুটো পান নিয়ে আসি। (উঠে দাঁড়ায়।)

৬ষ্ঠ শ্রোতা ॥ দেখতে পারি। কিন্তু রাখতে বলবেন না। পারব না।

৫ম শ্রোতা ॥ পান নিয়ে আসতাম।

৬ষ্ঠ শ্রোতা ॥ আমি পান খাই না।

৭ম শ্রোতা ॥ আরে রোদে, তুমি কখন এলে ?

রোদে ॥ এই আসছি। তুমি আমার বাড়ি যাবে বলেছিলে, গেলে না তো ?

৭ম শ্রোতা ॥ আর বোলো না।

১ম শ্রোতা ॥ শ্বশুর পিতৃতুল্য ; তাকে নিয়ে মস্করা করা কি উচিত হচ্ছে ?

৭ম শ্রোতা ॥ গিন্নী সেই সকাল থেকে তয়ের হয়ে আছে—গান শুনবে। আমি কত গান শোনালাম; কিছুতেই ঠাণ্ডা হয় না। শেষে ওর পিসীর বাড়ি পাঠিয়ে দিই, তবে ঠাণ্ডা।

বোদে ॥ সত্যিই ঠাণ্ডা হয়েছে কিনা, রাতে টের পাবে।

১ম শ্রোতা ॥ আমার ভয় হয়, দুজনেই বা কোন্‌দিন এক ঘরে গিয়ে হাজির হই!

৮ম শ্রোতা ॥ ও জমাদারজি, আরম্ভ করবে কখন?

২য় শ্রোতা ॥ ওকে ঘাঁটাবেন না। বেটা বড় পাষণ্ড।

[দ্রুত ৯ম শ্রোতার প্রবেশ]

৯ম শ্রোতা ॥ একি! আমি জায়গা রেখে গিয়েছিলাম!—ও মশাই!

৬ষ্ঠ শ্রোতা ॥ জায়গা ঠিকই আছে।

৯ম শ্রোতা ॥ ঠিকই আছে! চেপে বসে আছেন, আর—

৬ষ্ঠ শ্রোতা ॥ কি করব! হাওয়ার উপর তো আর বসা যায় না।

[১০ম শ্রোতার প্রবেশ]

১০ম শ্রোতা ॥ (৯ম শ্রোতাকে) কইবে!

৯ম শ্রোতা ॥ এইখানে ছিল; ইনি দিব্যি—

১০ম শ্রোতা ॥ ও মশাই, উঠুন।

৬ষ্ঠ শ্রোতা ॥ উঠুন না, এটা নাটমন্দির।

৯ম শ্রোতা ॥ বড় ঠ্যাটা তো।—আমি জায়গা রেখে গিয়েছিলাম এখানে, আর আপনি—

১০ম শ্রোতা ॥ উঠুন উঠুন।

৬ষ্ঠ শ্রোতা ॥ উঠব না।

৯ম শ্রোতা ॥ উঠবেন না মানে! আমার জায়গা—

[দু-একজন এগিয়ে আসে। গোলমাল বাধে। জমাদার এগিয়ে আসে। ঠেলাঠেলি, গুঁতোগুঁতি। সেই মুহূর্তে বেশ কিছু লোক বাইরে থেকে একসঙ্গে ঢুকে পড়ে। বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। নায়েবের প্রবেশ।]

নায়েব ॥ তেওয়ারী! (তেওয়ারী সামনে আসে—"জী হুজুর!") এত গোলমাল কিসের?

তেওয়ারী ॥ বসতে চাইতে; লেকিন—

নায়েব ॥ বসিয়ে দাও। (প্রস্থান)

[গোলমাল কমে আসে। সবাই বসে; কিন্তু বড় ঠাসাঠাসি। ৯ম ও ১০ম শ্রোতা বসে ৬ষ্ঠ শ্রোতার পাশে।]

বোদে ॥ সাহেব দেখেছিস?

৭ম শ্রোতা ॥ না।

বোদে ॥ আমি দেখেছি। এই পাট্টা চেহারা, লাল টকটক করছে রং, এতখানি লম্বা। কিন্তু পান খায়।

৭ম শ্রোতা ॥ অ্যাঁঃ!

বোদে ॥ হ্যাঁ। কিন্তু আমি ভাবছি, কোট-পাৎলুন প'রে ভোলার সঙ্গে কবি গাইতে নামবে,—বেশ দেখাবে, না?

৮ম শ্রোতা ॥ ও জমাদারজি, কখন আরম্ভ করবে?

৯ম শ্রোতা ॥ (১০ম শ্রোতাকে) সেই থেকে উটের মতো চেপে বসে আছে,—একটু নড়ে না রে!

৬ষ্ঠ শ্রোতা ॥ উট না, গাধা।

৭ম শ্রোতা ॥ ভোলার সঙ্গে কবি করবে,—বুকের পাটা আছে বল।

বোদে ॥ আছেই তো। সাহেব না?

৫ম শ্রোতা॥ (২য় শ্রোতাকে) হীরা বুলবুল তো ছেলেকে হিন্দু-কালেজে ভর্তি করে দিয়েই খালাস; কিন্তু ওই নিয়ে যে হুলুস্থুল কাণ্ডটা ঘটে গেল—সেইটাই হচ্ছে মজার।

২য় শ্রোতা॥ কেন! ওয়েলিংটনের দত্তবাবু, তার সঙ্গে মল্লিকরা—নতুন কালেজ তৈরী করে হীরার ছেলেকে সেখানে ভর্তি করে নিয়েছে; এতেও মেটেনি?

৬ষ্ঠ শ্রোতা। মিটবে কি! হিন্দুসমাজের মাথায় ফাটল ধরেছে।

৯ম শ্রোতা॥ পাঁঠা।

৬ষ্ঠ শ্রোতা॥ উল্লুক।

৫ম শ্রোতা॥ এখন কথা উঠেছে—যাকে নিয়ে এত কাণ্ড, হীরার সেই ছেলেটা কার? দত্তবাবুর, মল্লিকদের, না, কোন সাদা চামড়ার?

১০ম শ্রোতা॥ আপনার নয় তো?

৫ম শ্রোতা॥ সে কপাল কি আর করেছি মশাই!

৬ষ্ঠ শ্রোতা॥ কারুর হবে নিশ্চয়। আকাশ থেকে তো আর আসেনি।

৫ম শ্রোতা॥ এখন হিন্দু-কালেজের পণ্ডিতেরা কথা তুলেছে,—নিশ্চই হীরার সঙ্গে তোমাদের কোন সম্পর্ক আছে অথবা ছিল; নইলে তার ছেলেকে লেখাপড়া শেখাবার জন্যে অত টাকা খরচ করে কালেজ তৈরী করলে কেন?

২য় শ্রোতা॥ ওরা কি বলে?

৫ম শ্রোতা॥ বলবে আবার কি! সবাই তো জানে, হীরার সঙ্গে ওদের সম্পর্ক কী।

৯ম শ্রোতা॥ বেশ আছে মাইরী। এক ঘাটের জল পাঁচজনে মিলে—

৬ষ্ঠ শ্রোতা॥ বাঁদর।

৮ম শ্রোতা॥ ও জমাদারজি, আরম্ভ হবে না?

৭ম শ্রোতা॥ কিন্তু সাহেব বাংলায় গাইবে তো?

বোদে॥ নিশ্চয়। আরে, এ হল আজব শহর কলকাতা। এখানে না-হয় কি! সন্ধ্যেবেলা—

৭ম শ্রোতা॥ আর বোলো না। সেদিন আসছিলাম বউ-বাজারের রাস্তা দিয়ে। তখন সবে সাঁজ ঘনিয়েছে। ঘুঙুর, সারেঙ্গী আর বেলফুলের গন্ধে মনে হচ্ছিল, আমি যেন চাঁদের দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

বোদে॥ বটে! তা শুধু উঁকি-ঝুঁকি না-মেরে একদিন গিয়ে ঢুকলেই হয় চাঁদপরীদের আস্তানায়।

৭ম শ্রোতা॥ ইচ্ছে আছে। কিন্তু বাপ না-মরলে উপায় নেই। ত্যাজ্যপুত্তুর করবে।

৬ষ্ঠ শ্রোতা॥ বাপ মরবে কবে?

৭ম শ্রোতা॥ বলা মুশকিল। বুড়ো এখনো রাতে বাড়ি ফেরে না।

৮ম শ্রোতা॥ ও জমাদারজি! অনেক রাত্তির হয়েছে; এইবার শুরু কর না।

৬ষ্ঠ শ্রোতা॥ দূর মশাই! ও কি শুরু করার মালিক নাকি?

৮ম শ্রোতা॥ আর ধৈর্য থাকছে না।

৬ষ্ঠ শ্রোতা॥ মেজাজ করেছেন জমিদারের। গান শুনতে পরের বাড়ি আসা কেন?

৯ম শ্রোতা॥ উচ্চিংড়ে।

৬ষ্ঠ শ্রোতা॥ শয়তান।

৭ম শ্রোতা ॥ সাহেবের বাঁধনদারটি কে?

বোদে ॥ শুনেছি গোরক্ষনাথ।

৬ষ্ঠ শ্রোতা ॥ কে, সেই যোগী ব্যাটা?

৯ম শ্রোতা ॥ তুই ব্যাটা।

৬ষ্ঠ শ্রোতা ॥ এইবার এক কিলে মাথাটা পেটের মধ্যে সেঁদিয়ে দেব।

১০ম শ্রোতা ॥ দাও না দেখি।

[৬ষ্ঠ শ্রোতা রেগে উঠে দাঁড়াতেই ৯ম শ্রোতা তার জায়গা দখল করে বসে। আর একবার ঠেলাঠেলি, ধস্তাধস্তি।]

জমাদার ॥ কেয়া হুয়া?

৮ম শ্রোতা ॥ জমাদার সাহেব, আরম্ভ হবে কখন?

[ঠেলাঠেলি শান্ত হয়। জমাদারের যথাস্থানে গমন। নায়েবের প্রবেশ।]

নায়েব ॥ ভদ্রমহোদয়গণ! নিবেদন এই,—কবিগণ এখানে সমুপস্থিত। অচিরেই অনুষ্ঠান আরম্ভ করার বাসনা। (হাত তুলে) স্বস্তি—স্বস্তি। আর একটি ঘোষণা। রসিকপ্রবর শ্রদ্ধেয় বাবুমহাশয় অসুস্থ বিধায় সভাস্থলে উপস্থিত থাকতে অপারগ। আপনাদের প্রণাম। স্বস্তি—স্বস্তি।

৮ম শ্রোতা ॥ কী অসুখ?

২য় শ্রোতা ॥ চেপে যান না।

[ভিতর-বাড়ি থেকে কানাই-এর দ্রুত প্রবেশ। চোখ বুলিয়ে সভাস্থলটা দেখে নেয়—কাকে যেন খুঁজছে সে।]

বোদে ॥ এই তো ।—ও ফিরিঙ্গীর পো, সাহেবকে নিয়ে এস না, চক্ষু ভরে দেখি।

[কানাই জবাব দেয় না ; যেমন এসেছিল, তেমনি দ্রুত প্রস্থান।]

৫ম শ্রোতা ॥ ভালমন্দ বোধ তো সকলের সমান নয়।

৬ষ্ঠ শ্রোতা ॥ বটেই তো। নইলে দেওয়ান রায় হরনাথ মল্লিকের বাড়িতে ইস্কুল করেছে বলে তুই অমনি ছড়া কাটবি ?—কি যেন ছড়াটা ?

২য় শ্রোতা ॥ খানাকুলের বামুন একটা করেছে স্কুল।
জাতের দফা রফা, থাকবে না আর কুল ॥

৬ষ্ঠ শ্রোতা ॥ হ্যাঁ, কুল ধুয়ে যেন জল খায়।

৯ম শ্রোতা ॥ না, গরু খায়। শুয়োর।

৫ম শ্রোতা ॥ অবশ্য খারাপ দিকটাও আছে। যেমন ন্যাকাপড়া শিখে দুদিন পরে আমরা বলব ঃ মেয়েদেরও ন্যাকাপড়া শেখাতে হবে।

২য় শ্রোতা ॥ বলব কি ! বলছে তো।

৫ম শ্রোতা ॥ তারপর ধরুন, সমাজের বিধবাগুলোকে ধরে ধরে বিয়ে দেবে ।

২ম শ্রোতা ॥ সে-কথাও উঠেছে চাঁদ। কে এক টুলো পণ্ডিত শাস্তর ঘেঁটে প্রমাণ করে দিয়েছে—বিধবার বিয়েতে দোষ নেই।

৬ষ্ঠ শ্রোতা ॥ এটা বাড়াবাড়ি। এরপর কোন্‌দিন বলবে, বিয়ে-থা'র আর দরকার নেই। যার যাকে মনে ধরে—

৯ম শ্রোতা ॥ (১০ম শ্রোতাকে) গ্যাখ্ গ্যাখ্ কেষ্ট, (৬ষ্ঠ শ্রোতাকে দেখিয়ে) কষ বেয়ে কেমন নালা গড়াচ্ছে গ্যাখ্।

৬ষ্ঠ শ্রোতা ॥ চোপরও বেয়াদপ।

[সমস্বরে সবাই চেঁচিয়ে ওঠে—এসেছে এসেছে। শ্যাটা! আঃ, গোলমাল করেন কেন? সাহেব কই রে? থাম্ না, আসবে'খন। আজ যা হবে না মাইরী! মাগীটাকে নিয়ে এলে হত।—ইত্যাদি। দলবল সমেত ভোলা ময়রার প্রবেশ। সঙ্গীরা আসরে বসে। ভোলা সবাইকে জোড়হাতে নমস্কার করে বসে। সবাই একসঙ্গে কথা বলে। কানাই ও নটবরের প্রবেশ; সভাস্থলে কাকে যেন ওরা খুঁজে বেড়ায়।]

২য় শ্রোতা ॥ (ভোলার উদ্দেশে) আজ কিন্তু তত্ত্বকথা শোনালে চলবে না; বাংলা জিনিস দিতে হবে দাদা।

কানাই ॥ (নটবরকে) আসেনি।

নটবর ॥ আমি তো জানি এমনিধারা কিছু একটা ঘটবে।

কানাই ॥ এখন কি করা?

নটবর ॥ চল দেখি—(দুজনের প্রস্থান)

৬ষ্ঠ শ্রোতা ॥ আহা, সেই সেবার শুনেছিলাম হোসেন শেখের সঙ্গে ভোলার গান; অমনটি আর শুনলাম না।

৯ম শ্রোতা ॥ বয়স কত হল?

৬ষ্ঠ শ্রোতা ॥ তোর বাপের বয়সী রে শালা।

১০ম শ্রোতা ॥ ও জমাদারজি, ভুঁড়ি বাগিয়ে বসে আছ,—এ ব্যাটাকে উঠিয়ে দিতে পার না!

৬ষ্ঠ শ্রোতা ॥ ব্যাটা তোর বাবা।

৯ম শ্রোতা ॥ চোপ রও হারামজাদা।

[আবার গোল বাধে।—আঃ, গোল করেন কেন ? এই যে, আমি এখানে। ঘাড ধরে বের করে দাও। মাইরি আর কি !—ইত্যাদি। ভোলা উঠে দাঁড়ায়।]

ভোলা ॥ মহাশয়গণ ! নিজগুণে আর একটু ধৈর্য ধরুন। এখুনি গান আরম্ভ হবে।

বোদে ॥ ফিরিঙ্গী সাহেব কোথায় ?

ভোলা ॥ যীশু ভজছে। আসবে'খন।

৭ম শ্রোতা ॥ আজ না-জানি কী চিত্তিরই হয়। দাদা, সাহেবের কাছা খুলে দিতে পাববেন তো ?

বোদে ॥ কাছা কোথায় ? পাৎলুম বল।

[ভোলা তার দোহারদের সঙ্গে আলোচনা করে। বেহালায় সুর বাঁধা হয়। ঢোলে দু-একটা তেহাই। করতালে ঝিনিক-ঝিনিক বোল।]

৮ম শ্রোতা ॥ আমার নাচতে ইচ্ছে করছে।

ভোলা ॥ (মুখ তোলো) নাচবেন'খন। ঘরে গিয়ে। মেয়েমানুষ খুশী হবে। (অনেকের হাসি।)

২য় শ্রোতা ॥ (৮ম শ্রোতাকে) কেমন,হল তো ! আর যাবেন মুখ খুলতে ?

৭ম শ্রোতা ॥ ইস্তিরিটাকে নিয়ে এলে ভালই হত ; কি বল !

[নায়েবের প্রবেশ]

৮ম শ্রোতা ॥ ও নায়েবমশাই, ফিরিঙ্গী সাহেবকে পাঠিয়ে দিন না। আর কতক্ষণ ধৈর্য ধরব !

বোদে। সাহেবের বলিহারি! তুদিন মাগের মুখে তুটো দোঁহা আর মহাভারতের ক'টা গপ্পো শুনে কবি করার সখ হয়েছে। বলি, আয় এবার! আসরে তোর বাপ বসে আছে—ভোলা ময়রা; পিটিয়ে লাস করে দেবে।

১ম শ্রোতা॥ এসেছে তো? না, মাগের আঁচলের নীচে গা-ঢাকা দিয়ে বসে আছে?

বোদে॥ বেড়াল চালান কর গো, নইলে ইঁতুর বেরোবে না।

১ম শ্রোতা॥ ও নায়েবমশাই, ফিরিঙ্গীর পো এসেছে তো?

নায়েব॥ এসেছে। আসবে। তবে শুনলাম, সাহেবের দলে কি একটা গোল বেধেছে।

বোদে॥ হরি হরি! নাও গো, সাহেবের দলে নাকি গোল বেধেছে। (সোরগোল)

১ম শ্রোতা॥ সত্যি, না, পালাবার ছুতো?

৬ষ্ঠ শ্রোতা॥ বিচিত্র কি! ভোলার সঙ্গে গান--

৯ম শ্রোতা॥ (৬ষ্ঠ শ্রোতাকে) তুমি চুপ কর।

৬ষ্ঠ শ্রোতা॥ (৯ম শ্রোতাকে) চুপ!

[কানাই ও নটবরের প্রবেশ]

৮ম শ্রোতা॥ ও দাদা, শুনলে তো। তুমি একাই শুরু কর। সাহেব আর আসবে না।

১ম শ্রোতা॥ তুয়ো! ভোলা ময়রার নাম শুনেই—

কানাই॥ শুনুন মহাশয়গণ; আপনারা ব্যস্ত হবেন না। আমি বলছি··· আমি বলছিলাম···সাহেব, মানে এণ্টুনী সাহেব—

[নটবর এগিয়ে আসে।]

নটবর ॥ থাম কানাই।—আপনারা শুনুন…এণ্টুনী সাহেব এখানে হাজির আছেন; পাশের ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছেন। আমি তাঁর দলের লোক; আমি বলছি—আমাদের দলে কোন গোলমাল নেই।

বোদে ॥ নায়েবমশাই বললেন যে ?

নটবর ॥ উনি পুরো সংবাদ জানেন না। একজনের আসতে একটু বিলম্ব হচ্ছিল। কিন্তু সে এসে পড়েছে; আপনারা বিশ্বাস করুন, সে এসে পড়েছে।

১ম শ্রোতা এসেছে তো, আসরে এসেই বসুক না।

নটবর ॥ (ভীড়ের মধ্যে একজনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে) সে এই আসরেই বসে আছে।

৬ষ্ঠ শ্রোতা ॥ ঠিক আছে, অত বিতাং-এ প্রয়োজন নাই। তুমি সাহেবকে পাঠিয়ে দাও। গান শুরু হোক।

[নটবর নিতাইকে ইঙ্গিত করে। নিতাই-এর প্রস্থান।]

কানাই ॥ (নটবরকে) যোগী ব্যটা আগে থেকে এখানে এসে বসে আছে কেন ?

নটবর ॥ কানাই! বাপের ব্যাটা; মায়ের দুধ খেয়ে মানুষ হয়েছিস। পারবি ?

কানাই ॥ (নটবরের চেহারা দেখে শঙ্কিত হয়) নটবরদা—

নটবর ॥ বল। আমরা মুখ্যু মানুষ—গতর আছে, মগজ নেই। কিন্তু এখানের লড়াই তো গতরের নয়।—বল কানাই, তুই পারবি না ?

কানাই ॥ (চোখমুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠে) আমি বুঝতে পেরেছি নটবরদা, গোরক্ষনাথ সাহেবের পাশে না-থেকে কেন আসরে

এসে বসে আছে।—আমি পারব নটবরদা। (পায়ের ধুলো নেয়) তোমারা আমার পাশে থেকো।

নটবর ॥ চল—

[দুজনে বেরোতে যাবে,—নিতাই, নন্দ, জগা সমভিব্যাহারে এণ্টনীর প্রবেশ। এণ্টনীর পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। সাহেবকে দেখে প্রচণ্ড সোরগোল ওঠে।]

২য় শ্রোতা ॥ ওরে সাহেব সং সেজেছে।—কাছাটা ভাল করে এঁটে নাও সাহেব ; খুলে যেতে পারে।

এণ্টনী ॥ (হেসে) আঁটাই আছে। খুলবে না।

বোদে ॥ সাহেবের সঙ্গে মস্করা করিস;—তোর ভয়-ডর নেই !

[এণ্টনী লোকজন নিয়ে আসরে বসে। গেটের বাইরে চেঁচামেচি, চীৎকার—ও নায়েবমশাই, একটু দয়া হবে না ? —মোসায়েবী করি না বলে কি গান শোনাও বারণ ? —ভোলাদা, গলাটা একটু বাড়িয়ে দিও; তোমার ছোটভাইয়েরা রাস্তায় পাত পেড়ে বসে আছে।—ইত্যাদি।]

এণ্টনী ॥ (ভোলাকে) ওরা বাইরে কেন !

ভোলা ॥ নিমন্ত্রণ পায়নি।

এণ্টনী ॥ নিমন্ত্রণের কি আছে ! গান হবে, শুনতে চাইছে—আসতে দিলেই হয়।

ভোলা ॥ নাটমন্দিরের জাত যাবে না !

[এণ্টনী ভোলার দিকে তাকিয়ে থাকে।]

এণ্টনী ॥ আজ কি গাইবেন ?

ভোলা ॥ দেখি।

নায়েব। শুনুন—বাবুমহাশয় অনুমতি দিয়েছেন ; এবারে আপনারা আরম্ভ করতে পারেন।

[গুঞ্জন। ভোলা উঠে দাঁড়ায়। বেহালায় সুর। ঢোলে একটা জবর তেহাই। করতালে ঝিনিক-ঝিনিক। ভোলা গলায় সুর দেয়। গেটের বাইরে প্রচণ্ড সোরগোল—ওরা জোর করে ভিতরে ঢুকতে চাইছে। দারোয়ান বাধা দেয়, কিন্তু ঠেকাতে পারে না—দু-একজন ঢুকে পড়ে ; আসরে এসে বসে।]

নায়েব॥ জমাদার!

জমাদার! জী—

নায়েব॥ কেউ ভেতরে ঢুকবে না। আর (যারা এইমাত্র ঢুকেছিল তাদের একজনকে দেখিয়ে) ওটাকে ঘাড় ধরে বের করে দাও।

[জমাদার গিয়ে লোকটির চুলের মুঠি ধরে টেনে তোলে —টানতে টানতে গেটের বাইরে রেখে আসে।]

ভোলা॥ এটা একটু বাড়াবাড়ি হল না?

নায়েব॥ (হেসে) ছোটলোক।

ভোলা॥ ছোটলোক না কে?

নায়েব॥ (গম্ভীর) আপনি গান শুরু করুন। এদিকটা আমরাই দেখি।

ভোলা॥ (নিজের মনে হাসে) আপনারা তাহলে অনুমতি করুন—

[সমস্বরে সম্মতি। ভোলা গান ধরে।]

নিরখি মধুপুরে একি আজি অপরূপ,
মধু রাজ্যেশ্বর হয়ে বসেছেন ব্রজের নটভূপ।

কবিপ্রবর নীলু-ঠাকুর আমার গুরুজন। তাঁর দুটি কলি দিয়ে আমার গান শুরু করলাম ; এজন্যে আপনারা হয়তো রাগ করতে পারেন। কিন্তু এই গান গেয়ে আমি বড় আনন্দ পাচ্ছি।—

মধু রাজ্যেশ্বর হয়ে বসেছেন ব্রজের নটভূপ।
খেদে বিষাদে অঙ্গ দয়,
কোটালের রাজত্ব দেখে চিত্ত ব্যাকুলিত হয়॥

[শ্রোতাদের উল্লাসধ্বনি।]

ব্রজের মনচোরা যে হরি, রাজা সে আমারি,
বিধির বিচারে তার খুরে নমস্কার।—

[উল্লাস ফেটে পড়ে। নায়েব উঠে দাঁড়ায়।]

নায়েব॥ জমাদার !

ভোলা॥ আপনারা শান্ত হয়ে বসুন।—জ্যেষ্ঠকবি নীলু-ঠাকুর এই গানটি গাইতেন মথুরা-বৃন্দাবনের কথা ভেবে। গাইবার সময় ঠাকুরের চোখ দিয়ে জল গড়াত—আমি দেখেছি। কিন্তু মহাশয়গণ, আমার চোখ-দুটো জ্বালা করছে কেন ?

—ছি ছি একি দশা এখন দেখতে হল মথুরায়।
যে নাগর গোপীর বসনচোর
চোরে মহারাজ হল একি চমৎকার।
আহা একি চমৎকার···
ছিল কোটালি ব্রজে যার,
ঘেটেলি ঘুচিয়ে দেখি রাজ্যলাভ হল তার।

[নায়েবের দিকে হাত তুলে]

যদি হলে হে ভূপতি, তুমি যদুপতি,
গোষ্ঠেতে ধেনু চরাবে কে আর—

[গানের তাল দ্রুততর হয়, তেহাই পড়ে ; নায়েব উঠে অন্দরে যায়।]

১ম শ্রোতা ॥ পালিয়ে গেল। (তাল ফেরতাই হয়।)

ভোলা ॥ গুরুর কৃপায় যা শিখেছি, এইবার তার একটু নমুনা দেব। যদি আপনাদের ভাল লাগে, তবে বুঝব আপনারা রসিকজন। যদি ভাল না-লাগে তাহলে আপনারাই বলবেন, আপনারা কী।
—কার জন্যে এ অরণ্যে ও সুধন্যে !
গাঁথ মোহনমালা !
আর কি আছে সে গোকুল !
শুকায়ে গেছে বসন্তমুকুল।
বিরহে বিষাদে ব্রজে হুলুস্থুল,
আসবে না আর কালা ॥
কার তরে গাঁথ মালা···

২য় শ্রোতা ॥ জমছে না। বাংলা মাল ছাড় দাদা—

ভোলা ॥ বুঝেছি। মড়ার গন্ধ না-পেলে শকুনের মন ভিজবে না। (ভোলা বসে।)

১ম শ্রোতা ॥ এইবার তো সাহেবের পালা। ওঠ গো সাহেব।

[নটবর, কানাই এদিকে সরে আসে।]

নটবর ॥ সাহেব, একটা কথা ছিল।

[এণ্টনী উঠে এদের কাছে আসে। আলোচনা। ভীড়ের মধ্যে কাকে দেখে।]

এণ্টনী ॥ ঠিক আছে। তোমরা এস।

[ওরা আসরে ফিরে যায়। এণ্টনী হাত জোড় করে দাঁড়ায়।]

প্রণাম মহাশয়গণ। ভোলাবাবু আমার জ্যেষ্ঠ; বয়সেও বটে, কবিগানের অভিজ্ঞতায়ও বটে। তাই তাঁর প্রতি আমার প্রণতি জানিয়ে আমার গান শুরু করছি।

ভোলা ॥ শুরুতেই গাওনা শুরু করলে বাবা!

বোদে ॥ হয়ে এসেছে।—ভণিতা করে আর কি হবে সাহেব! নাও, সুর ছাড়।

এণ্টনী ॥ আমার বাঁধনদার মাননীয় গোরক্ষনাথবাবু এই সভায় উপস্থিত আছেন; আমি তাঁকে আহ্বান করছি, আসরে এসে তিনি আমার সাহায্য করুন।

১ম শ্রোতা ॥ গোরক্ষবাবু কে অ.২ গো, যাও, সাহেবকে উদ্ধার কর।

বোদে ॥ ও বেটা আসর ছেড়ে সভায় এসে বসেছে কেন?

৮ম শ্রোতা ॥ গোরক্ষ যোগী তো সাহেবের বাঁধনদার।

৬ষ্ঠ শ্রোতা ॥ বাঁধনদার তো, এখানে কেন? আসরে যাক না।

৭ম শ্রোতা ॥ এ যে মৌচাকে ঢিল।—কে বাবা গোরক্ষনাথ, বদনখানা দেখাও দেখি।

[সোরগোল ওঠে—কে? কোথায়? সাহেবের ভডকি নয় তো!—ইত্যাদি।]

গোরক্ষ ॥ (উঠে দাঁড়ায়) মহাশয়গণ! আমার নাম শ্রীগোরক্ষনাথ যোগী। এণ্টনী সাহেব আমাকে আহ্বান জানিয়েছেন আসরে গিয়ে বসতে, কারণ আমি তাঁর বাঁধনদার। কিন্তু মহাশয়গণ,

আপনাদের অবগতির জন্য আমি ঘোষণা করছি : বাঁধনদার আমি ছিলাম ; কিন্তু আমি ও-কাজ ছেড়ে দিয়েছি। আমি আর ওঁর বাঁধনদার নই।

[কানাই, নটবর, নিতাই উঠে দাঁড়ায়। এণ্টনী বাধা দেয়।]

এণ্টনী ॥ বোসো তোমরা। (গোরক্ষকে) এর কারণ কী, তা তো বুঝলাম না।

গোরক্ষ ॥ কারণ কিছু নেই। আমার খুশী।

নটবর ॥ (চেঁচিয়ে) সাহেব, দত্তবাবু প্যাঁচ খেলেছে। আমি জানি, কালীর সঙ্গে সড় করে—

[এণ্টনী হাত তুলে তাকে থামায়।]

এণ্টনী ॥ আপনার খুশী,—আমার তাতে কিছু বলার নেই! কিন্তু আপনি যে আমার বাঁধনদারের কাজ করতে আর ইচ্ছুক নন, এটা আগে জানালেন না কেন? আসরে এসে বে-ইজ্জৎ করা—এটা কি আপনার উচিত হল?

নটবর ॥ টাকা খেয়েছে, সাহেব। তোমাকে বে-ইজ্জৎ করার জন্যেই—

গোরক্ষ ॥ বেশ করেছে। তোর বাবার টাকা?

[নটবর ক্রোধকম্পিত দেহে ভীড় ঠেলে গোরক্ষর দিকে এগোতে যায় ; বাধা দেয় সবাই। হৈ-চৈ, বিশৃঙ্খলা।]

১ম শ্রোতা ॥ আর কি! সাহেব, এবার ঘরে যাও।

৬ষ্ঠ শ্রোতা ॥ আসরটাই মাটি হল।

২য় শ্রোতা ॥ অত সোজা নয়। ভোলাদার সঙ্গে গাইতে আসা—বললেই হল!

৮ম শ্রোতা ॥ অ ভোলাদা, দাবড়ে দাও না, ফিরিঙ্গী চাচা ঘরে গিয়ে প্রাণ বাঁচাক।

[সভায় বিশৃঙ্খলা। এণ্টনী কী করবে, ভেবে পায় না। দাঁড়িয়ে থাকে, চেয়ে দেখে।]

নটবর ॥ (প্রায় কেঁদে ফেলে) কানাই! পারবি না, মান বাঁচাতে? নিতাই, মাথা হেঁট করে ফিরে যাব।

[কানাই নটবরকে ধরে বসায়; সাহেবকে কানে কানে কি বলে।]

এণ্টনী ॥ (হাত তোলে, সবাই চুপ করে) আমি বড় বিপাকে পড়েছি; আপনারা বুঝতেই পারছেন। আমার বাঁধনদার—খানিক আগেও ছিল, কিন্তু এখন নেই। কেন নেই, আমিও জানি না।—তবে গোরক্ষবাবু, আমার সঙ্গে দত্তবাবুর বিবাদে আপনার জড়িয়ে পড়া উচিত হয়নি। টাকা তো আমিও দিতে পারতাম; চাইলেন না কেন?…শুনুন, বাঁধনদার আমার নেই বটে, কিন্তু আমি একা নই; আমার বন্ধুরা আমার পাশেই আছেন। যদি অনুমতি করেন, ওদের সহায়তায় দু-এক কলি গেয়ে শোনাই।

[শোনাও, শোনাও। আর ভণিতায় কাজ নেই।—ইত্যাদি মন্তব্য। এণ্টনী ইঙ্গিত করে, কানাই ওরা নড়েচড়ে ঠিক হয়ে বসে। বেহালায় স্বর, ঢোলে তেহাই; মাথা দুলিয়ে নিতাইয়ের করতাল বাদন। এণ্টনী সুর দেয়।]

ভোলাবাবু আপনাদের শুনিয়ে গেছেন—ব্রজধামে কালা আর

আসবে না। কিন্তু কালার প্রেমে প্রেমিক যে, তার কাছে তো
সবই কালো। কারণ—

আমি অনন্ত, আমার অন্ত কে বা পায়; কভু কুবুজায়
সুন্দরী, করি হে সুন্দরী, কখন ধরি রাধার রাঙা পায়।
সকলে জানে সই রসময়ী আমি ইচ্ছাময়—
আমি ইচ্ছাময়…
জগতে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি স্থিতি লয়, সই রে আমা হতে হয়।
কভু ইচ্ছা করে করি রাজত্ব, করি কখন ঘাটেলি,
কখনো রাধার দাসত্ব।
কভু গোপের উচ্ছিষ্ট করি হে ভোজন—
উচ্ছিষ্ট করি হে ভোজন…
করি হে ভোজন…

[কানাই কানে কানে কি বলে।]

কভু বাঁশীর গানে ভুলাই গোপীকায়॥

[সভায় হুলুস্থুল।—দিয়েছে রে! অ ভোলাদা! গোরক্ষ-ব্যাটার ল্যাজটা এবার কেটে নে। এতক্ষণে জমেছে। ধ্যাৎ, আসল খেলা তো এবার জমবে।—ইত্যাদি।]

ভোলা॥ (এন্টনীকে) হেস্নুম, তোমার মেজাজ ভাল। কিন্তু এসব তুমি শিখলে কোথায়!

৮ম শ্রোতা॥ সাহেবের বিবি যে পরম বোষ্টম গো।

ভোলা॥ (৮ম শ্রোতাকে) আপনার চেয়েও বড় বোষ্টম? (ঢোলের তেহাই।) শুদ্ধ কথায় মন ভোলে না; যেমন কাকের মুখে বিষ্ঠা ছাড়া পরমান্নের স্বাদ রোচে না।

৫ম শ্রোতা ॥ উঠছো কেন ?

২য় শ্রোতা ॥ হাল্কা হয়ে আসি।

৫ম শ্রোতা ॥ জায়গা রাখতে পারব না কিন্তু। (৫ম শ্রোতা বসে পড়ে।)

এণ্টনী ॥ আপনাদের আশীর্বাদ আমার মাথায় রইল। দুটি কলি গাইতে পেরে আমি ধন্য হলাম। এখন মাননীয় ভোলাবাবুকে একটি ছোট প্রশ্ন করতে সাহস পাই, যদি আপনারা অনুমতি করেন—

[সমস্বরে সম্মতি। এণ্টনী কানাই-এর সঙ্গে কি আলোচনা করে নেয়।]

যে শক্তি হতে উৎপত্তি, সেই শক্তি তোমার পত্নী
কি কারণ।
কহ দেখি ভোলানাথ এর বিশেষ বিবরণ ॥
জান না কি শিব! আমি তোমার শিবানী।
তোমায় গর্ভে ধরে আমি, এখন হলেম তোমার রাণী ॥
সমুদ্র মন্থনকালে বিষপান করেছিলে
তখন ডেকেছিল দুর্গা বলে, রক্ষা কর আপনি।

[কানাইয়ের সঙ্গে একটু আলোচনা]

ঢলেছিলে বিষপানে, বাঁচালেম স্তনদানে,
সেইদিন কি ভুলে আমায় বলেছিলে জননী ॥

[তেহাই। এণ্টনী ভোলার দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বসে। ভোলা ওঠে।]

এণ্টনী ॥ (ভোলাকে) শুনেছি, গালমন্দে তোমার জুড়ি নেই। কিন্তু গন্ধ ছড়িও না বাপু।

ভোলা ॥ (গান)—

(ওরে) আমি সে ভোলানাথ নই,
আমি সে ভোলানাথ নই।
আমি ময়রা ভোলা হরুর চেলা,
বাগবাজারে রই।
চিন্তামণির চরণ চিন্তি
ভাজনা খোলায় ভাজি খই।
নে যা আমার খই, নে যা ঘাটালের দই
পেরিঙের মুখে গিয়ে গাছে লাগা মই।
কাছে বাগবাজারের খাল,
আজ তোর বিষম জঞ্জাল
দড়ি কলসী নিয়ে বেটা, হো গে জলসই॥
আমি সে ভোলানাথ নই…

[সভায় হুলুস্থুল]

আমি ময়রা ভোলা ভিঁয়াই খোলা
বাগবাজারে রই।
নহি কবি কালিদাস,
তবে খোসামোদের মাথা খাই।

[সভায় হুলুস্থুল]

এইবার আমি তোমায় দুটো কথা জিজ্ঞেস করি হেস্তুম?
সাহেব, মিথ্যে তুই কৃষ্ণপদে মাথা মুড়ালি,

(ও তোর) পাদরীবাবা শুনতে পেলে গালে দেবে
চুনকালি।

বলো হে এণ্টনী আমি একটি কথা শুনতে চাই
এসে এদেশে এ বেশে তোমার গায়ে কেন কুর্তি নাই ?

এণ্টনী ॥ (জবাব দেয়)—

এই বাংলায় বাঙালীর বেশে বেশ আনন্দে আছি,
হয়ে ঠাকুরে সিং-এর বাপের জামাই কুর্তি-টুপি ছেড়েছি।

[সভায় হুল্লোড]

ভোলা ॥ শালা আমার গুরুর গায়ে হাত দিয়েছে রে।
—ওহে সাহেবের পো এণ্টনী
তোর ক'টা বাপ বল শুনি।

আমি বলি—

বিলাতে তোর আসল বাবা,
এখানে তোর পাদরীবাবা,
তোর মতো হাবাগোবা আমি তো আর দেখিনি।
পথে ঘাটে দেখিস যারে, অমনি বাপ বলিস তারে,
যেতে হবে শীঘ্র গোরে, তার কিছু তুই করিলিনি।
না ভজিলে যীশুনাম, তোর গোরে ডাকবে ব্যাঙ
ভেঙে দেবে তোর ঠ্যাঙ যত মামদো ভূত আর পেত্নী।

এণ্টনা ॥ (জবাব দেয়)—

খ্রীষ্টে আর কৃষ্টে কিছু প্রভেদ নাই রে ভাই,
শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে
এও কোথা শুনি নাই।

আমার খোদা যে, হিন্দুর হরি সে,
ওই দেখ শ্যাম দাঁড়িয়ে রয়েছে—
আমার মানব জনম সফল হবে
যদি রাঙা চরণ পাই ॥

ভোলা ॥ সেকি রে! তোর দম যে ফুরোয় না! কিন্তু আমি তো কখনো হার মানিনি হেস্নুম।

৮ম শ্রোতা ॥ চাপান দাও দাদা; পালিয়ে না-যায়।

ভোলা ॥ পেদরু ফিরিঙ্গা বেটা, পেরু কাটা,
বেটা ছিল ভাল, সাহেব ছিলো,
হলো বাঙ্গালী।
এখন কবির দলে এসে মিলে
বেটা পেটের কাঙ্গালী ॥
জন্ম যেমন যার কর্ম তেমন তার,
এ বেটা ভেড়ের ভেড়ে, নিমক ছেড়ে
কবির ব্যবসা ধরেছে—

[এন্টনী ওঠে। হাসিমুখে ভোলার সামনে এগিয়ে যায়। গলার মালা খুলে ভোলার গলায় পরিয়ে দেয়।]

আহা হা, কর কি! কর কি! আমার যে আরো অনেক কিছু বলার ছিল।

এন্টনী ॥ বোলো, আর একদিন। আজ 'আমি তোমার কাছে হার মানলাম। (নীচু হয়ে ভোলাকে প্রণাম করে।)

[শ্রোতাদের চিৎকার—হেরে গেছে, হেরে গেছে। কতক্ষণ আর যুঝবে বল! বাবা, এর নাম ভোলা ময়রা। —ইত্যাদি। এতক্ষণ যারা গেটের বাইরে ছিল, গেট ভেঙে তারা হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে। দারোয়ান হতাশ হয়ে একপাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।]

এণ্টনী॥ নাও ভোলানাথ,—রাস্তার মানুষগুলো সব ঘরে এসে উঠলো—ঘরে বাইরে একাকার। এইবার প্রাণ-মাতানো আর এক কলি গাও।

ভোলা॥ (মুখে এক বিচিত্র হাসি) বটে! উল্‌টো কথা বলে আমায় ভোলাবে?

[এণ্টনীর দেওয়া মালাটা হাত দিয়ে স্পর্শ করে, উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে ওঠে।]

ওরে শালা, একি জ্বালা, এ মালা দিল রে আমায়।
চক্ষে বহে জল অবিরল, বিকল করিল আমার কায়॥
কি জ্বালা, মালা দিল রে আমায়····
ওরে হেস্নুম, মালার কুসুম
(পুষ্প নয়) ফুলধনু প্রায়।
কি জ্বালা, মালা দিল রে আমায়···
মনে কি হয় না উদয়, ভোলা কভু ভোলবার নয়।
ছলে বলে কৌশলে, আচ্ছা ফন্দি এবার খেলালে,
তরে গেলে বড় দায়॥
ওরে শালা, কি জ্বালা, এ মালা দিল রে আমায়···

[গাইতে গাইতে ভোলার চোখে জল এসে যায়। হৈ-হৈ করে সবাই উঠে দাঁড়ায়; সভা ভঙ্গ হয়।]

৮ম শ্রোতা ॥ কি, বলেছিলুম না! ভোলার সঙ্গে চালাকি! কেমন দিল!

৫ম শ্রোতা ॥ এণ্টুনী কিন্তু হেরে গিয়েও হারল না, কেমন প্যাঁচ কষে ভোলাকে বসিয়ে দিলে।

বোদে ॥ দিল আছে সাহেবের।

২য় শ্রোতা ॥ কত বড় ছাতিট দেখেছিস!

[কিছু লোক গোরক্ষকে ঘিরে ধরে নাচতে শুরু করেছে: 'কি গো যোগীর পো! সাহেবের লাথিটা কেমন লাগল?' —'ফরাসডাঙায় ফিরে গিয়ে তোর দত্তবাবাকে বল গিয়ে।' —'শালা এমনি করে একবার নিতে বৈরিগীকে পথে বসিয়েছিল।'—'দে না লেঙ্গী মেরে,—বুকের উপর পা দিয়ে চলে যাই।'—'বুউউ…লে…ছো…' যোগীকে প্রায় পাগল করে তোলে। জমাদার এগিয়ে আসে: 'ছোড় দো—' 'নিশ্চয়; ওকে ছুঁলে হাতে পোকা পড়বে।'—যোগীকে তাড়িয়ে নিয়ে জটলার প্রস্থান। এদিকে—একদিকে ৬ষ্ঠ ও অপরদিকে ৯ম ও ১০ম শ্রোতা আস্তিন গুটিয়ে ঘুষো-ঘুষির উপক্রম করেছে। জমাদার হাঁক দেয়—'আই ও—']

৯ম শ্রোতা ॥ ও আমায় বলল কেন?

৬ষ্ঠ শ্রোতা ॥ আমি বললাম, না, তোরা বললি!

১০ম শ্রোতা ॥ ফের তুই-তোকারি—

[জমাদার ঠেলে বের করে দেয় ওদের। নানা মন্তব্য সহকারে শ্রোতাদের প্রস্থান।]

ভোলা॥ হেস্তুম, দুখ্যু পেলে?

এণ্টনী॥ আমি বলি, ভোলানাথ, তুমি তো রসের যোগানদার। কিন্তু তোমার মুখে বদ-রসের ঘটা কেন?

ভোলা॥ ফেঁসে গেছি। লোকে যেদিন বলল যে, ভোলানাথের জুড়ি নেই, সেইদিন থেকে আমার অধঃপতন,—ওদের খুশী করার জন্যে—

এণ্টনী॥ খুশী তো ভাল জিনিস দিয়েও করতে পার।

ভোলা॥ হয় না হেস্তুম, হয় না। বললাম না, ফেঁসে গেছি। পাছে ওরা বলে বসে, ভোলা আর গাইতে পারছে না,—তাই তো আমি খেউড় করি, সহজে যাতে মন পাই।

এণ্টনী॥ আমার বড় খারাপ লাগে।

ভোলা॥ জানি।—হেস্তুম, একটা কথা মনে রাখবে? গুরুজন নয়, বন্ধু হিসেবে বলছি,—লোককে খুশী করার সস্তা মোহে যেন আচ্ছন্ন হয়ো না। ওরা কী চায়, নিজেরাই জানে না; তুমি কেন মাঝ থেকে জাত খোয়াবে!…চলি। আবার দেখা হবে।… ভাল কথা, এসো না একদিন আমার ওখানে; ময়রার দোকানটা দেখে যাও।

এণ্টনী॥ যেতে পারি; মিঠাই কী খাওয়াবে বল।

ভোলা॥ রসের গোল্লা। আর কী আছে আমার!

এণ্টনী॥ বদ রস নয় তো?

ভোলা॥ ওরে হেস্তুম, আমার ঝুলিতে ভাল রসও আছে; নমুনা শুনলে না? কি করব; নেবার লোক নেই, তাই তো বদ রসের ভিয়েন চাপাই।—চলি।…চল হে—

[দলবল নিয়ে ভোলার প্রস্থান। এণ্টনী কানাই-এর দিকে তাকায়।]

এণ্টনী ॥ কানাই, এসো, তোমাকে একবার আলিঙ্গন করি।

কানাই ॥ আমি না সাহেব, ওই যে দাঁড়িয়ে আছে—নটবরদা।

[এণ্টনী নটবরের দিকে এগোয়। নিতাই কখন উঠে গিয়েছিল, কেউ লক্ষ্য করেনি। একখানা চিঠি হাতে নিয়ে নিতাই-এর প্রবেশ।]

নিতাই ॥ সাহেব, তোমার চিঠি।

এণ্টনী ॥ চিঠি! কে দিলে?

নিতাই ॥ ফরেসডাঙা থেকে একটা লোক এসেছে। দিদিমণির নাকি ভারী অসুখ।

[এণ্টনী হাঁ করে চেয়ে থাকে। নটবর হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে ওঠে।]

নটবর ॥ তোরা সব হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? চল, গুছিয়ে নে শিগগীর। এখুনি রওনা হতে হবে।

[ঢোল, করতাল গুছিয়ে নিয়ে বাজিয়েদের প্রস্থান]

সাহেব, চল—

এণ্টনী ॥ নটবর, আজ এমন শুভদিনে হঠাৎ এই দুঃসংবাদ কেন?

নটবর ॥ দেরী হয়ে যাচ্ছে, সাহেব। চল, এখুনি আমরা নৌকো ছেড়ে দি। (দুজনের প্রস্থান)

[মঞ্চ ফাঁকা। কয়েক মুহূর্ত পরে রায়বাবুর চাকর ঢোকে। ফরাসের চাদর এক এক করে ভাঁজ করে গোছতে থাকে। হঠাৎ একটি মেয়ে অন্দরমহল থেকে ছুটে আসে। মেয়েটি পালাতে চাইছে। দ্রুত প্রবেশ করে রায়বাবু। মেয়েটির চুলের মুঠি ধরে টানতে থাকে।]

মেয়েটি ॥ (হাত জোড় করে মিনতি করে) আমাকে ছেড়ে দিন! আমি আপনার মেয়ের মতন। আমি আপনার পায়ে পড়ি.... আমাকে আপনি...

[মেয়েটিকে ওইভাবে টানতে টানতে রায়বাবুর প্রস্থান। এতক্ষণ চাকরটা হাত জোড় করে একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। ওরা চলে যেতে আবার সে চাদর ভাঁজ করে গোছাতে থাকে।]

পর্দা

দ্বিতীয় দৃশ্য

[এণ্টনীর ঘর। দিনমণি ও নন্দি গল্প করছিল। সেইদিন থেকে নন্দি এ বাড়িতেই আছে। সেদিনের সেই ভীত সন্ত্রস্ত চেহারায় পরিবর্ত্তন এসেছে নন্দির—স্বাভাবিক, সুন্দর সে।]

নন্দি ॥ কী করবে! বুড়ো মানুষ—সমাজের হুকুম না-মানার সাহস নেই।

দিনমণি ॥ দত্তর হুকুম বল।

নন্দি ॥ হ্যাঁ, তাই। কিন্তু হুকুমটা তো দত্তর কাছ থেকে আসেনি; এসেছে গুণময় চক্কোত্তির কাছ থেকে। সে-ই তো ফরেসডাঙার সবচেয়ে বড় পণ্ডিত। একদিকে শাস্তর, আর একদিকে লাঠি,—না-মানার সাহস ক'জনের থাকে বল।

দিনমণি ॥ তোমার তো ছিল। সব জেনেশুনেও তো তুমি—

নন্দি ॥ বাধ্য হয়ে। জান, আমার দিদির ঠিক এই দশা হয়েছিল। বিধবা হওয়ার পর কিছুদিন তাকে দত্তবাবুর বাগানবাড়িতে দেখা গেছে ; তারপর আর কোন খোঁজ নেই। (হাসে) ভাগ্যে আমি পালিয়ে আসতে পেরেছিলাম।

দিনমণি ॥ তোমার ভয় করে না, না ?

নন্দি ॥ এখন আর করে না। আগে করত।

দিনমণি ॥ আশ্চর্য ! বামুনের মেয়ে তুমি, বিয়ের আসর থেকে পালিয়ে এসে সাহেবের বাড়িতে আশ্রয় নিলে। সমাজে তোমার ঠাঁই কোথায়, ভেবে দেখেছ ?

নন্দি ॥ ভাবতে গেলে আবার ওদের খোঁয়াড়ে গিয়ে ঢুকতে হবে ; তাই আমি ভাবি না। (দিনমণির কাছে যায়) আমার কী ভয় ! সাহেব আছে, বৌদি আছে,—তুমি আছ। আমার আর ভাবনা কি !

দিনমণি ॥ (নন্দির হাত ধরে) নন্দি, আমাদের মেয়েরা করুণাময়ী। তাদের চোখে শুধুই বেদনা। দেখে দেখে চোখ পচে গেছে—

নন্দি ॥ আমার দিকে তাকাও। আমার চোখেও কি—

দিনমণি ॥ (নন্দির চোখের দিকে তাকিয়ে) ভরসা হয়, দেশটা বুঝি সত্যিই রসাতলে যাবে না। শুধু ভরসা নয়, তোমার চোখে আমি আগুন দেখেছি নন্দি।

নন্দি ॥ (হাত ছাড়িয়ে নেয়) আগুণ তো জ্বালা ধরায়।

দিনমণি ॥ হ্যাঁ। তোমার ওই চোখের আগুনে আমাদের এই এত মোটা শাস্তরের অনন্ত একটা পৃষ্ঠা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তোমার মতো—

নন্দি ॥ এইবার আমার ভয় করছে। ভারী কথা আমার মাথায়ই ঢোকে না।

[রামচরণের প্রবেশ। আলোটা টেবিলের উপর রেখে যাওয়ার আগে এদের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিক্ষেপণ। প্রস্থান।]

দিনমণি ॥ আমার বোনটি ছিল লক্ষ্মী। ছোটবেলায় নিজে ঘুমোবার আগে পুতুল কোলে নিয়ে তাকে ঘুম পাড়াত। খেলা। ও তো জানত না, ওর এই খেলা ভাঙার জন্যে কত দানব ওঁৎ পেতে আছে।

নন্দি ॥ থাক, তুমি অন্য কথা বল।

দিনমণি ॥ লক্ষ্মীর চোখেও আগুন ছিল ; নইলে সাহেব বিয়ে করে সংসারী হবার সাহস হবে কেন !—ওর ছেলে হয়েছে, নন্দি ; খবর পেয়েছি, সুন্দর ফুটফুটে ছেলে। (হাসে) হবে না ! ও ছেলের গায়ে আমার গুরু-বংশের রক্ত যে।

নন্দি ॥ সেদিন রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে দাদা এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে।

দিনমণি ॥ কই, বলনি তো !—কি বললে ?

নন্দি ॥ বললে, ফিরে চল।

দিনমণি ॥ আশ্চর্য !

নন্দি ॥ আমি বললাম, আমি ফিরে গেলে তুমি কি খুব খুশী হবে ?—দাদা কোন জবাব দিতে পারল না। আমি বললাম, ফিরে যাও দাদা ; আমি এখানে বেশ আছি।—ঠিক বলিনি, অ্যাঁ ?··· সাহেব বলছিল, এখানে তার ভাল লাগছে না ; এ বাড়ি বেচে দিয়ে গৌরহাটিতে চলে যাবে। ভাবছি, আমিও তার সঙ্গে যাব।

দিনমণি ॥ আমি কোথায় যাব ?

নন্দি ॥ তুমিও যাবে আমার সঙ্গে।

দিনমণি ॥ নন্দি, চল না, তার আগে আমরা শ্রীরামপুরের গির্জা থেকে ঘুরে আসি।

নন্দি ॥ গির্জা! কেন? এখানে তো বেশ আছি।

দিনমণি ॥ (আপনমনে) মিথ্যে আশা। স্বপ্ন না-দেখলে মানুষ বাঁচে না। আর সে স্বপ্ন যদি সুখের হয়—

নন্দি ॥ কি বলছ?

দিন ॥ অ্যাঁ!—না; ভাবছি। ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলাম যেদিন,—একবারও ভাবিনি: এই ফরেসডাঙায় এণ্টনী সাহেবের আস্তানায় এসে এমন করে আটকে যাব। তাই মন চাইছে, আবার বেরিয়ে পড়ি, চলে যাই আর কোথাও।

নন্দি ॥ এঁঃ, চলে অমনি গেলেই হল! যেতে দিচ্ছে কে?

দিনমণি ॥ ধরে রাখবে কে? তুমি?

নন্দি ॥ যদি রাখি?

দিনমণি ॥ কিসের জোরে?

নন্দি ॥ জোর আছে গো।—যাও দেখি, তোমার ক্ষেমতা কেমন।

দিনমণি ॥ পারব না। (নন্দিকে কাছে টেনে নেয়) নন্দি, তাই তো বলছিলাম, চল না, শ্রীরামপুরের গির্জায় গিয়ে আমরা দুজনে—

নন্দি ॥ ছাড়; বৌদি দেখে ফেলবে।

দিনমণি ॥ আগে বল, তুমি রাজী আছ।

নন্দি ॥ (দেয়ালে খ্রীষ্টের মূর্তি দেখিয়ে) ওই দেখ, খ্রীষ্টানদের ভগবানের মূর্তি। ওকে সাক্ষী মেনে মনের কথা খুলে বল; গির্জায় গিয়ে সং করার দরকার হবে না।

[দিনমণি নন্দিকে নিবিড় আলিঙ্গনে বাঁধতে চায়—বাইরে লোকজনের সাড়াশব্দ। নন্দি ছুটে জানালার কাছে যায়।]

এই, সাহেব এসেছে।

দিনমণি ॥ সাহেব! এত শিগ্‌গীর তো আসার কথা ছিল না!

[দ্রুত এণ্টনীর প্রবেশ। তার সঙ্গে কানাই, নটবর ও নিতাই।]

দিনমণি ॥ কী ব্যাপার! এত শিগ্‌গীর তো তোমার ফেরার কথা ছিল না!

এণ্টনী ॥ সতু কেমন আছে?

দিনমণি ॥ ভাল। কিন্তু তুমি ফিরে এলে…এত শিগ্‌গীর তো—

কানাই ॥ আমি তো বলেছিলাম, দিনমনিবাবু রয়েছে, দেশ-গাঁ নয়, সহর ফরেসডাঙা,—দরকার হলে কবরেজ-বদ্যি ডেকে আনতে কতক্ষণ! এসেছ যখন, আর দুটো দিন থেকে যাও—নতুন নতুন বায়না আসছে—

এণ্টনী ॥ কে দেখছে?

দিনমণি ॥ কাকে!

এণ্টনী ॥ কেন, সতুকে। আমার কিন্তু হর কবিরাজের উপর আস্থা নেই; সেবার…কাকে দেখাচ্ছ?

কানাই ॥ হর কবরেজ যে কবিরাজীর 'ক' জানে না, দিনবাবু তোমার থেকে তা ভাল জানে, সাহেব।

নটবর ॥ তুমি ভেতরে যাও, দেখে এস।

এণ্টনী ॥ হ্যাঁ, যাই। তোমরা বোসো। (প্রস্থানোদ্যত)

দিনমণি ॥ দাঁড়াও, সাহেব। আমাকে ব্যাপারটা বুঝতে দাও।

নটবর ॥ বুঝবেন পরে। সারাটা পথ সাহেবের মুখে ও ছাড়া কোন কথা ছিল না। একবার দেখে আসুক ; তারপর—(থেমে যায়) অমন করে দেখছেন কি ?

দিনমণি ॥ কি হয়েছে, একটু খুলে বলুন তো।

কানাই ॥ বলবে আবার কি! ভালবাসার এমনি টান। খবর পেয়ে ইস্তক—

দিনমণি ॥ কী খবর ?

কানাই ॥ আকাশ থেকে পড়লেন যে। নটবরদা, তুমি ঠিকই বলেছিলে ; এনার মাথায় একটু গোলমাল আছে।—হ্যাঁ মশাই, কবরেজ-বদ্যি কাউকে দেখিয়েছেন তো ?

এণ্টনী ॥ কাকে দেখিয়েছ, বল না।

দিনমণি ॥ মাথায় গোলমাল আমার আগে ছিল না, এখন হচ্ছে।—কী হয়েছে যে কবরেজ-বদ্যি দেখাতে যাব ?

কানাই ॥ নটবরদা, (মাথা দেখিয়ে) একেবারে গেছে।

এণ্টনী ॥ আমি যাই—

[অন্দরের দিকে পা বাড়ায়। দরজার কাছে এসে দাঁড়ায় সদু। এণ্টনী উৎকণ্ঠিত।]

কেমন আছ বিধুমুখী ?

সদু ॥ (মুখ টিপে হাসে) ভাল।

এণ্টনী ॥ পথ্য করেছ তো ?

সদু ॥ (তেমনি হাসে) হ্যাঁ।

[দিনমণি সশব্দে হেসে ওঠে।]

এণ্টনী॥ হাসে কেন!

দিনমণি॥ এমনি সাহেব; আমার মাথায় তো—(হাসির দমকে কথা বন্ধ হয়।)

কানাই॥ দাঁড়াও, দাঁড়াও। এইবার আমাকে বুঝতে দাও।—তুমি ভাল আছ তো দিদিমণি?

সন্থ॥ হ্যাঁ।

কানাই॥ যা ব্বাবা! (দিনমণি হাসে।)

নটবর॥ (এতক্ষণে বুঝতে পারে) আর ক'টা দিন থেকে এলেই ভাল হত।

সন্থ॥ (এণ্টনীকে) তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ধরা-চূড়ো ছাড়তে হবে না?

এণ্টনী॥ (এবার সেও হাসে) ভালই হয়েছে। তোমাকে দেখার জন্যে মন কেমন করছিল। এমনি তো এত শিগ্গীর আসতে পারতাম না···(অন্দরে প্রস্থান,

নটবর॥ আমরাও চলি সাহেব। আবার ও-বেলা দেখা হবে। নিতে, তুই চল আমার সঙ্গে। নাকি, তোরও আবার বউ-এর জন্যে মন-কেমন করছে?

নিতাই॥ ধ্যাৎ! আমার আবার বউ কোথায়? ও তো গিন্নী।

[হেসে কানাই, নটবর ও নিতাই-এর প্রস্থান। সন্থ ভিতরে পা বাড়ায়।]

দিনমণি॥ বৌদি!

সন্থ॥ কি বলছ?

দিনমণি ॥ মিথ্যে চিঠি লিখে এমন একটা কাণ্ড করে ফেললে ; কিন্তু আমি তো এর কিছুই জানতাম না।

সত্ন ॥ সবকিছুই পুরুষদের জানতে নেই।

দিনমণি ॥ নন্দিও তো জানে না।

সত্ন ॥ নন্দি জানে কিনা, তুমি জানলে কেমন করে ?

দিনমণি ॥ ও আমায় কিছু বলেনি। জানলে নিশ্চই—

সত্ন ॥ ও। তাহলে ইতিমধ্যে গোপন কথা চালাচালি শুরু করেছ বল।

দিনমণি ॥ না না, ঠিক তা নয়—

সত্ন ॥ ঠিক তাই। (গোপনীয়তার ভঙ্গীতে) মেয়েটা কেমন ?

দিনমণি ॥ (সলজ্জ হাসি) খুব ভাল।

নেপথ্যে এণ্টনী ॥ বিধুমুখী—

সত্ন ॥ যাই।...দরকার হলে বোলো ; দূতিয়ালী করতে পেলে খুশী হব।

দিনমণি ॥ তার আর দরকার হবে না।

সত্ন ॥ বাপ্‌রে ! কাজের ছেলে—(অন্দরে প্রস্থান)

দিনমণি ॥ তোমাদের মেয়েও বড় কম যায় না।

[নন্দির প্রবেশ]

নন্দি ॥ তুমি বৌদিকে কী বলেছ ?

দিনমণি ॥ বৌদি টের পেয়ে গেছে।

নন্দি ॥ কী টের পেয়ে গেছে ?

দিনমণি ॥ আমাদের—(থেমে যায়)

নন্দি ॥ আমাদের কী ?

দিনমণি ॥ কেন বোকা সাজছ ? তোমার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক—
সেটা বৌদি জেনে ফেলেছে।

নন্দি ॥ সম্পর্ক ! তোমার সঙ্গে ! আমার ? কী সম্পর্ক ?

দিনমণি ॥ ধ্যাৎ ! তুমি বড় ইয়ে—। (কাছে যায়) নন্দি, আমাদের বিয়েতে সাহেবও নিশ্চই খুব খুশী হবে।

নন্দি ॥ এঁঃ, খুব সখ যে ! কী আছে তোমার যে, আমি তোমাকে বিয়ে করতে গেলাম ?

দিনমণি ॥ নন্দি—

নন্দি ॥ বিয়ে অমনি হলেই হল ! আমি কি ফেল্না যে, পথের থেকে কুড়িয়ে এনে অমনি বিয়ে করে বসবে ?

দিনমণি ॥ নন্দি, কি বলছ তুমি !

নন্দি ॥ সাহেব তো আমায় খারাপ চোখে দেখে না। আমি যদি একবার বলি—

দিনমণি ॥ থাক নন্দি ; আমি ভুল করেছিলাম। (নন্দি হাসিমুখে দিনমণিকে লক্ষ্য করতে থাকে। দিনমণি মাথা নীচু করে ভাবে। মাথা তোলে।) কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলি। সাহেবকে আমি শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি। বৌদিকেও আমি শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি। তোমার রূপ আছে ; তুমি গুণবতী ; কিন্তু তোমার এই রূপ আর গুণের ছটায় এদের সংসারে যেন আগুন জ্বালিও না।

নন্দি ॥ যদি জ্বালাই ?

দিনমণি ॥ আমি তোমাকে অভিসম্পাত করব।

নন্দি ॥ (দিনমণির গা ঘেঁষে) কর না গো ! তোমার অভিসম্পাতে আমার রূপ আর গুণের জ্বালা খানিকটা অন্তত নিভে যাক। (অপূর্ব হাসির ছটা ওর মুখে।)

দিনমণি ॥ আমি তোমাকে আশীর্বাদ করি নন্দি, তুমি সুখী হও !

[নন্দি গলায় আঁচল দিয়ে দিনমণিকে প্রণাম করতে যায় ; থমকে দাঁড়ায়।]

নন্দি ॥ এই ! ওরা আসছে। প্রণামটা তোলা রইল—

[দ্রুত প্রস্থান]

দিনমণি ॥ আশীর্বাদটাও।

[এণ্টনী ও সন্তুর প্রবেশ]

সন্তু ॥ সারাক্ষণ ঘরধরা হয়ে বসে না-থেকে, যাও না, একটু বাইরে থেকে ঘুরে এস ; গায়ে একটু হাওয়া-বাতাস লাগুক।

দিনমণি ॥ (হাই তোলে) ভাল লাগছে না।

সন্তু ॥ তা লাগবে কেন ! ঘরে যে মধু আছে। (চকিতে নন্দির মুখখানা উঁকি দিয়ে সরে যায়।) তুমি ওখানে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছ কি ? আমরা এখন এ-ঘর ছেড়ে যাব না। (দিনমণিকে) কী এত কথা, বল তো।

দিনমণি ॥ (সহাস্যে উঠে দাঁড়ায়) যাচ্ছি বাপু, যাচ্ছি ; অত কথা কিসের ! (দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়—গলা তুলে) ফিরতে দু-দণ্ড দেরী হলে যেন আবার আকাশ-পাতাল ভাবতে বোসো না।

সন্তু ॥ কাকে বললে ?

দিনমণি ॥ কেন, তোমাকে।

সন্থু ॥ আমাকে ?

[একমুহূর্ত সবাই স্তব্ধ; পরক্ষণে সশব্দ হাসিতে ফেটে পড়ে। দিনমণির প্রস্থান।]

এণ্টনী ॥ দুজনে বেশ ভাব, না ?

সন্থু ॥ হ্যাঁ।—আচ্ছা, আমার চিঠি পেয়ে তোমার কী মনে হচ্ছিল ?

এণ্টনী ॥ চিঠি পেয়ে মনটাই বিকল হয়ে ছিল।—অতি বড় আনন্দে যখন আমার মনে হচ্ছিল, আমার চেয়ে সুখী এই পৃথিবীতে আর কেউ নেই,—ঠিক তখনি এই দুঃসংবাদ। মন বিকল হবে না ?

সন্থু ॥ গান গেয়ে তুমি খুব আনন্দ পাও, না ?

এণ্টনী ॥ হ্যাঁ। গান গাইতে উঠে আমার মনে হয়, এই পৃথিবীতে যত সুখ আছে, যত দুঃখ আছে,—সব আমি আমার এই বুকের মধ্যে অনুভব করতে পারছি। আর যা অনুভবে আসে তা যদি লোকসমক্ষে উচ্চকণ্ঠে বলা না যায়—তবে তো মানুষের অনুভবই বৃথা। তাই না ?

সন্থু ॥ তুমি অনেক কিছু ভাবতে পার।

এণ্টনী ॥ ভাবতে তুমিও কম পার না, সন্থু। আর যা থেকে ভাবনার উৎপত্তি, তা তো তোমার কাছেই শিখেছি। বীর মেঘনাদ, দুঃখিনী উর্মিলা, এমনি আরো কতজনের কত কথা জেনেছি বলেই তো আজ আমার কাছে যীশু আর বুদ্ধ এক হয়ে গেছে। পথে বেরিয়ে যখন দেখি, কোন মা তার ছেলেকে কোলে নিয়ে আদর করছে, আমার মেরীমাতার সঙ্গে তার কোন অমিল দেখি না। আমার কাছে সবার দুঃখই সমান ভার; সব আনন্দেই আমি—

সত্ন ॥ শোন, আমি বলছিলাম···ব্যবসাটা তুমি একেবারে তুলে দিও না।

এণ্টনী ॥ না ; ভাবছি, এ-মাস থেকে নটবরকে ওদিকটা দেখাশোনার ভার দেব। ছেলেটি বুদ্ধিমান।

সত্ন ॥ ওর ওপর সবটা ছেড়ে না-দিয়ে তুমিও একটু—

এণ্টনী ॥ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।—জান বিধুমুখী, তোমাদের দত্তবাবু কিন্তু এখনো আমাকে ভুলতে পারেনি। আমার বাঁধনদার গোরক্ষকে টাকা খাইয়ে বড় বিপদে ফেলার চেষ্টা করেছিল। শ'য়ে শ'য়ে লোক মুকিয়ে আছে আমার গান শুনবে বলে—

সত্ন ॥ তোমাকে দেখার জন্যে বল।

এণ্টনী ॥ হ্যাঁ, তাও বলতে পার।—ও-পক্ষে গাইছে ভোলা ময়রা, যার মুখের সামনে দাঁড়াবার ক্ষমতা এদেশে কারুর নেই। এমন সময় গোরক্ষ বললে—

সত্ন ॥ নটবর একা পেরে উঠবে না। তুমি বরং ওর সঙ্গে নবকেও লাগিয়ে দাও।

এণ্টনী ॥ হ্যাঁ, দেব।—ওর কথা শুনে পরিষ্কার হয়ে গেল, গোরক্ষ ঘুষ খেয়েছে।

সত্ন ॥ আমি কিন্তু ভাল বুঝছি না।

এণ্টনী ॥ ও আমি ভাবব'খন।—ওঃ, তখম আমার যা অবস্থা! চারিদিকে লোক গিস্‌গিস্ করছে। টিটকারি, বিদ্রূপ, টিপ্পনী। আমার কান দিয়ে তখন আগুন বেবোতে লাগল। ভাবলাম, তুমি যদি কাছে থাকতে, তোমার মুখের দিকে চেয়ে নিজেই একবার

চেষ্টা করতাম। আমার এই অপমানে গোরক্ষ কিন্তু টলল না,— টাকা খেয়েছে তো।

সতু ॥ ব্যবসায় মন দিলে তুমিও অ্যাদ্দিনে দত্তবাবুর থেকে অনেব বেশী টাকা করতে পারতে।

এণ্টনী ॥ তা পারতাম; কিন্তু ও দিয়ে কি মানুষ কেনা যায়? গোরক্ষ ঠিক মানুষ না, তাই ওকে কিনতে পেরেছে। কিন্তু নটবর, কানাই নিতাই এরা! ঠিক সময়টিতে পাশে এসে দাঁড়াল। ভোল বললে, হেস্মুমের বুকের পাটা আছে।—একবার তোমাকে নিে যাব কলকাতায়, ভোলার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।

সতু ॥ হ্যাঁ, আমার আর কাজ নেই; কলকাতায় গিয়ে নেচে বেড়া কবিদলের সঙ্গে।

এণ্টনী ॥ আমার দেশে মেয়ে-কবিও আছে গো। যজ্ঞেশ্বরী। আা তার নাম শুনেছি; গান এখনো শুনিনি। এইবার শুনব।

সতু ॥ তাই শোন। (দ্রুত প্রস্থানোদ্যোগ)

এণ্টনী ॥ (হাত ধরে) আহা, যাও কোথায়! (সতু ঘুরে এণ্টনী মুখোমুখি দাঁড়ায়—এণ্টনী বিস্মিত) একি সতু, তোমার চোখে জ কেন!

সতু ॥ নাঃ, ও কিছু না।

এণ্টনী ॥ বিধুমুখী! আমার দিকে দেখ। শোন—(জোর ক মুখখানা ঘুরিয়ে পাতি-পাতি করে দেখতে থাকে) কি হয়েছে বল আমাকে, কি হয়েছে তোমার?

সতু ॥ কই, কিছু না—

এণ্টনী ॥ আমি যদি কিছু অন্যায় করে থাকি, তুমি আমাকে শুধ

নেবে না ? আমার একমাত্র নির্ভর যে তুমি সহু ! বলবে না, কি হয়েছে ? (সহু নির্বাক) তিনপুরুষ আমরা এদেশে আছি। ন্যান্সী বলেছিল, একপুরুষের বেশী এদেশে থাকলে জাত চলে যায়। জাত আমার অনেক আগেই গিয়েছিল ; কিন্তু তোমাকে সঙ্গী পেয়ে আবার আমি জাতে উঠেছি। সে যে আমার কী গর্ব ! জান সহু…সহু, কী হয়েছে তুমি বলবে না ?

সহু ॥ আমার ভয় করে।

এন্টনী ॥ কিসের ভয় ?

সহু ॥ তোমাকে যদি হারিয়ে বসি !

এন্টনী ॥ আমি তো তোমারই আছি, বিধুমুখী। এই তো, চেয়ে দেখ,—শয়নে স্বপনে তুমি ছাড়া—

সহু ॥ ওই গান তুমি ছেড়ে দাও।

এন্টনী ॥ (বুঝতে পারে না) কেন !

সহু ॥ কি দরকার !—যখন-তখন দল নিয়ে বেরিয়ে পড়,—একা-একা আমার বুঝি ভাল লাগে !

এন্টনী ॥ একা কেন ? দিনমণি, নন্দি—এরা তো থাকে তোমার কাছে।

সহু ॥ তুমি তো থাক না।

এন্টনী ॥ আমারই কি তাতে কম কষ্ট ! জান সহু, গাইতে উঠে বিরহিণী রাধার কথা ভাবি যখন, তোমার মূর্তি আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আর তোমার বিরহে—

সহু ॥ তবে কেন একা ফেলে যাও ? আমি যদি—

এন্টনী ॥ দাঁড়াও সহু ; আমি বোধহয় বুঝতে পারছি। (একা-একা

হাসে) ভারী অদ্ভুত ! আমি একজন মানুষ,—আমার প্রয়োজন ঘর-বাহির দুজনকেই। একজনকে খাটো করে আমি আর একজনকে পেতে চাই না। অথচ টান দু'দিকেই সমান।....বেশ মজার ! ঘর-বাহির দুই টানের মাঝখানে আমি এখন কোথায় যাই ?

সতু ॥ তুমিই বল। (প্রস্থানোদ্যোগ)

এণ্টনী ॥ শোন বিধুমুখী ! তোমার টানেই জোর বেশী। তুমি যদি কষ্ট পাও, আমি আর গান করতে বাইরে কোথাও যাব না। এইবার বল, খুশী হয়েছ !

নেপথ্যে নন্দি ॥ বৌদি—(সতুর প্রস্থান)

এণ্টনী ॥ জবাব দিয়ে গেলে না সতু !—আমি কেমন করে বোঝাব ! বাহিরের টান আমার তুমি আছ বলেই। আর বাহিরকে চিনেছি বলেই তো তোমাকে এমন করে পেয়েছি সতু ! ঘর বাহির আমার সব একাকার হয়ে গেছে। কিন্তু তুমি কেন বোঝ না ?

[দূর থেকে ভেসে আসে ঢোল-কাঁসির শব্দ ; কিছু লোকের উন্মত্ত চিৎকার। এণ্টনী কান খাড়া করে শোনে। শব্দটা ক্রমশঃ এগিয়ে আসে। কাঁচের জানালায় মশালের আলোর প্রতিফলন। কান-ফাটানো শব্দ ও চিৎকার। এণ্টনী জানালার কাছে যায় ; বাইরেটা দেখে। দ্রুত নন্দির প্রবেশ।]

নন্দি ॥ কি হয়েছে ! অত শব্দ কিসের ?

[সতুর প্রবেশ। তিনজনে জানালা দিয়ে দেখে। মশালের আলোয় বাইরেটা উজ্জ্বল। উৎকট, উন্মত্ত চিৎকার।

ঢোল-কাঁসির প্রচণ্ড শব্দ। তিনটি মূর্তি স্তব্ধ হয়ে দেখে। হঠাৎ সবকিছু ছাপিয়ে নন্দি চিৎকার করে ওঠে—"না..." বাইরে কি যেন দেখেছে সে। এণ্টনী ছুটে বেরিয়ে যায়।]

হু॥ কোথায় যাও! ওখানে যেও না। (নন্দি হা-হা করে কেঁদে ওঠে।) আমি এখন াক করি!—রামচরণ—

[প্রস্থান]

[বাইরে উল্লাসধ্বনি মাত্রা ছাড়াবার উপক্রম করে। একটা বন্দুকের শব্দ। জানালায় মশালের আলোর প্রতিফলন দেখে বোঝা যায়—বাইরে বিশৃঙ্খলা; ওরা ছুটোছুটি করছে; ঢোল-কাঁসির আওয়াজ বন্ধ হয়—শুধু মানুষের গলা। এণ্টনীর কাঁধে ভর দিয়ে দিনমণির প্রবেশ। দিনদণিকে এণ্টনী চেয়ারে বসায়।]

এণ্টনী॥ গুলী ছুঁড়লে কে?

[রামচরণের প্রবেশ; ওর হাতে এণ্টনীর বন্দুক। পিছনে সদু। এণ্টনী বন্দুকটা ওর হাত থেকে কেড়ে নেয়।]

বন্দুকটা আমার, রাম১বণ।

াদু॥ আমিই ওকে বলেছিলাম।

এণ্টনী॥ ভাল করনি।—যাও, এটা রেখে এস। (সদু আহত হয়; বন্দুক নিয়ে প্রস্থান।) কিন্তু হঠাৎ এদের উল্লাসের কারণ কী, তা তো বুঝলাম না।

দনমাণ॥ দেওয়ান রায় মারা গেছেন, তাই আনন্দ। হিন্দু-সমাজের একজন বড় শত্রু নিপাত হল, তাই এত উচ্ছ্বাস।

এণ্টনী ॥ মুর্খ!…ওরে, অনেকদিন পরে অমরা চলতে শুরু করেছি; দেশটা নড়েচড়ে জেগে উঠছে,—দেখে বুঝিস না! দেওয়ান রায় গেছেন, তাতে কি? আবার একজন আসবেন। তারপর আর একজন। তারপর একদিন দেখবি, ঘরে ঘরে হাজার হাজার দেওয়ান রায়ের ছড়াছড়ি।—আহা, সেইদিন আমি থাকব না, যেদিন এই ভেদবুদ্ধির ছোট চিন্তা মানুষের মন থেকে একেবারে লোপ পেয়ে যাবে।

[সদুর প্রবেশ]

বিধুমুখী, বন্দুক চালিয়ে তুমি হাজার বছরের পাপের ভার কাঁধ থেকে নামাতে চাইছ?

সদু ॥ চল, আমরা এখান থেকে চলে যাই। গৌরহাটিতে তোমার বাগানবাড়িটা খালি পড়ে আছে; সেখানে গেলে—

এণ্টনী ॥ পালাতে চাইছ? ভাবছ, ওখানে গেলে এদের হাত থেকে মুক্তি পাবে? (হাসে) বলছ,—চল। কিন্তু সদু, মুক্তি অত সহজ নয়।

নন্দি ॥ (দিনমণিকে) চল, আমরা ভেতরে যাই।

দিনমণি ॥ চল। (নন্দির কাঁধে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ায়) লাঠি ছুঁড়ে মেরেছিল—পায়ে লেগেছে…সামান্য একটু—এমন কিছু নয়—

[দুজনের ভিতরে প্রস্থান। এণ্টনী ও সদু ওদের দিকে চেয়ে থাকে।]

এণ্টনী ॥ দেখেছ, কেমন হর-পার্বতীর মিলন হয়েছে!

[নটবরের প্রবেশ; এণ্টনী তাকে দেখতে পায়।]

ওঃ সদু, তোমাকে বলতে ভুলে গেছি। সেই যে বলেছিলে মন্দির

প্রতিষ্ঠার কথা,—এবারে কলকাতায় গিয়ে সব ব্যবস্থা করে এসেছি আমি। জমি কেনা—

সদু ॥ কলকাতায় !

এণ্টনী ॥ হ্যাঁ, এ যুগের শ্রীক্ষেত্র। ওখানে তুমি আগুন জ্বালাও, দেখবে—সারা দেশ সেই আগুনের আঁচে তেতে পুড়ে লাল হয়ে উঠেছে। তাই—

সদু ॥ কিসের মন্দির ? তোমার রাধা-কেষ্ট নয় তো ?

এণ্টনী ॥ না গো, না ; তোমার কালী মা। বেশ হবে, না ? আমি হব সেই মন্দিরের মোহান্ত, আর তুমি হবে—এই, মোহান্তদের তো বউ থাকে না। তুমি তাহলে কী হবে ?

সদু ॥ আমি তোমার সেবাদাসী।

এণ্টনী ॥ সেবাদাসী ! (সদুকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করে) না, তুমি আমার মহাশক্তি। আর আমি হলাম শক্তিধর।

পর্দা

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[দৃশ্যসজ্জা আগের দৃশ্যের অনুরূপ। সময় বৈকাল। দ্রুত কানাই-এর প্রবেশ।]

কানাই ॥ নটবরদা!—না, এখানেও নেই। রামচরণ! ধ্যেৎ, সেও তো গেছে সাহেবের সঙ্গে কলকেতায়। (পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে ভিতরে উঁকি দেয়।) দিনবাবু! দিনবাবু আছেন!

[দিনমণির প্রবেশ]

দিনমণি ॥ কে? আরে, কানাই! কী ব্যাপার?

কানাই ॥ (চাপা উত্তেজনার সঙ্গে) নটবরদাকে খুঁজছিলাম। দুপুর থেকে বাড়িতে নেই। কোথায় যে গেছে—

দিনমণি ॥ গেছে কোথাও কাজে-কম্মে।

কানাই ॥ কাজ তো আমারও ছিল। (ইতস্তত করে) আপনার আজই শ্রীরামপুরে যাওয়ার কথা ছিল না?

দিনমণি ॥ হ্যাঁ। কিন্তু সাহেব না-ফিরলে বাড়ি খালি রেখে যাই কেমন করে?—বোসো না।....কথা ছিল, সাহেব কাল ফিরবে। ফিরে এলে তারপর আমরা আজ সকালে রওনা হব।—তোমাদের কেউ সাহেবের সঙ্গে গেলে ভাল করতে কানাই।

কানাই ॥ আমি যেতে চেয়েছিলাম; কিন্তু সাহেব রাজী হল না।

দিনমণি॥ নন্দি বলছিল, কলকেতা বিদেশ-বিভুঁই; সেখানে সাহেবের আপনজন বলতে কেউ নেই। বিপদ-আপদ কিছু ঘটলে—

কানাই॥ (হঠাৎ উত্তেজনা প্রকাশ পায়) আমি তো যেতে চেয়েছিলাম।—সাহেবই রাজী হল না।…পরের মুখ চেয়ে থাকতে হয় বলেই তো—

দিনমণি॥ আমি নন্দিকে বুঝিয়ে বলেছি: ভয়ের কিছু নেই। সাহেব যাচ্ছে শুভকাজে; আপনজন এমনিতেই জুটে যাবে। তা ছাড়া সহর কলকেতা হল—সাহেবের ভাষায়, এযুগের শ্রীক্ষেত্র। সেখানে আবার ভয় কি! (হাসে)

কানাই॥ (গম্ভীর) আপনার কি মনে হয়? সাহেব কেন সময়মতো ফিরে এল না?

দিনমণি॥ অমন একটা অদ্ভুত কাণ্ড - খ্রীষ্টান হয়ে কালীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করবে—ব্যাপার চুকতে সময় লেগেছে। তারপর এদিকে ওদিকে দেখে-শুনে…বৌদির তো কলকেতায় যাওয়া এই প্রথম।

কানাই॥ নটববদা যে কো৲ায় গেল! (হঠাৎ উঠে জানালার কাছে যায়; বাইরের দিকে চেয়ে থাকে।)

[নন্দির প্রবেশ। তার হাতে খাবারের থালা। দিনমণির সামনে রাখে। ইঙ্গিতে জানতে চায়, কানাই-এর জন্যেও খাবার কিছু আনবে কিনা। দিনমণি মাথা নাড়ে। নন্দি ভিতরে যায়। কানাই হঠাৎ এদিকে ঘোরে।]

সাহেব খ্রীষ্টান হয়ে হিঁদুর দেবতা কালীর মন্দির পিতিষ্ঠে করতে গেল কেন?

দিনমণি॥ খ্রীষ্টান হয়ে কালীর পূজো, হিঁদুকে দিয়ে যীশুর নাম গাওয়া,—এইসব করে সব গুলিয়ে-তালিয়ে একাকার করে দিয়ে সাহেব বোধহয় বোঝাতে চায় : যীশু-আল্লা-কালী—ওগুলো কিছু না; তুমি, আমি, এই গোটা-গোটা মানুষগুলো—এরাই সব। এই আর কি।

কানাই॥ বুঝলাম না।

দিনমণি॥ আমিও কি সব বুঝি ছাই! এই ধর না, আমি তো একজন হিঁদু, বেশ ভাল-ঘরের হিঁদু। কিন্তু এই যে সাহেবের বাড়িতে আস্তানা গেড়ে আছি, খাচ্ছি-দাচ্ছি, কোন বাছ-বিচার নেই—সাহেব বোধহয় এইটাই চায়।…আসলে আমারও মনটা কেমন হয়ে গেছে। ঠাকুর-দেবতা-যীশু-আল্লা কোন চিন্তাই আর মাথায় আসে না। চিন্তা যখন আসে, আমি ভাবি নন্দির কথা, বৌদির কথা, তোমাদের কথা; ফরেসডাঙা, শ্রীরামপুরের মুখচেনা মানুষগুলোর কথা। আর, সবকিছুই সোজা চোখে দেখতে পাই; আমার নিজের মাথা দিয়ে বুঝতে পারি।

কানাই॥ যজ্ঞেশ্বর কলকেতায় গিয়েছিল।

দিনমণি॥ (বুঝতে পারে না) অ্যাঁঃ!

[খাবারের থালা নিয়ে নন্দির প্রবেশ]

কানাই॥ যজ্ঞেশ্বর কলকেতায় গিয়েছিল। আজ সকালে ফিরে এসেছে।

দিনমনি॥ (নন্দিকে) ওকি, থালাটা পড়ে যাবে যে।

[নন্দি সামলে নেয়; এগিয়ে এসে থালা সামনে রাখে।]

নন্দি॥ কলকেতায় কেন গিয়েছিল?

কানাই ॥ (জানালার কাছ থেকে) এই লোকগুলো কি চিরকাল এমনি করেই জ্বালাবে! ইচ্ছে করে—(নিষ্ফল ক্রোধে দাঁতে দাঁত চাপে।)

নন্দি ॥ (দিনমণিকে) যজ্ঞেশ্বর কলকাতায় কেন গিয়েছিল, বললে না?

কানাই ॥ আমরা গরীব লোক, অশিক্ষিত, ছোটমানুষ, —আমরা তো পারি না এমন করে মানুষের সঙ্গে শত্রুতা করতে। রাজা-জমিদার হলেই কি এমন চাষার মতন—

দিনমণি ॥ কানাই!

নন্দি ॥ যজ্ঞেশ্বর কলকাতায় কেন গিয়েছিল?

দিনমণি ॥ কানাই, কী হয়েছে, আমাকে বল তো। তোমার মনটা দেখছি ভাল নেই।

[কানাই দিনমণির সামনে এসে বসে। একমুহূর্ত তার দিকে চেয়ে থাকে। কি-একটা বলতে গিয়ে হঠাৎ হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলে।]

কানাই ॥ আমরা মুখ্যু মানুষ; কিন্তু একবার আমরা আসরে বসে দেখিয়ে দিয়েছিলাম, এই মুখ্যুদের তাকত কত।—এইবারও কেন সাহেব আমাদের সঙ্গে নিয়ে গেল না! আর একবার বুঝিয়ে দিতাম, কার গায়ে কত জোর।

দিনমণি ॥ নন্দি, তুমি ভেতরে যাও। শোন কানাই—

নন্দি ॥ কী হয়েছে, না-শুনে আমি যাব না।

কানাই ॥ কা বলব! রক্তবীজের ঝাড়,—ওদের মরণ নেই!… যজ্ঞেশ্বর কলকেতায় গিয়েছিল—

[নটবরের প্রবেশ]

নটবর ॥ কি রে কানাই, আমায় যে খুঁজছিলি বড় !—একি, আপনারা যাননি ?

দিনমণি ॥ না। সাহেব না-ফিরলে—

নটবর ॥ আজই আপনাদের যাওয়ার কথা ছিল তো—

দিনমণি ॥ হ্যাঁ। কিন্তু সাহেবেরও কাল ফেরার কথা ছিল।

নটবর ॥ যা ব্বাবা! ঘড়ির ও-কাঁটা না-নড়লে এ-কাঁটাও নড়বে না ?

দিনমণি ॥ নড়বে কি করে ? এক কলে বাঁধা পড়েছি যে।

নন্দি ॥ (চেঁচিয়ে) যজ্ঞেশ্বর কলকেতায় গিয়েছিল—কেন, তোমরা বলছ না কেন ?

[সবাই ওর দিকে তাকায়।]

নটবর ॥ কি রে কানাই, জানিস নাকি কিছু ? বল না। অমন গোঁজ হয়ে বসে থাকিস না তো।

কানাই ॥ দত্তবাবু চিঠি দিয়ে যজ্ঞেশ্বরকে কলকেতায় রায়েদের বাড়িতে পাঠিয়েছিল।

নটবর ॥ বেশ, তাতে কী হল !

কানাই ॥ রায়বাবু লেঠেল দিয়ে পুজো পণ্ড করে দিয়েছে। সাহেবের নামে মন্দির-পিতিষ্ঠে হয়নি।

নন্দি ॥ না—

নটবর ॥ তাহলে বৌদির নামে হয়েছে বল।

কানাই ॥ না। বৌদি কুলটা,—তার নামে সঙ্কল্প হতে পারে না।

নটবর ॥ (কানাইয়ের কাঁধ চেপে ধরে) তাহলে কী হয়েছে, তাই বল।

কানাই ॥ আমি আর কিছু জানি না, নটবরদা। ওরা পাড়ায় পাড়ায় এই খবর রটিয়ে বেড়াচ্ছে। দত্তবাবু আজ ভোজ দিচ্ছে ছেলের জন্মদিনের নাম করে। ওরা উচ্ছব করছে নটবরদা। আর আমরা এখানে হাত গুটিয়ে বসে আছি।

নটবর ॥ তা ছাড়া করবি কি !—'সাহেব বড় ভাল লোক।' ভাল লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিস ; এখন রাগ দেখালে চলবে কেন ? জাত খুইয়েছিস, তোর ধর্ম গেছে, ফিরিঙ্গীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে গিয়ে তুই আজ একঘরে। আগে বুঝিসনি ? আগে বোঝা উচিত ছিল না ? এখন হাত কামড়ালে শুনবে কে ? (সবাই নির্বাক।) আমার বউ ঘাটে যেতে পারে না। মুখকাঁট্কী মেয়েগুলো ওকে দেখলেই ছড়া কাটে—'আধ-ফিরিঙ্গী, আধ-গেরস্ত' বলে—

কানাই ॥ তাহলে কি করব, একটা কিছু বলে দাও।

নটবর ॥ কিছু করবি না ; চুপচাপ বসে থাক।

[প্রতিবাদে কানাই কী বলতে যায়, এমন সময় অনন্তর প্রবেশ।]

অনন্ত ॥ আসতে পারি ?

দিনমণি ॥ আসুন। (নন্দি ভিতরে যায় ; অনন্ত এগিয়ে এসে বসে) কী চাই, বলুন।

অনন্ত ॥ এইদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। ভাবলাম, একবার দেখা করে যাই। (চারদিক দেখে) বাড়িটা বেশ সুন্দর, কি বলেন ! আমি আগে কোনদিন আসিনি। (ভিতরে উঁকি দেয়) উনি আপনার স্ত্রী বুঝি ?

দিনমণি ॥ আপনার কী প্রয়োজন, বলুন।

অনন্ত ॥ প্রয়োজন কিছু না।···আপনি আমায় চিনতে পারছেন তো?

দিনমণি ॥ হ্যাঁ।

অনন্ত ॥ (খুশীর হাসি হাসে) সত্যিই, আমাকে চেনে না, এ তল্লাটে এমন লোক নেই। যাক, আমি এসেছিলাম একটা খবর জানতে। খবরটা কি সত্যি?

দিনমণি ॥ কোন্ খবর?

অনন্ত ॥ কারা যেন সব রটিয়ে বেড়াচ্ছে—এই আসতে আসতে শুনলাম; সত্যিমিথ্যে জানি না মশায়—ওই ওরা বলছিল, সাহেবের নাকি মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কি সব গোলমাল হয়ে গেছে?

দিনমণি ॥ আমি জানি না।

অনন্ত ॥ ও, সাহেব তাহলে এখনো ফেরেনি?

দিনমণি ॥ না।

অনন্ত ॥ যাক, সাহেব ফিরলে তখন আসল খবরটা জানতে পারব, কি বলেন!····কিন্তু ওরা এমন সব আজেবাজে কথা রটিয়ে বেড়াচ্ছে—

[নটবর অনন্তর পাশে এসে দাঁড়ায়।]

নটবর ॥ অনন্তবাবু!

অনন্ত ॥ অ্যাঁঃ!

নটবর ॥ ফিরিঙ্গী সাহেবের বাড়িতে ঢুকে পড়েছেন। এখন যদি জোর করে ধরে আপনাকে এক দলা গোমাংস খাইয়ে দি, আপনার বাবারা ঠেকাতে পারবে?

[অনন্ত নটবরের দিকে চেয়ে থাকে।]

অনন্ত ॥ (হাসে) হেঃ! নটবর কিন্তু কথা শিখেছে। কবির দলে ভিড়েছে তো।

নটবর ॥ বলুন না, আপনার বাবারা ঠেকাতে পারবে?

[নটবরের ঠাণ্ডা মেজাজ দেখে অনন্ত ভয় পায়।]

অনন্ত ॥ (হাসির চেষ্টা) নটবর, এইসব কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করা কি উচিত হচ্ছে?

নটবর ॥ কিম্বা ধরুন, আপনাকে মাটিতে ফেলে আমি আর কানাই যদি আপনার বুকের উপর চেপে বসি; তারপর যদি আপনার দুটো চোখে আমি আমার দুটো আঙুল ঢুকিয়ে দি, তাহলে কেউ ঠেকাতে পারবে?

অনন্ত ॥ দিনবাবু, আপনার এটা দেখা উচিত—

নটবর ॥ দেখবেন'খন। আগে আমরা চেপে বসি—

[নটবর অনন্তর দিকে এগোয়।]

অনন্ত ॥ (পিছু হঠে) খবরদার নটবর, তুই কার সঙ্গে কথা বলছিস, মনে থাকে যেন। গাঁয়ে বসে তুই আমার অপমান করিস,—ভাল হবে না—

[নটবর হাত তোলে; দিনমণি বাধা দেয়।]

দিনমণি ॥ নটবর—

[অনন্ত ছুটে পালায়।]

নেপথ্যে অনন্ত ॥ তোকে দেশ ছাড়া করব নট—তবে আমার নাম অনন্তচরণ—

[নটবর বাঁ হাতে কপাল চেপে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে।
পরে ধীরে ধীরে মুখ তোলে।]

নটবর ॥ ওর গলার শিরাগুলো আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। আমার কী ইচ্ছে হচ্ছিল জান দিনদা? ইচ্ছে হচ্ছিল, ওর ওই বকের মতো সরু গলাটা টিপে ধরে—

[কানাই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল ; দ্রুত প্রস্থানোদ্যোগ।]

কোথায় যাস?

কানাই ॥ আমি পারব না, নটবরদা। দত্তবাবুর পায়ে ধরে আমি ক্ষমা চেয়ে নেব। এত জুলুম আমি সইতে পারব না। (নটবর ঠাস্ করে কানাই-এর গালে চড় মারে ; কানাই স্তম্ভিত।) তুমি আমাকে মারলে নটবরদা!

নটবর ॥ হ্যাঁ। ওইখানে চুপ করে বসে থাক্।

[দিনমণি কী করবে, ভেবে পায় না। নটবর গম্ভীর। কানাই এক কোণে মাথা নীচু করে বসে থাকে। চুপচাপ। দূর থেকে ঢোল কাঁসরের শব্দ ভেসে আসে। দ্রুত নন্দির প্রবেশ।]

নন্দি ॥ (উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি) ওই আবার—

[শব্দটা ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়। জানালায় মশালের আলোর প্রতিফলন। নন্দি একটা আর্তনাদ করে দু'হাতে মুখ ঢাকে। দিনমণি বাইরের দিকে পা বাড়ায়।]

দিনমণি ॥ (শান্তকণ্ঠে) সদর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসি—

[কানাই চমকে উঠে দাঁড়ায়]

কানাই ॥ না—। আমি যাব। আমাকে তুমি ছেড়ে দাও নটবর-দাদা। (নটবর বাধা দেয়, জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে চিৎকার করতে করতে কানাইয়ের প্রস্থান।) আমি আর করব

না···দত্তবাবু আমাকে নিশ্চই ক্ষমা করবেন···তোমরা দাঁড়াও··· আমি তোমাদের সঙ্গে যাব···

[ঢোল-কাঁসরের শব্দ তখন চরমে উঠেছে। দিনমণি ও নটবর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকে। শব্দটা ক্রমশঃ দূরে সরে যায়।

নটবর ॥ (হঠাৎ হেসে ফেলে) আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। এক গাঁয়ে পাশাপাশি বাস করেও পাশের মানুষকে চিনতে পারিনি। অদ্ভুত! (আবার হাসে।)

নন্দি ॥ কোথায় গেল ও ?

নটবর ॥ ক'দিন ধরেই আমাকে শোনাচ্ছিল : নব আমাদের দলে ঢোল বাজিয়ে গেছে, এই অপরাধে নাকি তাকে সাজা পেতে হবে। দত্তবাবুর রাগ ভারী। তিনি নাকি যাকে দেখতে পারেন না, তাকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে প্রথমে চাবুক মারেন, তারপরে তাব অর্ধেক মাথা কামিয়ে ছেড়ে দেন। এমনি সব গল্পকথা।—জান দিনদা, কানাই ভয় পেয়েছে; ভীষণ ভয় পেয়েছে কানাই—কিন্তু আমি ভাবি, এত ভয় এতদিন ওর ছিল কোথায় ? (হঠাৎ চমকে বাইরে তাকায়) কে !

[বাইরে মানুষের কণ্ঠস্বর। নন্দি সেইদিকে দেখে, পরক্ষণেই কেঁদে ফেলে। সেই মুহূর্তে এণ্টনী, সদু ও রামচরণের প্রবেশ। রামচরণ একটা ট্রাঙ্ক মাটিতে রেখে বেরিয়ে যায়।]

এণ্টনী ॥ একি, দিন, তোমরা যাওনি ?

নটবর ॥ সাহেবের গা থেকে শ্রীক্ষেত্তরের গন্ধ আসছে।

এণ্টনী ॥ তা আসছে।—কিন্তু তোমাদের তো আজ সকালে যাওয়ার কথা ছিল।

দিনমণি ॥ তোমাদেরও তো কাল সকালে আসার কথা ছিল।—তারপর বৌদি, সহর কলকেতা কেমন দেখলে ?

সদু ॥ খুব ভালো।—তোর চোখে জল কেন রে নন্দি ? ও কিছু বলেছে বুঝি ?

নন্দি ॥ হ্যাঁ, অনেক কথা বলেছে।

সদু ॥ দু'দিন বাড়ি নেই, আর অমনি কথা চালাতে শুরু করেছ !

দিনমণি ॥ এইবার হাত চালাব। ভীতু মেয়ে, কাঁদে কেন ?

সদু ॥ ওঃ খুব !—আয়। (নন্দিকে নিয়ে ভিতরে যায়।)

এণ্টনী ॥ (নটবরকে) দেখে এলাম আর একবার। এ একেবারে নতুন সহর। আগে এমনটি দেখিনি।—কিন্তু দিন, তোমরা কেন যাওনি বল তো।

দিনমণি ॥ ওই যে বললাম।

এণ্টনী ॥ হাঃ, ওটা কোন কথা নয়। তোমার বোনটি পথ চেয়ে বসে থাকবে ; উলটো-পালটা দুর্ভাবনায় সময় কাটাবে।—তোমার এটা উচিত হয়নি।

দিনমণি ॥ আমি ভাবছিলাম কিছুদিন পরে যাব।

এণ্টনী ॥ কেন ?

দিনমণি ॥ এমনি।

এণ্টনী ॥ হুঁ। (কি ভাবে) তুমি ভাব, আমি কিছু জানি না ! সব জানি। আসার সময় দেখলাম কানাই যজ্ঞেশ্বরের সঙ্গে কথা বলছে। আমাকে দেখে আড়ালে গেল।—মিছিল বেরিয়েছিল না

নটবর॥ সাহেব তুমি গৌরহাটিতে চলে যাও। অতবড় বাড়িটা খালি পড়ে আছে—

এণ্টনী॥ ভয় দেখাচ্ছ ?

নটবর॥ না সাহেব।

এণ্টনী॥ তাহলে ভয় পেয়েছ বল।

নটবর॥ হ্যাঁ, তা পেয়েছি ; পাছে কোনদিন একটা খুনখারাবি করে বসি, এই ভয়।

এণ্টনী॥ তুমি আমাকে খুব ভালবাস, না ?

নটবর॥ কী দরকার! শান্তিতে থাকতে পারবে ; তোমরা গৌরহাটিতেই চলে যাও।

[বেশ পরিবর্তন করে সত্নর প্রবেশ।]

সত্নু॥ (দিনমণিকে) শ্রীরামপুরে যে লক্ষ্মী-মেয়েটা হা-পিত্যেশ করছে বসে বসে, সে কথা একবারও ভেবে দেখেছ ?

দিনমণি॥ কি করব! তোমরা না-এলে—

সত্নু॥ না-ই এলাম। আমরা যদি আর না-ই আসতাম, তোমরা এইখানে বসে থাকতে ? এই ফরেসডাঙা ছাড়া পৃথিবীতে আর দেশ নেই ? বোনটা পড়ে আছে কোন্ দেশে—

দিনমণি॥ শ্রীরামপুর ওর নিজের দেশ, বৌদি।

সত্নু॥ আর তোমার দেশ বুঝি ফরেসডাঙা ? যাও না, তুমি তোমার নিজের দেশে ফিরে যাও, নিজের ঘরে গিয়ে বাস কর।

দিনমণি॥ (সহাস্যে) আমাদের তাড়িয়ে দিচ্ছ ?

সত্নু॥ ছিঃ, ও-কথা বলতে নেই। আমি বলছিলাম, সবাই একখানে জড়াজড়ি করে থেকে লাভ কি! আমরা আমাদের দেশে থাকি ;

তোমরা তোমাদের দেশে যাও। ঘর বাঁধ, ঘর কর। ছড়িয়ে যাওয়াই কি ভালো নয়?

[এণ্টনী সশব্দে হেসে ওঠে।]

হাসছ কেন?

এণ্টনী ॥ এমনি।

সত্ন ॥ কথা থাক। আমি নন্দিকে বলেছি সব গুছিয়ে নিতে। আমরা যে-নৌকোয় এসেছি, তোমরা ওতেই রওনা হও। দেরী কোরো না।

দিনমণি ॥ কিন্তু আমরা তো এখন যাব না, বৌদি।

সত্ন ॥ কেন?

দিনমণি ॥ না···ভাবছিলাম···এই কিছুদিন—(দিনমণি থেমে যায়।)

এণ্টনী ॥ (সহাস্যে) পারবে না দিন।—কলকাতায় যাওয়ার আগে একদিন ওকে বলেছিলাম: তুমি হলে শক্তি আর আমি হলাম শক্তিধর। এখানে ফিরে এসে আমিই কেমন অবাক হয়ে গেছি। ওই মানুষটা একেবারে পাল্‌টে গেছে।—ওর সঙ্গে আর পারবে না।

সত্ন ॥ তুমি হেসো না তো।—'এই কিছুদিন' কী? বল; চুপ করে থেকো না। না কি, নন্দির সঙ্গে নতুন কোন মতলব করেছ?

দিনমণি ॥ না না, তা নয়।

সত্ন ॥ তবে?

দিনমণি ॥ কেন বুঝতে পার না? তোমাদের এই অবস্থায় ফেলে যাওয়া কি উচিত?

সতু॥ সান্ত্বনা দিতে চাইছ ?

[নন্দির প্রবেশ। একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।]

কি, অমনি কান খাড়া হয়েছে! ওকে কী বলি, না-শুনে আর থাকতে পারলি না? (এণ্টনী হাসে।) তোমাদের ভরসায় আমাদের প্রয়োজন নেই; বুঝতে পেরেছ!

নটবর॥ আমার বড় আশ্চর্য লাগছে, দিনদা। কলকেতায় জমি কিনে নিজের খরচে মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে গেল; কুচুটে বজ্জাতরা অপমান করে তাড়িয়ে দিলে; সাহেব খ্রীষ্টান আর বৌদি— (থেমে যায়।) তবু আশ্চর্য দেখ, মনে কোন ক্ষোভ নেই। দেশে ফিরে এল—শত্রুপুরীতে; এতটুকু ভয় নেই। কী দেখেছ এরা ?—তোমরা কী বুঝেছ সাহেব, যার জোরে এখনো এমন করে হাসতে পার ?

সতু॥ (দিনমণিকে) তৈরী হয়ে নাও। চল্ নন্দি, দেখি কদ্দূর করেছিস।

[নন্দি ও সতুর প্রস্থান]

এণ্টনী॥ নটবর, অ্যাদ্দিন যা চেয়েছিলাম,—সব গোলমাল করে দিয়ে এসেছি। জান, আমার মন্দিরে আমায় ঢুকতে দিল না যবন বলে। ওকে বলল, ওর জাত নেই, তাই সঙ্কল্প হতে পারবে না। রায়েদের লেঠেল মন্দিব ঘিরে রইল। কিন্তু ফিরে আসার সময় আমি নিজের কানে শুনে এসেছি; লোকে বলছে—ফিরিঙ্গীর কালীবাড়ি। হাঃ, এইটাই তো চেয়েছিলাম। খ্রীষ্টান ফিরিঙ্গার নামের সঙ্গে কালা নামটা জড়িয়ে দিতে পারলে তোমার কালীও আর কালী থাকে না, যীশুর ভক্তও আর খ্রীষ্টান থাকে না। তাই

হাসতে আমার বাধা কি? আর ভয়? নাঃ। তোমাদের বিদ্যেসাগরকে দেখে এসেছি। এইটুকু মানুষ,—রাস্তা কাঁপিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। আমি আর ভয় করব কাকে?—ভোলা এসেছিল; আমাকে ঢুকতে দেয়নি দেখে রাগ করে ছড়া গাইল ফিরিঙ্গী কালীকে নিয়ে। লোকে বললে—বাঃ, ভোলাদা! আমি ভাবলাম, এবারও আমি জিতে গেলাম। আর ভয় কিসের বল। কানাই আমাকে দেখে আড়ালে গেল; কিন্তু তোমরা তো আছ। (একটু থেমে) তোমরাও যদি না-থাক, তাহলেও—আমি যে এই মাটিতে পা দিয়ে হাঁটতে শিখেছি, এই মাটিতে মাথা রেখেছি—এ তো আর মিথ্যে হয়ে যাবে না। আমি বেঁচে থাকব নটবর কাউকে আমি ভয় করব না।

[দিনমণি হঠাৎ উঠে ভিতরের দিকে পা বাড়ায়]

কোথায় যাচ্ছ, দিন?

দিনমণি॥ নৌকো এখনো অপেক্ষা করছে। তৈরী হতে হবে না!

এণ্টনী॥ যাও— (দিনমণির প্রস্থান)

[এণ্টনী জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।]

ফরাসডাঙা, শ্রীরামপুর, উত্তরপাড়া, বালি, কলকাতা। কত সহর, কত গ্রাম। জান নটবর, দিনমণি আর নন্দি যখন হাত ধরাধরি করে সহর আর গ্রামগুলোকে পার হয়ে হয়ে এগিয়ে যাবে, আমি তখন মনে মনে ওদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াব। আর গান গাইব। আল্লার গান, যীশুর গান, কালী-কেষ্ট-শিবের গান। আমার ক্ষমতা নেই; নইলে ওই দেওয়ান রায়-বিদ্যাসাগরের মতো আমিও বলতাম: এসো, সব মিলিয়ে দি। (জানালা দিয়ে বাইরে

আকাশের দিকে চায়।) দেখ নটবর, আকাশটা কেমন মেঘলা করেছে।

[নন্দি ও দিনমণি তৈরী হয়ে এসে দাঁড়ায়। ওরা যাবার জন্য প্রস্তুত। এণ্টনী চেয়ে চেয়ে দেখে।]

তবু দেখ নটবর, এবারেও আমায় কেউ হারিয়ে দিতে পারল না।—যাঃ, তোরা যাঃ, যাঃ....

[ওরা এণ্টনীকে প্রণাম করে বিদায় নেয়। সতু এসে এণ্টনীর পাশে দাঁড়ায়। নটবর দূরে দাঁড়িয়ে এদের দেখে।]

ওরা চলে গেল সতু,—অনেক দূরে। যাবার সময় আমাকে প্রণাম করে গেল।...আচ্ছা সতু, বল না, বিদায় নেবার সময় হলে আমরা কাকে প্রণাম করব?

যবনিকা